নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ		**vii**
Abbreviation & Acronym		**ix**
Glossary		**x**
প্রথম অধ্যায় : প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের বিবরণ	১
১.৩	অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন	৩
১.৪	সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা	৯
১.৫	প্রকল্পের লগফ্রেম (আউটপুট, আউটকাম)	১৩
১.৬	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায় : নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা		
২.১	সূচনা, নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি	১৭
২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কার্য পদ্ধতি	১৮
২.৩	সমীক্ষা পদ্ধতি	২০
২.৪	জরিপ কার্যক্রম : গুণগত তথ্য	২৩
২.৫	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	২৫
২.৬	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	২৬
তৃতীয় অধ্যায় : সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা		
৩.১	প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	২৭
৩.২	প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে প্রকল্পের অগ্রগতি	৩০
৩.৩	সার্বিক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	৩৪
৩.৪	লগফ্রেমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও আউটপুট অর্জন পরিস্থিতি পর্যালোচনা	৫৫
৩.৫	টেকসইকরণ পরিকল্পনা/এক্সিট প্ল্যান পর্যালোচনা	৬৪
৩.৬	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৬৫
৩.৭	অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ	৬৯
৩.৮	উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা	৭৪
৩.৯	স্পেসিফিকেশন, BOQ / TOR, গুণগতমান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা	৭৫
৩.১০	পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ	৮৫
৩.১১	স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা	১০৪
৩.১২	জাতীয় কর্মশালা	১০৪
৩.১৩	কেস স্টাডি	১০৬
চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT) পর্যালোচনা		
৪.১	প্রকল্পের সবলতা-দুর্বলতা-সুযোগ-ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ	১১৩
পঞ্চম অধ্যায়: পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ		
৫.১	পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ	১১৫
ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশমালা ও উপসংহার		
৬.১	সুপারিশমালা	১১৯
৬.২	উপসংহার	১২০

গ্রন্থপঞ্জি

ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি) ফর লাইভলিহুডস্ ইম্প্রভেমেন্ট অফ আরবান পুয়র কমিউনিটিস্ প্রজেক্ট (এলআইইউপিসিপি)- ২০১৮, সেপ্টেম্বর ২০১৮, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১, আগস্ট ২০২১, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই), ইনফ্লেশন রেইট এন্ড ওয়েজ রেইট ইনডেক্স (ডব্লিউআরআই) ইন বাংলাদেশ, মার্চ ২০২২, ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (২০১৬), সেপ্টেম্বর ২০১৯, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪, সেপ্টেম্বর ২০১৫, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পাবলিক-প্রকিউরমেন্ট-রুলস: ২০০৮

বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৬

সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি, অক্টোবর, ২০১৬, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

রিপোর্ট অন অ্যানুয়্যাল আউটকাম মনিটরিং (এওএম) ২০২১ অফ ন্যাশনাল আরবান পোভার্টি রিডাকশন প্রোগ্রাম, ডিসেম্বর ২০২১, UNDP

বেজলাইন সার্ভে রিপোর্ট অফ ন্যাশনাল আরবান পোভার্টি রিডাকশন প্রোগ্রাম (এনইউপিআরপি)- ২০২০, নভেম্বর ২০২০,UNDP

লাইভলিহুডস্ ইম্প্রভেমেন্ট অফ আরবান পুওর কমিউনিটিস্ প্রজেক্ট (এলআইইউপিসিপি) এনুয়াল রিপোর্ট (২০২০), UNDP, UKAID

NUPRP বাই অ্যানুয়্যাল রিপোর্ট , এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২১, UNDP

কোয়াটারলি প্রগ্রেস রিপোর্ট, এপ্রিল-জুন ২০২০, UNDP

সংযুক্তি ১২৩

সংযুক্তি-০১	উপকারভোগী/খানা সার্ভে শিডিউল	১২৫
সংযুক্তি-০২	দলগত আলোচনা (FGD) গাইডলাইন	১২৯
সংযুক্তি-০৩	KII গাইডলাইন: (প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সমন্বয়কারী/ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা)	১৩১
সংযুক্তি-০৪	KII গাইডলাইন: (প্রধান এলজিআই কর্মকর্তা/নির্বাহী প্রকৌশলী/টাউন ম্যানেজার/শহর পরিকল্পনাকারী/বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা)	১৩৩
সংযুক্তি-০৫	KII গাইডলাইন: ওয়ার্ড কাউন্সিলর	১৩৫
সংযুক্তি-০৬	KII গাইডলাইন: টাউন ফেডারেশন কর্মকর্তা	১৩৭
সংযুক্তি-০৭	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশ্নমালা	১৩৯
সংযুক্তি-০৮	ভৌত অবকাঠামো এবং সার্ভিস পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ চেকলিস্ট (ল্যাট্রিন, বাথরুম/গোসলখানা, নিরাপদ খাবার পানির উৎস, রাস্তা, ভবন নির্মাণ কাজ)	১৪১

সারণি তালিকা

সারণি ১.১	প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়	২
সারণি ১.২	প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন	৩
সারণি ১.৩	বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব কর্ম-পরিকল্পনা	৫
সারণি ১.৪	সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা: পণ্য	৯
সারণি ১.৫	সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা: কার্য	১০
সারণি ১.৬	সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা: সেবা	১১
সারণি ২.১	প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা অনুযায়ী উত্তরদাতার সংখ্যা	২৩
সারণি ২.২	পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের সারাংশ	২৪
সারণি ২.৩	সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	২৬
সারণি ৩.১	অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থছাড়, প্রকৃত ব্যয়	২৮
সারণি ৩.২	প্রকল্পের অঙ্গসমূহের ভিত্তিতে লক্ষ্য ও অর্জন/অগ্রগতি	২৯
সারণি ৩.৩	পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী: পরিকল্পনা ও প্রকৃত	৩৬
সারণি ৩.৪	কার্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী: পরিকল্পনা ও প্রকৃত	৪৩
সারণি-৩.৫	সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী: পরিকল্পনা ও প্রকৃত	৪৯
সারণি ৩.৬	লজিকাল ফ্রেমওয়ার্কের ফলাফল পর্যালোচনা	৫৫
সারণি ৩.৭	দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক, দায়িত্বের প্রকৃতি এবং দায়িত্ব পালনের সময় কাল	৬৫
সারণি ৩.৮	পিএসসি এবং এনপিবি কমিটির সভা আয়োজন	৬৭
সারণি ৩.৯	অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির পর্যায়	৬৯
সারণি ৩.১০	ভৌত কাজের অগ্রগতি: Construction of 5-storied “Climate resilient housing and basic services for the low-income household” at Gopalganj Pourashava (building 1 and 2)	৭৬
সারণি ৩.১১	ভৌত কাজের অগ্রগতি: Construction of 5-storied “Climate resilient housing and basic services for the low-income household” at Gopalganj Pourashava (building 3 and 4)	৭৬
সারণি ৩.১২	চারটি বহুতল ভবনের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমির পরিমাপ	৭৭
সারণি ৩.১৩	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা	৮১
সারণি ৩.১৪	খাবার পানির উৎস এবং গুণগতমান	৮১
সারণি ৩.১৫	খাবার পানির উৎস এবং ব্যবহারযোগ্যতা	৮২
সারণি ৩.১৬	গোসলখানার সার্বিক পরিবেশ	৮২
সারণি ৩.১৭	গোসলখানার ব্যবহারযোগ্যতা	৮২
সারণি ৩.১৮	ল্যাট্রিনের সার্বিক পরিবেশ	৮৩
সারণি ৩.১৯	ল্যাট্রিনের ব্যবহারযোগ্যতা	৮৩
সারণি ৩.২০	এপ্রোচ রোডের ধরন/বর্ণনা	৮৪
সারণি ৩.২১	বয়সের গ্রুপ অনুযায়ী উপকারভোগী বিভাজন: পুরুষ ও মহিলা	৮৫
সারণি ৩.২২	পরিবারের ধরন অনুযায়ী উপকারভোগীদের বিভাজন: পুরুষ ও মহিলা	৮৬
সারণি ৩.২৩	খানার নারী ও পুরুষ সদস্য সংখ্যা	৮৬
সারণি ৩.২৪	বৈবাহিক অবস্থা অনুযায়ী উত্তরদাতা বিভাজন: পুরুষ ও মহিলা	৮৬
সারণি ৩.২৫	উপকারভোগীদের পেশার ধরন : প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে	৮৭
সারণি ৩.২৬	মহিলা উপকারভোগী খানার গড় মাসিক আয় : প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে	৮৭
সারণি ৩.২৭	পুরুষ উপকারভোগী খানার গড় মাসিক আয় : প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পরে এবং পূর্বে	৮৭
সারণি ৩.২৮	উপকারভোগী খানার বাসগৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত উপাদানের ধরন : প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে	৮৮
সারণি ৩.২৯	উপকারভোগী খানার বৈদ্যুতিক সংযোগ : বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থা	৮৯
সারণি ৩.৩০	বাসস্থান থেকে খানার খাবার পানির প্রধান উৎসের দূরত্ব : বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থা	৯০
সারণি ৩.৩১	জরিপে অংশ নেয়া উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ ট্রেড	৯১
সারণি ৩.৩২	প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ব্যবসা অনুদান : পুরুষ ও মহিলা উপকারভোগী	৯২
সারণি ৩.৩৩	সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ : মহিলা উপকারভোগী	৯২
সারণি ৩.৩৪	ফুড বাস্কেটের সুবিধার আওতায় গতমাসে প্রাপ্ত ডিম, ভোজ্য তেল এবং ডালের পরিমাণ	৯৩
সারণি ৩.৩৫	ফুড বাস্কেটের আওতায় প্রদত্ত সামগ্রী বিতরণের সময়কাল	৯৪

পাই চার্ট তালিকা

পাই চার্ট ৩.১	এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২৭
পাই চার্ট ৩.২	শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী উপকারভোগীদের বিভাজন	৮৬

লেখচিত্র তালিকা

লেখচিত্র ৩.১	বয়সের গ্রুপ অনুযায়ী উপকারভোগী বিভাজন: পুরুষ ও মহিলা	৮৫
লেখচিত্র ৩.২	উপকারভোগী খানার গড় মাসিক আয় : প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে	৮৮
লেখচিত্র ৩.৩	উপকারভোগীর খানার খাবার পানির উৎস: বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থা	৮৯
লেখচিত্র ৩.৪	উপকারভোগী খানার ল্যাট্রিনের ধরন : বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থা	৯০
লেখচিত্র ৩.৫	উপকারভোগী খানার রান্নার জ্বালানির উৎস : বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থা	৯১
লেখচিত্র ৩.৬	বাসগৃহ উন্নয়ন/সংস্কারের জন্য CHDF থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ	৯১
লেখচিত্র ৩.৭	উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যদের দৈনিক খাদ্য গ্রহণ : প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে	৯৩
লেখচিত্র ৩.৮	উপকারভোগীদের উপর প্রকল্পের সার্বিক প্রভাব	৯৪
লেখচিত্র ৩.৯	প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পর নারীর অধিকার এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা/ধারণা সংক্রান্ত মতামত	৯৫

স্থিরচিত্র তালিকা

চিত্র: ২.১	সিলিন্ডার টেস্ট	২১
চিত্র: ২.২	হ্যামার/রিবাউন্ড টেস্ট	২১
চিত্র: ২.৩	প্রটো-টাইপ হাউজিং ডিজাইন (৬ তলা)	২২
চিত্র: ২.৪	প্রটো-টাইপ হাউজিং ডিজাইন (২ তলা)	২২
চিত্র: ২.৫	সিএইচডিএফ-এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি লিজে আবাসন ব্যবস্থা, স্থান: গোপালগঞ্জ	২২
চিত্র: ৩.১	গোপালগঞ্জ শহরে সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন-এর জন্য নির্ধারিত জমির পূর্বের অবস্থা	৭৭
চিত্র: ৩.২	গোপালগঞ্জ শহরে সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন-এর জন্য নির্ধারিত জমির বর্তমান অবস্থা (বিল্ডিং ৩ এবং ৪)	৭৭
চিত্র: ৩.৩	গুগল ম্যাপে গোপালগঞ্জ শহরে সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন-এর জন্য নির্ধারিত জমির বর্তমান অবস্থা	৭৭
চিত্র: ৩.৪	গোপালগঞ্জ শহরে সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন-এর জন্য সার্ভিস পাইলের কাস্টিং পর্যবেক্ষণ (বিল্ডিং ৩ এবং ৪)	৭৭
চিত্র: ৩.৫	মাস্টার প্ল্যান: বিল্ডিং ১ (বি১) ও ২(বি২), বিল্ডিং ৩(বি৩) ও ৪(বি৪)	৭৮
চিত্র: ৩.৬	গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান	৭৮
চিত্র: ৩.৭	প্লাম্বিং ড্রইং	৭৮
চিত্র: ৩.৮	পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণের টেস্ট রিপোর্ট	৭৯
চিত্র ৩.৯	সিমেন্ট (কিং ব্র্যান্ড), রড (এসএস টাইগার ৪০০ ডিডাব্লিওআর ৬০গ্রেড ২০/১৬/১০ মি.মি.), বালি (সিলেট সেন্ট) এবং স্টোন চিপস (স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী)- উপরের বাম দিক থেকে শুরু (ঘড়ির কাঁটার দিকে)।	৮০
চিত্র ৩.১০	সিলিন্ডার টেস্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে	৮০
চিত্র ৩.১১	মানোত্তীর্ণ স্লাম্প টেস্ট	৮০
চিত্র: ৩.১২	খাবার পানির ফ্যাসিলিটি, বুড়িগঙ্গা ক্লাস্টার, হিন্দুপাড়া, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	৮২
চিত্র: ৩.১৩	টিউবওয়েলের পাশেই ল্যাট্রিন, কালিয়াজুড়ি সিডিসি, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	৮২
চিত্র: ৩.১৪	খাবার পানির ফ্যাসিলিটি, কলেজ সিডিসি,পটুয়াখালি পৌরসভা	৮২
চিত্র: ৩.১৫	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গোসলখানা, লামা পাড়া সিডিসি, সিলেট সিটি কর্পোরেশন	৮৩
চিত্র: ৩.১৬	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গোসলখানা, হিন্দু পাড়া, সিরামিক রোড, কালসি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	৮৩
চিত্র: ৩.১৭	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গোসলখানা, বেতের বাজার সিডিসি, সিলেট সিটি কর্পোরেশন	৮৩
চিত্র: ৩.১৮	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ল্যাট্রিন, গেটপাড়া সিডিসি, গোপাল্লঞ্জ পৌরসভা	৮৪
চিত্র: ৩.১৯	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ল্যাট্রিন, টাউন জৈনকাঠি সিডিসি, পটুয়াখালি পৌরসভা	৮৪
চিত্র: ৩.২০	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তা (দৈর্ঘ্য: ৩০২ মি. এবং প্রস্থ: ৩.৫ মি.), ছোটবয়রা, শ্মশানঘাট, খুলনা সিটি কর্পোরেশন	৮৪
চিত্র: ৩.২১	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তা, মুসলিম পাড়া, ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	৮৪
চিত্র: ৩.২২	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নির্মিত রাস্তা, ১নং রোড, কড়াইল বস্তি, আদর্শ নাগর সিডিসি, বনানী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	৮৪
চিত্র: ৩.২৩	এফজিডি চলাকালীন একটি স্থির চিত্র, খাকডহর ঈদগাহ মাঠ, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	১০০
চিত্র: ৩.২৪	এফজিডি চলাকালীন একটি স্থির চিত্র, ফরিদপুর পৌরসভা	১০১

স্থিরচিত্র তালিকা

চিত্র: ৩.২৫	পুষ্টি উপকারভোগী হাস্যোজ্জ্বল রেহানা ও তার শিশু সন্তান, আদর্শনগর, ২০ নং ওয়ার্ড, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	১০২
চিত্র: ৩.২৬	নিজের সবজির দোকানে জাহেদা বেগম	১০৬
চিত্র: ৩.২৭	সেলাই মেশিনে কর্মরত খাদিজা আক্তার রুবি	১০৬
চিত্র: ৩.২৮	নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পুষ্টি এবং নারী বান্ধব কর্নারে রক্তচাপ পরীক্ষায় ব্যস্ত আমেনা বেগম	১০৭
চিত্র: ৩.২৯	স্বপ্নের ডানা রাঙাতে ব্যস্ত তাসলিমা	১০৮
চিত্র: ৩.৩০	বাক প্রতিবন্ধী সুমনার আলোকিত পথ	১০৯
চিত্র: ৩.৩১	বাক প্রতিবন্ধী সুমনার তৈরি হাতের কাজ	১০৯
চিত্র: ৩.৩২	পঙ্গু স্বামীর সাথে দাঁড়িয়ে রিজিয়া (বামে), নিজের মুদি দোকানে ব্যস্ত রিজিয়া (ডানে)	১১০
চিত্র: ৩.৩৩	করোনায় পুঁজি হারিয়েছেন ফাতেমা আক্তার	১১১

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) এর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, "Promoting prosperity and fostering inclusiveness"। একইভাবে জাতিসংঘ ঘোষিত SDG–2030 এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Leave no one behind" (কাউকে পেছনে ফেলে নয়)। শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চেয়েও বেশি প্রান্তিক। তাই "নিম্ন আয়ের দেশ" থেকে "মধ্যম আয়ের দেশে" উত্তরণ, টেকসই উন্নয়ন অর্জন এবং সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই লক্ষ্যে, মোট ৮২৬,১২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৪/০৮/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় বর্তমান প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইউএনডিপি, যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) এর আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ২৫টি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ৪০ লক্ষ দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকার টেকসই উন্নয়ন করা। তবে, বর্তমানে ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৮টি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। শহরে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু আবাসন সুবিধাসহ সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি পুষ্টি সহায়তা প্রদান করা প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য। এছাড়া, স্কুল থেকে ঝরে পরা রোধ এবং বাল্যবিবাহ হ্রাস করার জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান, নারীদের জন্য কর্মমূখী প্রশিক্ষণ, ব্যবসা অনুদান, সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ মডেলে সঞ্চয় প্রবণতা তৈরি এবং স্থায়ী তহবিল গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইতোমধ্যে প্রকল্পটির ৩ বছর ১০ মাস অতিবাহিত হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পান্না কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিসিডিএফ)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক অবস্থা, ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা, প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রম সমূহের কার্যকারিতা, SWOT বিশ্লেষণ এবং এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করে প্রকল্পের বাস্তব অবস্থা মূল্যায়ন পূর্বক সুপারিশমালা তৈরি করেছে। সমীক্ষার জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় উৎস হতে পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে প্রতিনিধিত্বশীল করার নিমিত্তে প্রকল্পভুক্ত ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৮টি পৌরসভায় বসবাসকারী উপকারভোগীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্যের জন্য প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন থেকে কমপক্ষে ৪০ জন উপকারভোগী এবং প্রতিটি পৌরসভা থেকে কমপক্ষে ২৫ জন উপকারভোগী হিসেবে মোট ৬৬১ জন উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে (৬৪৯ জন মহিলা, ১২ জন পুরুষ)। গুণগত তথ্যের জন্য ৩১টি এফজিডি, ৪৯টি কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই), এবং ২৪টি কেসস্টাডিসহ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৩৮টি অবকাঠামো, ২২টি সংগঠন, ১৯টি স্থানীয় অফিস, এবং নির্মাণাধীন ৪টি পাঁচতলা আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় প্রকল্পের মোট বাজেট বরাদ্দ ৮২৬,১২.০০ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৯০,৮৭.৯৯ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ৫৯.৪২%)। ডিপিপি এর ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য খাতে ২৪টি প্যাকেজ, পূর্ত/কার্য খাতে ২৮টি প্যাকেজ, এবং সেবা খাতে ৬টি প্যাকেজ সহ সর্বমোট ৫৮টি প্যাকেজের ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত পণ্য খাতে ২০টি প্যাকেজের প্রত্যেকটি প্যাকেজই ডিপিপি বর্ণিত OTM(NCT) পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। এই প্যাকেজগুলো ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে ৪,২৩.৬৯ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি ৫৪.২৮%)। কার্য খাতে ২৮টি প্যাকেজের বিপরীতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১৯টি প্যাকেজ ক্রয় করতে মোট ব্যয় হয়েছে ৩২১,৮৬.৫৮ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি ৬০.০৭%)। সেবা খাতের ৬টি প্যাকেজের ৪৭টি লটের ৩৩টি লট UNDP এর ক্রয়বিধি অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪টি লট ডিপিপিতে GOB ক্রয় পদ্ধতিতে সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও, বাস্তবে তিনটি লট OTM পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। অন্য ১১টি লটের ক্রয় প্রক্রিয়া প্রকল্পের অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রমের মতো প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ৬১,৫৯.৭০ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি ৭০.৩৫%)।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম দুটি হলো ৫,০০০ হত দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাসস্থান প্রদান এবং ১৫,০০০ দরিদ্র পরিবারকে বাসস্থান সংস্কার/উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ) থেকে গৃহঋণের মাধ্যমে আবাসন সহায়তা প্রদান। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি খুবই নৈরাশ্যজনক/হতাশাজনক। যেমন, এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মাত্র ৩৩৬টি পরিবারের জন্য ৫ তলা বিশিষ্ট ৪টি ভবনের নির্মাণ কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। কিন্তু বাসস্থান নির্মাণ কাজ এখনও শেষ হয়নি (লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন শূন্য)। একইভাবে, ১৫,০০০ দরিদ্র পরিবারকে

আবাসন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ৫৬০টি পরিবার সিএইচডিএফ থেকে গৃহঋণ সুবিধা পেয়েছে, (অর্জন মাত্র ৩.৭৩%)। তবে, অন্যান্য কার্যক্রমগুলোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক। যেমন, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের ১,০০০ দিনের পুষ্টি অনুদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি সন্তোষজনক ১৬৮.৭৫%, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি ৭৫.৭৩%। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উপকারভোগীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে মোট ৪০ লক্ষ স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, যার বিপরীতে প্রকল্পের শুরু থেকে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মোট ৩৭ লক্ষ ৮৭ হাজার উপকারভোগীকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে (অগ্রগতি ৯৪.৬৮%)। উপকারভোগীদের মধ্যে ৩৫,৭১৩ জন প্রান্তিক মহিলা ব্যবসা অনুদান পেয়েছেন এবং এদের মধ্যে ৮৭% মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেছেন (অগ্রগতি ৪০.৩১%)। এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৩,৫৪,৪৯০ জন সদস্য নিয়ে মোট ২৩,৪৪৭টি সেভিংস ও ক্রেডিট গ্রুপ গঠন করা হয়েছে (অগ্রগতি ৫৮.৮৪%); এবং মোট ৬৭,৩০.০০ লক্ষ টাকার সঞ্চয় তহবিল গঠিত হয়েছে (অগ্রগতি ৭৪.৭৮%)। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৮.৫০% পরিবার বিদ্যুৎ সুবিধা ব্যবহার করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণার সাথে এই তথ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপকারভোগী এবং তাদের পরিবারের আয়-রোজগার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রকল্পটির ভূমিকা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বের অবস্থার তুলনায় উপকারভোগীদের মাসিক আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী উপকারভোগী খানার গড় মাসিক আয় বৃদ্ধির হার ৩৪.০৩% (পূর্বের আয় ১০,২৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান আয় ১৩,৭৩৮ টাকা) এবং পুরুষ উপকারভোগী খানার গড় মাসিক আয় বৃদ্ধির হার ৫৪.৫৫% (পূর্বের আয় ১১,৪৫৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৭,৭০৮ টাকা)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে উত্তরদাতাদের আয়-রোজগারের উপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিভিন্ন সময় পালাক্রমে লকডাউন আরোপের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পরিবহন খাত ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে উত্তরদাতাদের আয়বর্ধক কর্মকান্ড দারুণভাবে বিঘ্নিত হয় এবং আয়-রোজগার সাধারণ বছরের তুলনায় যথেষ্ট হ্রাস পায়। বিবিএস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মার্চ ২০২২ এ নগর মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৬৯%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে মার্চ ২০২২ এ নগর মূল্যস্ফীতির মোট হার দাঁড়ায় ২৪.৯৭%। এই মূল্যস্ফীতির হার বিবেচনা করে মহিলা উপকারভোগী খানার প্রকৃত আয় (Real Income) বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৪৩ টাকা, এবং বৃদ্ধির হার ৭.২৫%। একইভাবে, মূল্যস্ফীতি গণনায় নেয়ার পর পুরুষ উপকারভোগী খানার প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৭১২ টাকা, এবং বৃদ্ধির হার ২৩.৬৭%। সুতরাং, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বের তুলনায় উপকারভোগীদের প্রকৃত আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। দলগত আলোচনা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শুধু আয়-রোজগার বৃদ্ধিতেই প্রকল্পের অবদান সীমিত নয়, জীবনযাত্রার অন্যান্য সূচক যেমন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সুবিধা, মা এবং শিশুদের জন্য পুষ্টির নিশ্চয়তা, এবং দুর্যোগ মোকাবেলার দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পের অবদান যথেষ্ট ইতিবাচক।

SWOT বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সবলদিক হলো, সমজাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্ব অভিজ্ঞতা, কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব অডিট টিম, FAPAD কর্তৃক নিয়মিত অডিট সম্পাদন, প্রকল্প টেকসইকরণে ডিপিপিতে সুনির্দিষ্ট এক্সিট প্ল্যানের সন্নিবেশ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন। প্রকল্পের বিশেষ দুর্বল দিক হলো, লো-কস্ট হাউজিং এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্বের ফলে এবং অন্যান্য কারণে হত দরিদ্র পরিবারকে দুই কক্ষ বিশিষ্ট বিনামূল্যে বাসস্থান প্রদানে অস্বাভাবিক ধীরগতি, ডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী অর্থছাড় না হওয়া (প্রধানত: কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে)। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সুযোগ সমূহের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে সামজিক সংগঠন তৈরি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিক্ষা উপবৃত্তির মাধ্যমে বাল্য বিবাহ ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন। প্রকল্পের অন্যতম ঝুঁকি হলো, বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ জনিত কারণে উদ্ভূত সংকট, সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপের কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া, এবং বস্তি এলাকায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিসমূহের স্থায়িত্ব নিয়ে আশংকা।

সমীক্ষার কিছু পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ হলো, ডিপিপি অনুযায়ী ৫,০০০ হত দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে আবাসন সুবিধা প্রদানসহ ১৫,০০০ দরিদ্র পরিবারকে সিএসডিএফ-এর গৃহঋণের আওতায় বাসস্থান সংস্কার/উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করার কথা। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই প্রকল্পের অর্জন একেবারেই নগণ্য। জুন ২০২৩ সালের মধ্যে ডিপিপি বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রায় অসম্ভব। এ ব্যাপারে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রকল্পের মেয়াদ অবশিষ্ট আছে ১ বছর ২ মাস এবং বাজেট বাস্তবায়ন বাকি আছে ৪০.৫৮%। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অবশিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও প্রকল্পটির সার্বিক কার্যক্রম যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক এবং সুদূর প্রসারী ফলদায়ী। দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে, দারিদ্র্য দূরীকরণে, এবং নারীর ক্ষমতায়নে প্রকল্পের অবদান বিবেচনা করে প্রকল্পের মেয়াদ আরও দুই বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যাতে প্রকল্পের অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।

Abbreviation & Acronym

ADP	Annual Development Program
BOQ	Bill of Quantities
CAP	Community Action Plan
CDC	Community Development Committee
CHDF	Community Housing Development Fund
CPP	Community Procurement Process
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CRMIF	Climate-resilient Municipal Infrastructure Fund
DFID	Department for International Development
DPA	Direct Project Aid
DPM	Direct Procurement Method
FAPAD	Foreign Aided Projects Audit Directorate
FCDO	Foreign, Commonwealth & Development Office
HIES	Household Income and Expenditure Survey
HOPE	Head of Procuring Entity
LIUPCP	Livelihoods Improvement of Urban Poor Communities Project
MoLGRD&C	Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives
MPI	Multi-Dimensional Poverty Index
NHA	National Housing Authority
NPB	National Programme Board
NUPRP	National Urban Poverty Reduction Programme
OTM	Open Tendering Method
PCDF	Panna Community Development Foundation
PPA	Public Procurement Act 2006
PPR	Public Procurement Rules 2008
PSC	Project Steering Committee
SDG	Sustainable Development Goals
SEF	Socio-Economic Fund
SIF	Settlement Improvement Fund
SPSS	Statistical Package for Social Sciences
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
TOR	Terms of Reference
TAPP/TPP	Technical Assistance Project Proforma/Proposal
UNDP	United Nations Development Program
VAW	Violence Against Women

Glossary

Arboriculture:	Gardening of trees, shrubs, and woody Plants for shading and decorating.
Cast in Situ:	Technology of construction of buildings where walls and slabs of the buildings are cast at the site in formwork.
Compressive Strength:	The strength of a material to withstand the compressive force acted on it.
Cylinder Test:	The Cylinder test is designed to evaluate locomotor asymmetry in rodent models of CNS disorders.
Load test:	Load testing is typically used to demonstrate that existing or repaired structures can safely resist design loads.
MS/Mild Steel:	Basically it is an alloy of iron having low carbon content which makes it ductile.
Plinth level:	The level of the floor of a building immediately above the surrounding ground.
Rebound Hammer Test:	The rebound hammer method provides a convenient and rapid indication of the compressive strength of concrete by means of establishing a suitable correlation between the rebound index and the compressive strength of concrete.
Reducing Balance Method:	The amount of depreciation is calculated by applying a fixed percentage on the book value of the asset each year.
Super structure:	The portion of a building which is constructed above the ground level and it serves the purpose of structure's intended use. It includes columns, beams, slab upwards including all finishes, door and window schedules, flooring, roofing, lintels, and parapets.
Test Pile Drive:	Initial Test on piles are to be carried out at one or more locations depending on the number of piles required.

প্রথম অধ্যায়
প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)-এর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, "Promoting prosperity and fostering inclusiveness"। একইভাবে জাতিসংঘ ঘোষিত SDGs–2030 এর মূল ধারণা হচ্ছে "Leave no one behind" (কাউকে পেছনে ফেলে নয়)। শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চেয়েও বেশি প্রান্তিক। "নিম্ন আয়ের দেশ" থেকে "মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ, টেকসই উন্নয়ন অর্জন এবং সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

স্থানীয় সরকার বিভাগ, ইউএনডিপি, যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)-এর আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায়, "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য হচ্ছে ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ২৫টি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ৪০লক্ষ দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকার টেকসই উন্নয়ন করা। তবে, বর্তমানে প্রকল্পটি ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৮টি প্রথম শ্রেণির পৌরসভায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১.২ প্রকল্পের বিবরণ

১.২.১ প্রকল্পের নাম : প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

১.২.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.২.৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার বিভাগ

১.২.৪ প্রকল্প এলাকা : ৮টি বিভাগ ১১ টি সিটি কর্পোরেশন ২৫ টি পৌরসভা

বিভাগ	জেলা		সিটি কর্পোরেশন		পৌরসভা	
	ডিপিপি	প্রকৃত	ডিপিপি	প্রকৃত	ডিপিপি	প্রকৃত
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা উত্তর*	ঢাকা উত্তর	সাভার	
			ঢাকা দক্ষিণ	ঢাকা দক্ষিণ		
	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ*	নারায়ণগঞ্জ		
	ফরিদপুর	ফরিদপুর			ফরিদপুর*	ফরিদপুর
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ			গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ
	গাজীপুর	গাজীপুর	গাজীপুর	গাজীপুর	কালিয়াকৈর	
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম*	চট্টগ্রাম		
	চাঁদপুর	চাঁদপুর			চাঁদপুর*	চাঁদপুর
	কক্সবাজার	কক্সবাজার			কক্সবাজার	কক্সবাজার
	কুমিল্লা	কুমিল্লা	কুমিল্লা	কুমিল্লা		
	ফেনী				ফেনী	
	নোয়াখালী	নোয়াখালী			নোয়াখালী	নোয়াখালী
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী		
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ				চাঁপাইনবাবগঞ্জ	
	নওগাঁ				নওগাঁ	
	পাবনা				পাবনা	
	সিরাজগঞ্জ				শাহজাদপুর	
খুলনা	খুলনা	খুলনা	খুলনা*	খুলনা		
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া			কুষ্টিয়া*	কুষ্টিয়া
	সাতক্ষীরা				সাতক্ষীরা	
	মাগুরা				মাগুরা	
	যশোর				নওয়াপাড়া	

বিভাগ	জেলা		সিটি কর্পোরেশন		পৌরসভা	
	ডিপিপি	প্রকৃত	ডিপিপি	প্রকৃত	ডিপিপি	প্রকৃত
সিলেট	সিলেট	সিলেট	সিলেট*	সিলেট		
রংপুর	রংপুর	রংপুর	রংপুর	রংপুর		
	নিলফামারী	নিলফামারী			সৈয়দপুর	সৈয়দপুর
	কুড়িগ্রাম				কুড়িগ্রাম	
	দিনাজপুর				দিনাজপুর	
বরিশাল	বরিশাল		বরিশাল*			
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী			পটুয়াখালী*	পটুয়াখালী
	পিরোজপুর				পিরোজপুর	
	ঝালকাঠি				ঝালকাঠি	
	ভোলা				ভোলা	
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ		ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ*	
	জামালপুর				জামালপুর	
৮টি বিভাগ	**৩৩টি জেলা**	**১৮টি জেলা**	**১১টি সিটি কর্পোরেশন**	**১১টি সিটি কর্পোরেশন**	**২৫টি পৌরসভা**	**৮টি পৌরসভা**

উৎস: ডিপিপি, পৃষ্ঠা-২ এবং প্রকল্প অফিস

*ফেইজ-১ এর জন্য নির্বাচিত সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা

ফেইজ-২ এ অবশিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা থেকে প্রকল্প এলাকা নির্বাচিত করা হবে।

১.২.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নের অবস্থা (প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়নকাল, ব্যয়, ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধির হার)

সারণি ১.১

প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলন					বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ
	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		নিজস্ব	মোট		
		ডিএফআইডি	ইউএনডিপি				
মূল	১২৮,১৮.৫০	৬৮৯,৬২.৬২৫	৮,৩০.৮৭৫	-	৮২৬,১২.০০	০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৩	১৪.০৮.২০১৮

উৎস: ডিপিপি, পৃষ্ঠা-১

১.২.৬ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পভুক্ত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সমূহের-

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান নির্মাণ ও গৃহায়ণ সহায়তা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সংগঠন তৈরি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- নারীদের জন্য কর্মসংস্থানমূখী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা বিকাশ;
- স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- নগর ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

১.২.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- ৫,০০০ হত দরিদ্র পরিবারকে সরাসরি দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাসস্থান প্রদান;
- ১৫,০০০ হত দরিদ্র পরিবারকে কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (CHDF) আওতায় গৃহঋণ প্রদানের মাধ্যমে আবাসন সহায়তা প্রদান;
- সরাসরি ৫,০০০টি এবং সিএইচডিএফ কর্তৃক ১৫,০০০টি হাউজের বেসিক সেবা, যেমন: পানির সংযোগ, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ, এপ্রোচ রোড, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;
- ৪,৯৭২ জনমাস দেশি ও বিদেশি পরামর্শক ব্যবহার;
- ৬টি জিপ/মাইক্রোবাস ক্রয়;

- বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, গর্ভবর্তী মায়েদের পুষ্টি সহায়তা প্রদান, ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান ও ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি; এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য দুই কক্ষের ফ্ল্যাট নির্মাণ এবং কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ফান্ড গঠন করে বিনা সুদে দীর্ঘ মেয়াদি গৃহায়ন ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের লোকদের আবাসন সুবিধা ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।[১]

১.৩ অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন

১.৩.১ প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন

সারণি ১.২

প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন (লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং.	অঙ্গের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট ব্যয়
				আরপিএ	ডিপিএ	
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	১২০ জনমাস	৮৭.৩৬	০.০০	০.০০	৮৭.৩৬
২.	কর্মচারীদের বেতন	২৪০ জনমাস	৫৮.৩৭	০.০০	০.০০	৫৮.৩৭
৩.	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৩৬০ জনমাস	৮৭.৪৪	০.০০	০.০০	৮৭.৪৪
৪.	শ্রান্তি এবং বিনোদন ভাতা	থোক	৫.৭৬	০.০০	০.০০	৫.৭৬
৫.	উৎসব ভাতা	থোক	৩০.৩৬	০.০০	০.০০	৩০.৩৬
৬.	চিকিৎসা ভাতা	থোক	৭.৯২	০.০০	০.০০	৭.৯২
৭.	টিফিন ভাতা	থোক	২.৬৪	০.০০	০.০০	২.৬৪
৮.	যাতায়াত ভাতা	থোক	১.৫৮	০.০০	০.০০	১.৫৮
৯.	ওভারটাইম ভাতা	থোক	২২.০০	০.০০	০.০০	২২.০০
১০.	শিক্ষা ভাতা	থোক	৫.২৮	০.০০	০.০০	৫.২৮
১১.	ভ্রমণ ভাতা (টিএ/ডিএসএ)	থোক	১৯.৮০	০.০০	৬০.০০	৭৯.৮০
১২.	যানবাহন রেজিস্ট্রেশন এবং ট্যাক্স	থোক	৮১.৮০	০.০০	০.০০	৮১.৮০
১৩.	রিপোর্ট এবং ডকুমেন্টারি প্রিন্টিং	থোক	০.০০	০.০০	২,০৫.৬৬	২,০৫.৬৬
১৪.	রিসার্স, ডকুমেন্টেশন, ইভালুয়েশন, মনিটরিং এবং ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট	থোক	০.০০	০.০০	২,৪৫.১৯	২,৪৫.১৯
১৫.	টাউন স্টাফ ট্রেনিং (প্রতি দিন প্রশিক্ষণ ১২০ শহরে/ ইউএসডি ৫০ পিডি)	থোক	০.০০	০.০০	১,৬৪.৫৯	১,৬৪.৫৯
১৬.	প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং ওয়ার্কশপ (২৩ শহর/ ২ ওয়ার্কশপ/ ব্রিফিং/টু ডেস ইজ/ইজ ২০ পার্টিসিপেন্ট/ট্রেনিং অব নিউট্রিশন এক্টিভিটিজ)	থোক	০.০০	০.০০	২,০৭.২১	২,০৭.২১
১৭.	পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ট্রেনিং	থোক	০.০০	০.০০	১,২৩.৪৪	১,২৩.৪৪
১৮.	অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এন্ড ইভেন্ট (আরলি ম্যারেজ এন্ড প্রিভেনশন অব ভায়োলেন্স প্রভৃতি)	থোক	০.০০	০.০০	৮০.০০	৮০.০০
১৯.	অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অন ইমপ্রুভ টেনিউর সিকিউরিটি	থোক	০.০০	০.০০	৩৯.১৯	৩৯.১৯
২০.	সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব এলজিইউসি/এমএবি/বিইউএফ	থোক	০.০০	০.০০	৬৮.৩৭	৬৮.৩৭
২১.	টাউন এক্সচেঞ্জ ভিজিট	থোক	০.০০	০.০০	৯৮.৭৫	৯৮.৭৫
২২.	অপারেটিং এ প্লাটফর্ম টু শোকেস লোকাল লেভেল সাকসেস (ওয়ার্কশপ/সেমিনার)		০.০০	০.০০	৫৮.৭৮	৫৮.৭৮
২৩.	সেমিনার/ওয়ার্কশপ		০.০০	০.০০	৭৯.৮০	৭৯.৮০
২৪.	ইনস্টিটিউশনাল স্টাডি ট্যুর এন্ড কনফারেন্স	থোক	০.০০	০.০০	৪৫.২৮	৪৫.২৮

[১] ৫. আলোচ্য বিষয়-১: জাতীয় নগর দরিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচি, ৫.১ উপস্থাপনা ও আলোচনা, একনেক সভা, ১৪/০৮/২০১৮

ক্র.নং.	অঙ্গের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট ব্যয়
				আরপিএ	ডিপিএ	
২৫.	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	৪৮ জনমাস	০.০০	০.০০	৪,৮০.০০	৪,৮০.০০
২৬.	স্থানীয় পরামর্শক/ ফিল্ড অফিসিয়ালস	৪,৯২৪ জনমাস	০.০০	০.০০	৫৩,১৯.৯০	৬৫,১৫.৫৫
২৭.	সাপোর্ট স্টাফ/ ফিল্ড স্টাফ	৭,৪৪০ জনমাস	০.০০	০.০০	১১,৯৫.৬৫	
২৮.	সাপোর্ট ফর বেজলাইনস এন্ড ফলো-আপ মনিটরিং সার্ভে	থোক	০.০০	০.০০	৪,১২.১৪	৪,১২.১৪
২৯.	স্টেশনারি, ফুয়েল, কম্পিউটার টোনার, প্রিন্টিং অব অ্যাডভোকেসি ম্যাটেরিয়ালস, ক্লিনিং, সানড্রাইজ, ইত্যাদি	থোক	০.০০	০.০০	৬,৫৯.৮৫	৬,৫৯.৮৫
৩০.	মেরামত, সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	০.০০	০.০০	২,০০.০০	২,০০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়):	**-**	**৪,১০.৩১**	**০.০০**	**৯৭,৪৩.৮০**	**১০১,৫৪.১১**
(খ) মূলধন ব্যয়:						
সম্পদ সংগ্রহ:						
৩১.	জিপ/মাইক্রোবাস	৬টি	০.০০	০.০০	২,৫০.৮০	২,৫০.৮০
৩২.	মোটর সাইকেল	১০০টি	০.০০	০.০০	১,০৬.৭৫	১,০৬.৭৫
৩৩.	ডিজিটাল ক্যামেরা	৪০টি	০.০০	০.০০	৬.২৮	৬.২৮
৩৪.	মাল্টিমিডিয়া	৩৭টি	০.০০	০.০০	১৪.৩২	১৪.৩২
৩৫.	মিউনিসিপাল জিআইএস প্যাকেজ (হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার)	৩৬টি	০.০০	০.০০	৩৫.১৩	৩৫.১৩
৩৬.	ল্যাপটপ	১৮০টি	০.০০	০.০০	৮৫.৬৫	৮৫.৬৫
৩৭.	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার (ডেস্কটপ)	৩৬টি	০.০০	০.০০	৪৮.২০	৪৮.২০
৩৮.	প্রিন্টার/প্রিন্টার (কালার)	৪০টি	০.০০	০.০০	১০.০৫	১০.০৫
৩৯.	স্ক্যানার	৪০টি	০.০০	০.০০	২.০১	২.০১
৪০.	সফটওয়্যার (কম্পিউটার/হাউজিং ফিনান্সিং)	থোক	০.০০	০.০০	৭৪.৩১	৭৪.৩১
৪১.	ফটোকপিয়ার	২টি	০.০০	০.০০	৫.০২	৫.০২
৪২.	এয়ার কন্ডিশনার	১০টি	০.০০	০.০০	৪০.১৯	৪০.১৯
৪৩.	ফোন এবং পিএবিএক্স	থোক	০.০০	০.০০	৭.০৩	৭.০৩
৪৪.	অফিস আসবাবপত্র/রিনোভেশন/ওয়ার্কস্টেশন	থোক	০.০০	০.০০	৯৪.৭৮	৯৪.৭৮
৪৫.	সাপোর্ট টু লো ইনকাম হাউজিং ইনক্লুডিং বেসিক সার্ভিসেস এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার	২০,০০০টি	১১৫,৯০.২৫	০.০০	৪১৯,৯৩.৯৫	৫৩৫,৮৪.২০
৪৬.	এসইএফ-স্কিল ট্রেনিং, এডুকেশন, বিজিনেস স্ট্যার্টআপ, প্রিভেন্ট আরলি ম্যারেজ, ডাউরি, ড্রাগ অ্যাবিউজ, প্রেগন্যান্ট এন্ড ল্যাকটেটিং মাদারসহ অন্যান্য সাপোর্ট	থোক	০.০০	০.০০	১৭২,৭৫.২৩	১৭২,৭৫.২৩
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):	**-**	**১১৫,৯০.২৫**	**০.০০**	**৬০০,৪৯.৭০**	**৭১৬,৩৯.৯৫**
(গ)	**কন্টিনজেন্সি**	**১%**	**১,০১.৫৪**	**০.০০**	**০.০০**	**১,০১.৫৪**
(ঘ)	**ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি**	**১%**	**৭,১৬.৪০**	**০.০০**	**০.০০**	**৭,১৬.৪০**
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):	**-**	**১২৮,১৮.৫০**	**০.০০**	**৬৯৭,৯৩.৫০**	**৮২৬,১২.০০**

উৎস: ডিপিপি, পৃষ্ঠা: ১/৩-২/৩

১.৩.২ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

সারণি ১.৩

বছর ভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব কর্ম-পরিকল্পনা [২]

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের বর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা					বছর-১ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)			বছর-২ (২০১৯-২০ অর্থবছর)			বছর-৩ (২০২০-২১ অর্থবছর)			বছর-৪ (২০২১-২২ অর্থবছর)			বছর-৫ (২০২২-২৩ অর্থবছর)		
	পরিমাণ	একক	একক দর	মোট ব্যয়	ওজন	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব	
							অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %
৩	৪	৫	৬	৭	৮	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২১	২২	২৩
(ক) রাজস্ব																				
কর্মকর্তাদের বেতন*	১২০	জনমাস		৮৭.৩৬	০.০০	১৭.৪৭	০.২০	০	১৭.৪৭	০.২০	০	১৭.৪৭	০.২০	০	১৭.৪৭	০.২০	০	১৭.৪৭	০.২০	০
কর্মচারীদের বেতন*	২৪০	জনমাস		৫৮.৩৭	০.০০	১১.৬৭	০.২০	০	১১.৬৭	০.২০	০	১১.৬৭	০.২০	০	১১.৬৭	০.২০	০	১১.৬৭	০.২০	০
বাড়ি ভাড়া ভাতা	৩৬০	জনমাস		৮৭.৪৪	০.০০	১৭.৪৯	০.২০	০	১৭.৪৯	০.২০	০	১৭.৪৯	০.২০	০	১৭.৪৯	০.২০	০	১৭.৪৯	০.২০	০
শ্রান্তি এবং বিনোদন ভাতা	থোক			৫.৭৬	০.০০	১.১৫	০.২০	০	১.১৫	০.২০	০	১.১৫	০.২০	০	১.১৫	০.২০	০	১.১৫	০.২০	০
উৎসব ভাতা	থোক			৩০.৩৬	০.০০	৬.০৭	০.২০	০	৬.০৭	০.২০	০	৬.০৭	০.২০	০	৬.০৭	০.২০	০	৬.০৭	০.২০	০
চিকিৎসা ভাতা	থোক			৭.৯২	০.০০	১.৫৮	০.২০	০	১.৫৮	০.২০	০	১.৫৮	০.২০	০	১.৫৮	০.২০	০	১.৫৮	০.২০	০
টিফিন ভাতা	থোক			২.৬৪	০.০০	০.৫৩	০.২০	০	০.৫৩	০.২০	০	০.৫৩	০.২০	০	০.৫৩	০.২০	০	০.৫৩	০.২০	০
যাতায়াত ভাতা	থোক			১.৫৮	০.০০	০.৩২	০.২০	০	০.৩২	০.২০	০	০.৩২	০.২০	০	০.৩২	০.২০	০	০.৩২	০.২০	০
ওভারটাইম ভাতা	থোক			২২.০০	০.০০	৪.৪০	০.২০	০	৪.৪০	০.২০	০	৪.৪০	০.২০	০	৪.৪০	০.২০	০	৪.৪০	০.২০	০
শিক্ষা ভাতা	থোক			৫.২৮	০.০০	১.০৬	০.২০	০	১.০৬	০.২০	০	১.০৬	০.২০	০	১.০৬	০.২০	০	১.০৬	০.২০	০
ভ্রমণ ভাতা (টিএ/ডিএসএ)	থোক			৭৯.৮০	০.০০	১৫.৯৬	০.২০	০	১৫.৯৬	০.২০	০	১৫.৯৬	০.২০	০	১৫.৯৬	০.২০	০	১৫.৯৬	০.২০	০
যানবাহন রেজিস্ট্রেশন এবং ট্যাক্স	থোক	-	-	৮১.৮০	০.০০	১৬.৩৬	০.২০	০	১৬.৩৬	০.২০	০	১৬.৩৬	০.২০	০	১৬.৩৬	০.২০	০	১৬.৩৬	০.২০	০
রিপোর্ট এবং ডকুমেন্টারি, প্রিন্টিং	থোক	-	-	২০৫.৬৬	০.০০	৪১.১৩	০.২০	০	৪১.১৩	০.২০	০	৪১.১৩	০.২০	০	৪১.১৩	০.২০	০	৪১.১৩	০.২০	০
রিসার্স,ডকুমেন্টেশন, ইভালুয়েশন, মনিটরিং এবং ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট	থোক	-	-	২৪৫.১৯	০.০০	৪৯.০৪	০.২০	০	৪৯.০৪	০.২০	০	৪৯.০৪	০.২০	০	৪৯.০৪	০.২০	০	৪৯.০৪	০.২০	০
টাউন স্ট্যাফ ট্রেনিং (প্রতি দিন প্রশিক্ষণ ১২০ শহরে/ ইউএসডি ৫০ পিডি)	থোক			১৬৪.৫৯	০.০০	৩২.৯২	০.২০	০	৩২.৯২	০.২০	০	৩২.৯২	০.২০	০	৩২.৯২	০.২০	০	৩২.৯২	০.২০	০
প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং ওয়ার্কশপ	থোক	-	-	২০৭.২১	০.০০	৪১.৪৪	০.২০	০	৪১.৪৪	০.২০	০	৪১.৪৪	০.২০	০	৪১.৪৪	০.২০	০	৪১.৪৪	০.২০	০

[২] ডিপিপি, পৃষ্ঠা: ৩৭-৪০

অঙ্গের বর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা					বছর-১ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)			বছর-২ (২০১৯-২০ অর্থবছর)			বছর-৩ (২০২০-২১ অর্থবছর)			বছর-৪ (২০২১-২২ অর্থবছর)			বছর-৫ (২০২২-২৩ অর্থবছর)		
	পরিমাণ	একক	একক দর	মোট ব্যয়	ওজন	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব	
							অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %
৩	৪	৫	৬	৭	৮	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২১	২২	২৩
(২৩ শহর/২ ওয়ার্কশপ/ব্রিফিং/টু ডেস ইজ/ইজ ২০ পার্টিসিপেন্ট/ট্রেনিং অফ নিউট্রিশন এক্টিভিটিজ)																				
পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ট্রেনিং	থোক			১২৩.৪৪	০.০০	২৪.৬৯	০.২০	০	২৪.৬৯	০.২০	০	২৪.৬৯	০.২০	০	২৪.৬৯	০.২০	০	২৪.৬৯	০.২০	০
অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এন্ড ইভেন্ট (আরলি ম্যারেজ এন্ড প্রিভেনশন অফ ভায়োলেন্স)	থোক	-	-	৮০.০০	০.০০	১৬.০০	০.২০	০	১৬.০০	০.২০	০	১৬.০০	০.২০	০	১৬.০০	০.২০	০	১৬.০০	০.২০	০
অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অন ইমপ্রুভ টেনিউর সিকিউরিটি	থোক			৩৯.১৯	০.০০	৭.৮৪	০.২০	০	৭.৮৪	০.২০	০	৭.৮৪	০.২০	০	৭.৮৪	০.২০	০	৭.৮৪	০.২০	০
সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অফ এলজিইডি/এমএবি/বিইউএফ	থোক			৬৮.৩৭	০.০০	১৩.৬৭	০.২০	০	১৩.৬৭	০.২০	০	১৩.৬৭	০.২০	০	১৩.৬৭	০.২০	০	১৩.৬৭	০.২০	০
টাউন এক্সচেঞ্জ ভিজিট	থোক			৯৮.৭৫	০.০০	১৯.৭৫	০.২০	০	১৯.৭৫	০.২০	০	১৯.৭৫	০.২০	০	১৯.৭৫	০.২০	০	১৯.৭৫	০.২০	০
অপারেটিং এ প্লাটফর্ম টু শ্যোকেস লোকাল লেভেল সাকসেস (ওয়ার্কশপ/সেমিনার)	থোক			৫৮.৭৮	০.০০	১১.৭৬	০.২০	০	১১.৭৬	০.২০	০	১১.৭৬	০.২০	০	১১.৭৬	০.২০	০	১১.৭৬	০.২০	০
সেমিনার/ওয়ার্কশপ	থোক	-	-	৭৯.৮০	০.০০	১৫.৯৬	০.২০	০	১৫.৯৬	০.২০	০	১৫.৯৬	০.২০	০	১৫.৯৬	০.২০	০	১৫.৯৬	০.২০	০
ইনস্টিটিউশনাল স্টাডি ট্যুর এন্ড কনফারেন্স	থোক			৪৫.২৮	০.০০	৯.০৬	০.২০	০	৯.০৬	০.২০	০	৯.০৬	০.২০	০	৯.০৬	০.২০	০	৯.০৬	০.২০	০
আন্তর্জাতিক পরামর্শক	৪৮	জনমাস		৪৮০.০০	০.০১	৯৬.০০	০.২০	০	৯৬.০০	০.২০	০	৯৬.০০	০.২০	০	৯৬.০০	০.২০	০	৯৬.০০	০.২০	০
স্থানীয় পরামর্শক/ফিল্ড অফিসিয়ালস	৪৯২৪	জনমাস	-	৫৩১৯.৯০	০.০৭	১০৬৩.৯৮	০.২০	১	১০৬৩.৯৮	০.২০	১	১০৬৩.৯৮	০.২০	১	১০৬৩.৯৮	০.২০	১	১০৬৩.৯৮	০.২০	১
সাপোর্ট স্টাফ/ফিল্ড স্টাফ	৭৪৪০	জনমাস	-	১১৯৫.৬৫	০.০১	২৩৯.১৩	০.২০	০	২৩৯.১৩	০.২০	০	২৩৯.১৩	০.২০	০	২৩৯.১৩	০.২০	০	২৩৯.১৩	০.২০	০
সাপোর্ট ফর বেজলাইনস এন্ড ফলো-আপ মনিটরিং সার্ভে	থোক			৪১২.১৪	০.০১	৮২.৪৩	০.২০	০	৮২.৪৩	০.২০	০	৮২.৪৩	০.২০	০	৮২.৪৩	০.২০	০	৮২.৪৩	০.২০	০
স্টেশনারি,ফুয়েল,কম্পিউটার টোনার,প্রিন্টিং অফ অ্যাডভোকেসি	থোক			৬৫৯.৮৫	০.০১	১৩১.৯৭	০.২০	০	১৩১.৯৭	০.২০	০	১৩১.৯৭	০.২০	০	১৩১.৯৭	০.২০	০	১৩১.৯৭	০.২০	০

অঙ্গের বর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা					বছর-১ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)			বছর-২ (২০১৯-২০ অর্থবছর)			বছর-৩ (২০২০-২১ অর্থবছর)			বছর-৪ (২০২১-২২ অর্থবছর)			বছর-৫ (২০২২-২৩ অর্থবছর)		
	পরিমাণ	একক	একক দর	মোট ব্যয়	ওজন	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব	
							অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %
৩	৪	৫	৬	৭	৮	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২১	২২	২৩
ম্যাটেরিয়ালস, ক্লিনিং, সানড্রাইজ, ইত্যাদি																				
যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক			৫০.০০	০.০০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০
কম্পিউটার এবং অন্যান্য অফিস সরঞ্জাম	থোক			৫০.০০	০.০০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক			৫০.০০	০.০০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০
অন্যান্য মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ	থোক			৫০.০০	০.০০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০	১০.০০	০.২০	০
ক) উপ-মোট (রাজস্ব):			০.০০	১০১,৫৪.১১	০.১২	২০,৩০.৮২	৫.৮০	২.৪৩	২০,৩০.৮২	৫.৮০	২.৪৩	২০,৩০.৮২	৫.৮০	২.৪৩	২০,৩০.৮২	৫.৮০	২.৪৩	২০,৩০.৮২	৫.৮০	২.৪৩
খ) মূলধন																				
জিপ/মাইক্রোবাস*	৬	সংখ্যা	৪১.৮০	২৫০.৮০	০.০০	৮৩.৬০	৩৩.৩৩	০	-	-	-	১৬৭.২০	০.৬৭	০		-	-	-	-	-
মোটর সাইকেল	১০০	সংখ্যা	১.০৭	১০৬.৭৫	০.০০	৭০.০০	৬৫.৫৭	০		-	-	৩৬.৭৫	০.৩৪	০		-	-	-	-	-
ডিজিটাল ক্যামেরা	৪০	সংখ্যা	০.১৬	৬.২৮	০.০০	৬.২৮	১০০	০		-	-		-	-		-	-	-	-	-
মাল্টিমিডিয়া	৩৭	সংখ্যা	০.৩৯	১৪.৩২	০.০০	১৪.৩২	১০০	০		-	-		-	-		-	-	-	-	-
মিউনিসিপাল জিআইএস্ প্যাকেজ (হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার)	৩৬	সংখ্যা	০.৯৮	৩৫.১৩	০.০০	১৫.১৩	৪৩.০৭	০	২০.০০	০.৫৭	০	-	-	-		-	-	-	-	-
ল্যাপটপ	১৮০	সংখ্যা	০.৪৮	৮৫.৬৫	০.০০	৪৫.৬৫	৫৩.৩০	০	৪০.০০	০.৪৭	০		-	-		-	-	-	-	-
প্রিন্টারসহ কম্পিউটার (ডেস্কটপ)	৩৬	সংখ্যা	১.৩৪	৪৮.২০	০.০০	২৮.২০	৫৮.৫১	০	২০.০০	০.৪১	০		-	-		-	-	-	-	-
প্রিন্টার/প্রিন্টার (কালার)	৪০	সংখ্যা	০.২৫	১০.০৫	০.০০	১০.০৫	১০০	০		-	-		-	-		-	-	-	-	-
স্ক্যানার	৪০	সংখ্যা	০.০৫	২.০১	০.০০	২.০১	১০০	০		-	-		-	-		-	-	-	-	-
সফটওয়্যার (কম্পিউটার/ হাউজিং ফিনান্সিং)	থোক	থোক		৭৪.৩১	০.০০	২০.০০	২৬.৯১	০	৩০.০০	০.৪০	০	২৪.৩১	০.৩৩	০	-	-	-	-	-	-
ফটোকপিয়ার	২	সংখ্যা	২.৫১	৫.০২	০.০০	৫.০২	১০০	০		-	-		-	-		-	-	-	-	-
এয়ারকন্ডিশনার	১০	সংখ্যা	৪.০২	৪০.১৯	০.০০	৪০.১৯	১০০	০		-	-		-	-		-	-	-	-	-
ফোন এবং পিএবিএক্স	থোক	সংখ্যা		৭.০৩	০.০০	৭.০৩	১০০	০		-	-		-	-		-	-	-	-	-
অফিস আসবাবপত্র/ রিনোভেশন/ওয়ার্কস্টেশন	থোক	থোক		৯৪.৭৮	০.০০	৪৪.৭৮	৪৭	০	৫০.০০	০.৫৩	০		-	-		-	-		-	-
সাপোর্ট টু লো ইনকাম হাউজিং (৫,০০০ সরাসরি বাড়ি এবং ১৫,০০০ সিএইচডিএফ এর মাধ্যমে) বেসিক সেবা এবং সহযোগী	২০০০০	সংখ্যা	থোক	৫৩৫৮৪.২০	০.৬৬	১৪৪৬৭.৭৩	২৭.০০	১৮	১২৩২৪.৩৭	০.২৩	১৫	১০৭১৬.৮৪	০.২০	১৩	১০৭১৬.৮৪	০.২০	১৩	৫৩৫৮.৪২	০.১০	৭

অঙ্গের বর্ণনা	মোট আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা					বছর-১ (২০১৮-১৯ অর্থবছর)			বছর-২ (২০১৯-২০ অর্থবছর)			বছর-৩ (২০২০-২১ অর্থবছর)			বছর-৪ (২০২১-২২ অর্থবছর)			বছর-৫ (২০২২-২৩ অর্থবছর)		
	পরিমাণ	একক	একক দর	মোট ব্যয়	ওজন	আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব	
							অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %		অঙ্গের শতকরা হার %	প্রকল্পের শতকরা হার %
৩	৪	৫	৬	৭	৮	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২১	২২	২৩
অবকাঠামোসহ, যেমন পানির সংযোগ পয়েন্ট, স্যানিটেশন সুবিধা, পাকা রাস্তা, পয়নিষ্কাশন, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বহুমুখী কেন্দ্র																				
এসইএফ-স্কিল ট্রেনিং, এডুকেশন, বিজিনেস স্ট্যার্টআপ, প্রিভেন্ট আরলি ম্যারেজ, ডাউরি, ড্রাগ অ্যাবিউজ, প্রেগন্যান্ট এন্ড ল্যাকটেটিং মাদারসহ অন্যান্য সাপোর্ট	থোক	থোক	থোক	১৭২৭৫.২৩	০.২১	৩৪৫৫.০৫	২০.০০	৪	৩৪৫৫.০৫	০.২০	৪	৩৪৫৫.০৫	০.২০	৪	৩৪৫৫.০৫	০.২০	৪	৩৪৫৫.০৫	০.২০	৪
খ) উপ-মোট (মূলধন):				৭১৬,৩৯.৯৫	০.৮৮	১৮৩,১৫.০৪	২৬	২২.৪	১৫৯,৩৯.৪১	২২.২	১৯.৫	১৪৪,০০.১৫	২০.১	১৭.৬	১৪১,৭১.৮৯	১৯.৮	১৭.৩৩	৮৮,১৩.৪৭		১০.৭৮
মোট (ক+খ):				৮১৭,৯৪.০৬	১.০০	২০৩,৪৫.৮৬	২৫	২৪.৮	১৭৯,৭০.২৩	২২.২	২১.৯	১৬৪,৩০.৯৭	২০.১	২০.০	১৬২,০২.৭১	১৯.৮	১৯.৭৬	১০৮,৪৪.২৯		১৩.২১
গ) কনটিনজেন্সি																				
প্রাইস কনটিনজেন্সি ১%				৮,১৭.৯৪		২,০৩.৪৬			১,৭৯.৭০			১,৬৪.৩১			১,৬২.০৩			১,০৮.৪৪		
সর্বমোট (ক+খ+গ):				৮২৬,১২.০০		২০৫,৪৯.৩২			১৮১,৪৯.৯৪			১৬৫,৯৫.২৮			১৬৩,৬৪.৭৪			১০৯,৫২.৭৩		

১.৪ সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা

সারণি ১.৪

সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা: পণ্য[৩]

প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
NUPRP/G1/1	জিপ ক্রয়	সংখ্যা	২	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	১,০০.০০	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮
NUPRP/G1/2	মাইক্রবাস-২, জিপ-২ ক্রয়	সংখ্যা	৪	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	১,৫০.৮০	এপ্রিল-১৯	জুলাই-১৯	অক্টোবর -১৯
NUPRP/G2/1	মোটরসাইকেল	সংখ্যা	৪০	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৪২.৭০	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮
NUPRP/G2/2	মোটরসাইকেল	সংখ্যা	৬০	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৬৪.০৫	জানুয়ারি-১৯	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯
NUPRP/G3/1	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	২০	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৩.২৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮
NUPRP/G3/2	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	২০	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৩.০০	জানুয়ারি-১৯	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯
NUPRP/G4/1	মাল্টিমিডিয়া	সংখ্যা	১৭	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৭.৩২	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮
NUPRP/G4/2	মাল্টিমিডিয়া	সংখ্যা	২০	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৭.০০	জানুয়ারি-১৯	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯
NUPRP/G4/3	মিউনিসিপাল জিআইএস প্যাকেজ (হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার)	সংখ্যা	৩৬	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৩৫.১৩	জানুয়ারি-১৯	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯
NUPRP/G5/1	কম্পিউটার (ল্যাপটপ)	সংখ্যা	৯৫	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৪৫.৬৫	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮
NUPRP/G5/2	কম্পিউটার (ল্যাপটপ)	সংখ্যা	৮৫	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৪০.০০	জানুয়ারি-১৯	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯
NUPRP/G5/3	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার (ডেস্কটপ)	সংখ্যা	১২	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	১৯.২৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮
NUPRP/G5/4	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার (ডেস্কটপ)	সংখ্যা	১৮	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	২৮.৯২	জানুয়ারি-১৯	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯
NUPRP/G6/1	প্রিন্টার/প্রিন্টার (কালার)	সংখ্যা	২০	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৫.০৫	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮
NUPRP/G6/2	প্রিন্টার/প্রিন্টার (কালার)	সংখ্যা	২০	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৫.০০	জানুয়ারি-১৯	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯
NUPRP/G7/1	স্ক্যানার	সংখ্যা	১৫	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	০.৭৫	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮
NUPRP/G7/2	স্ক্যানার	সংখ্যা	২৫	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	১.২৬	জানুয়ারি-১৯	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯
NUPRP/G8/1	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৫.০২	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮
NUPRP/G9/1	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৩৫.০০	জানুয়ারি-১৯	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯
NUPRP/G9/2	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৩৯.৩১	জানুয়ারি-১৯	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯
NUPRP/G10/1	এয়ার কন্ডিশনার	সংখ্যা	১০	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৪০.১৯	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮
NUPRP/G11/1	পিএবিএক্স এবং ফোন সেট	সেট	১	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৭.০৩	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮
NUPRP/G12/1	অফিস ফার্নিচার/ওয়ার্ক স্টেশন	সেট	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৫০.৭৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮
NUPRP/G12/2	অফিস ফার্নিচার/ওয়ার্ক স্টেশন	সেট	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	এনপিডি	ডিএফআইডি	৪৪.০০	জানুয়ারি-১৯	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯

[৩] ডিপিপি, পৃষ্ঠা: ৩২

সারণি ১.৫

সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা: কার্য[৪]

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
NUPRP/W1	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮
NUPRP/W1.1	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর-১৮	ডিসেম্বর-১৮
NUPRP/W1.2	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯
NUPRP/W1.3	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	এপ্রিল-১৯	জুন-১৯
NUPRP/W1.4	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই-১৯	সেপ্টেম্বর-১৯
NUPRP/W1.5	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর-১৯	ডিসেম্বর-১৯
NUPRP/W1.6	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি-২০	মার্চ -২০
NUPRP/W1.7	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	এপ্রিল-২০	জুন-২০
NUPRP/W1.8	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই-২০	সেপ্টেম্বর-২০
NUPRP/W1.9	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর-২০	ডিসেম্বর-২০
NUPRP/W1.10	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি-২০	ফেব্রুয়ারি-২১
NUPRP/W1.11	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	মার্চ-২১	মে-২১
NUPRP/W1.12	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	জুন-২১	আগস্ট-২১
NUPRP/W1.13	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর-২১	নভেম্বর-২১
NUPRP/W1.14	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর-২১	ফেব্রুয়ারি-২২
NUPRP/W1.15	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	মার্চ-২২	মে-২২
NUPRP/W1.16	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	মে-২২	জুন-২১
NUPRP/W1.17	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর-২১	ডিসেম্বর-২১
NUPRP/W1.18	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর-২১	ডিসেম্বর-২১
NUPRP/W1.19	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৫০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি-২২	জুন-২২
NUPRP/W1.20	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১৯,৪৩.৭৫	প্রযোজ্য নয়	ফেব্রুয়ারি-১৮	ডিসেম্বর-১৮
NUPRP/W1.21	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	ডিএফআইডি/ইউএনডিপি	১১,৮০.২০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই-১৮	ডিসেম্বর-১৮
NUPRP/W2	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৯০০	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭,০০.০০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি-২০	ডিসেম্বর-২০
NUPRP/W2.1	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	১৯০০	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭,০০.০০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি-২১	ডিসেম্বর-২১
NUPRP/W2.2	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	১৯০০	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭,০০.০০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি-২২	অক্টোবর-২২
NUPRP/W2.3	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	১৯০০	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭,০০.০০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি-২২	অক্টোবর-২২
NUPRP/W2.4	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	১৯০০	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭,০০.০০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২৩
NUPRP/W2.5	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	১৯০০	সিপিপি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫,৯০.২৫	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি-২৩	মার্চ-২৩
	মোট						৫২০,৮৪.২০			

[৪] ডিপিপি, পৃষ্ঠা: ৩৩

সারণি ১.৬

সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা: সেবা[৫]

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
NUPRP/S1	জাতীয় পরামর্শদাতা/স্টাফ										
১	প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৮	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	১,১৫.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২	অপারেশন কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৮	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	১,১০.৪০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৩	আরবান প্ল্যানিং এন্ড গভার্নেস কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৮	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৪	সিটি লিয়াঁজো কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৯৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	১,৮৪.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৫	সোশ্যাল মবিলাইজেশন এন্ড কমিউনিটি কেপাসিটি বিল্ডিং কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৬	নিউট্রিশন এক্সপার্ট	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৭	সোশিও-ইকোনমিক এন্ড লাইভলিহুড কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৮	ল্যান্ড টেনর এন্ড হাউজিং কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৯	ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড আরবান সার্ভিস কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
১০	এমএন্ডই কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
১১	কমিউনিকেশন এন্ড রিপোর্টিং কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
১২	ইন্টারনাল অডিট কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
১৩	ফিন্যান্স স্পেশালিস্ট	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
১৪	এডমিন, প্রকিউরমেন্ট এন্ড এইচআর স্পেশালিস্ট	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
১৫	টাউন ম্যানেজার	পিএম	৭২০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	১০,৮০.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
১৬	পলিসি অ্যাডভোকেসি	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৪৬.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
১৭	জিআইএস অফিসার	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৪৬.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
১৮	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স অফিসার	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৪৬.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
১৯	গার্ডেন এক্সপার্ট	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৪৬.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২০	ফিন্যান্স অফিসার	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৪৬.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২১	আইসিটি অফিসার	পিএম	৬০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৪৬.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২২	অডিট অফিসার	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২৩	গভার্নেস এন্ড মবিলাইজেশন এক্সপার্ট	পিএম	৭২০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৫,৪০.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২৪	সোশিও-ইকোনমিক এন্ড নিউট্রিশন এক্সপার্ট	পিএম	৭২০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৫,৪০.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২৫	ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড হাউজিং এক্সপার্ট	পিএম	৭২০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৫,৪০.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২৬	এমএন্ডই এক্সপার্ট	পিএম	২৮৮	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	২,৫৯.২০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২৭	ফিন্যান্স এন্ড এডমিন অফিসার	পিএম	৭২০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৫,৩৯.৯৫	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
NUPRP/S2	ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট										

[৫] ডিপিপি, পৃষ্ঠা: ৩৪-৩৬

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার	পিএম	২৪	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	২,৮৮.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২	এমএন্ডই স্পেশালিষ্ট	পিএম	২৪	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	১,৯২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
NUPRP/S3	সাপোর্ট স্টাফ										
১	সেক্রেটারি এডমিন এসিসটেন্ট	পিএম	৯৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	৪৮.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২	ড্রাইভার	পিএম	২৮৮	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	১,৪৪.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৩	মেসেঞ্জার	পিএম	১০৮০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ডিএফআইডি	১,৬২.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
NUPRP/S4	লোকাল কনসাল্টেন্ট সর্ট টিম										
১	আন-স্পেসিফাইড কনসালটেন্ট	থোক	থোক	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	৩১.৩৫	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২	কনসালটেন্টস্ ফর কমিউনিটি সাপোর্ট	পিএম	২৯৭২	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	৫,৯৪.৪০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৩	কনসালটেন্ট/ভলেন্টিয়ার ফর কমিউনিটি সাপোর্ট	থোক	৩১০০	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	২,৪৭.২৫	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
NUPRP/S5	সাব কন্ট্রাক্ট লোকাল										
১	রিপোর্ট এন্ড ডকুমেন্ট প্রিন্টিং	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	২,০৫.৬৬	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২	রিসার্চ, ডকুমেন্টেশন, ইভালুয়েশন, মনিটরিং এন্ড ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	২,৪৫.১৯	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৩	সাপোর্ট ফর বেজলাইন এন্ড ফলো-আপ মনটরিং সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট ম্যাপিং-সার্ভে	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	৪,১২.১৪	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
NUPRP/S6	ট্রেনিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপ										
১	টাউন স্টাফ ট্রেনিং	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	১,৬৪.৫৯	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
২	ট্রেনিং/ব্রিফিং ওয়ার্কশপ /২৩ টাউনস/২ ওয়ার্কশপ /ব্রিফিং /২ দিন/২০ জন অংশগ্রহণকারী/ ট্রেনিং অন নিউট্রিশন এক্টিভিটি	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	২,০৭.২১	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৩	পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ট্রেনিং	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	১,২৩.৪৪	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৪	অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এন্ড ইভেন্ট (আরলি ম্যারেজ এন্ড প্রিভেনশন অব ভায়োলেন্স, ইত্যাদি)	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	৮০.০০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৫	অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অন ইম্প্রুভ টেনর সিকিউরিটি	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	৩৯.১৯	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৬	টাউন এক্সচেঞ্জ ভিজিট	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	৯৮.৭৫	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৭	স্থানীয় পর্যায়ে সাফল্য প্রদর্শনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করা (ওয়ার্কশপ/সেমিনার)	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	৫৮.৭৮	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৮	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	৭৯.৮০	জুলাই-১৮	আগস্ট-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩
৯	প্রাতিষ্ঠানিক স্টাডি ট্যুর এবং সম্মেলন	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	ইউএনডিপি/ডিএফআইডি	৪৫.২৮	জুলাই-১৮	ডিসেম্বর-১৮	জানুয়ারি-১৯	ডিসেম্বর-২২

১.৫ প্রকল্পের লগফ্রেম (আউটপুট, আউটকাম)

যৌক্তিক কাঠামো/লজিকাল ফ্রেমওয়ার্ক

ক) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ: জুন ২০২৩

খ) লজিকাল ফ্রেম প্রণয়নের তারিখ: ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

ডিপিপিতে বর্ণিত লজিকাল ফ্রেমটি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
লক্ষ্য			
সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার পাশাপাশি নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসডিজি (বিশেষ করে ১,৬,১১,১৩[৬]) অর্জনের লক্ষ্যে অবদান রাখা	• জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শহুরে জনসংখ্যার শতকরা হার হ্রাস • দরিদ্র এলাকায় বসবাসকারী শহুরে জনসংখ্যার শতকরা হার হ্রাস • (ক) জনস্বাস্থ্য সেবা (খ) নিরাপদ খাবার পানি এবং (গ) স্যানিটেশন সুবিধা প্রাপ্ত শহুরে জনসংখ্যার শতকরা হার বৃদ্ধি	• খানা আয়-ব্যয় জরিপ (এইচআইইএস), বিবিএস • বস্তি শুমারি এবং ভাসমান লোকগণনা, বিবিএস • এসডিজিএস গ্লোবাল মনিটরিং ডেটাবেস, ইউএনএসডি	• জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে না
উদ্দেশ্য			
নগরে বসবাসকারী ৪০ লক্ষ স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা এবং জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন	• নগর দারিদ্র্য এবং জলবায়ুর বিষয়গুলি ২০২২ সালের মধ্যে অষ্টম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা এবং নগর খাত উন্নয়ন নীতি (ইউএসডিপি) সহ জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা • ২০২২ সালের মধ্যে ৩৬টি শহরে দারিদ্র্য এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত ইস্যুগুলোকে স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমন্বিত করা • ২০২২ সালের মধ্যে ৮৫% উপকারভোগী পরিবারের দারিদ্র্য অবস্থার উন্নতি (এমপিআই) • ২০২২ সালের মধ্যে ৮৫% উপকারভোগী মহিলার ক্ষমতায়ন	• অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং নগর খাত উন্নয়ন নীতি (ইউএসডিপি) • পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা, মাস্টার প্ল্যান, অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা • বেজলাইন এবং বার্ষিক ফলো-আপ সার্ভে রিপোর্ট • বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) সার্ভে রিপোর্ট	• জিওবি-এর অর্থনৈতিক নীতিগুলো ক্রমান্বয়ে অধিক হারে দরিদ্র বান্ধব (Pro-Poor) হওয়া • রাজনৈতিক অস্থিরতা কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করবে না
আউটপুট			
আউটপুট-১ স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে	• ২০২২ সালের মধ্যে ৫,০০০ জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান নির্মাণ করা • ২০২২ সালের মধ্যে সিএইচডিএফ এর মাধ্যমে ১৫,০০০ জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান আপগ্রেড/ সংস্কার করা • ২০২২ সালের মধ্যে ৩৬টি শহরে কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ) গঠন করা	• বেজলাইন এবং বার্ষিক ফলো-আপ সার্ভে রিপোর্ট • ফিল্ড রিপোর্ট এবং অনলাইন ডাটাবেস • সিএইচডিএফ মূল্যায়ন প্রতিবেদন	• পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ভুমি ব্যবহার স্বত্ব (Land Tenure) এবং স্বল্পমূল্যের আবাসনের অনুকূল পরিবেশ এবং স্বদিচ্ছা বিদ্যমান

[৬] ১. সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান; ৬. সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; ১১. অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল, এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা; ১৩. জলবায়ু পরিবর্তন, ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ;

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
আউটপুট-২ স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য কমিউনিটি সংগঠন গড়ে তোলা	• ২০২২ সালের মধ্যে ৪,১৩৬টি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠিত • ২০২২ সালের মধ্যে ৩৯,৮৫০টি সঞ্চয় ও ঋণ দল গঠিত • ২০২২ সালের মধ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক সঞ্চয় ও ঋণ দলের জন্য ৯০ কোটি টাকা সমমানের সঞ্চয় তৈরি • ১,০৪,৫২৯ জন উপকাভোগী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষিত	• সিডিসি মূল্যায়ন রিপোর্ট • টাউন ফেডারেশন মূল্যায়ন রিপোর্ট • কমিউনিটি ভিত্তিক সঞ্চয় এবং ক্রেডিট গ্রুপের ত্রৈমাসিক ফিল্ড রিপোর্ট	• পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলো সংগঠিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দাবি/চাহিদায় সাড়া দিতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম
আউটপুট-৩ মহিলা এবং মেয়েদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা	• ৮৮,৬০০ জনের কর্মসংস্থানের উন্নতি • ৭৫,৩০০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়েছে • ১২,০০০ গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মা ১০০০ দিনের পুষ্টি অনুদান পেয়েছেন • ২০২২ সালের মধ্যে ৮৮,৬০০ জনের জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে • ২০২১ সাল নাগাদ ৬,৭৫০ জন কমিউনিটি লিডার/নেতা নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন	• প্রকল্পের রেকর্ড যাচাইকরণ • প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন • বেজলাইন এবং বার্ষিক ফলো-আপ সার্ভে রিপোর্ট	• শহর পর্যায়ে কর্মসংস্থান এবং ব্যবসার সুযোগ রয়েছে • অন্যান্য সাপোর্ট সার্ভিস (যেমন, ক্ষুদ্রঋণ) স্ব-নিয়োজিত কর্মীদের সেবা প্রদান করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম
আউটপুট-৪ কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামোর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু/ সক্ষমতা নিশ্চিত করা	• ৩৮,৬০০ টি কমিউনিটি/ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন সরবরাহ করা • ৬,৫০৫ টি ওয়াটার পয়েন্ট (যেমন টিউবওয়েল, বাথরুম সুবিধা সহ পাইপের পানি, ইত্যাদি) প্রদান করা • ১৪৮টি বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা • ৩৬টি শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সুবিধা প্রদান করা • ১,৫০,০০০ মিটার পাকা/ সংযোগকারী রাস্তা, এবং ১,৪৯,৯৭৮ মিটার ড্রেনেজ উন্নত • ২০২২ সালের মধ্যে ৫,৮৫,৪৫০ জন মানুষের জন্য নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	• বেজলাইন এবং বার্ষিক ফলো-আপ সার্ভে রিপোর্ট • ফিল্ড রিপোর্ট এবং অনলাইন ডাটাবেস • সিসিভিএ রিপোর্ট • ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (সিআরএমআইএফ) এবং সেটেলমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড (এসআইএফ) চুক্তিসমুহ	• জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং প্রশমন জাতীয় এবং স্থানীয় সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
	• ২০২২ সালের মধ্যে ৫,২১,১০০ জন মানুষের জন্য উন্নত স্যানিটেশনের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা		
আউটপুট-৫ উন্নত নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনার প্রণয়নে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি	• ২০২২ সালের মধ্যে ৩৬টি প্রকল্প শহরকে জলবায়ু সহিষ্ণু নগর পরিকল্পনাভুক্ত করা • ২০২২ সালের মধ্যে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সেবা/ বেসিক সার্ভিস নিশ্চিত করতে ৩৬টি শহরে সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নতি	• পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের মূল্যায়ন প্রতিবেদন/ এসেসমেন্ট রিপোর্ট • বেজলাইন এবং বার্ষিক ফলো-আপ সার্ভে রিপোর্ট	• রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণগুলি গ্রুপগুলোর কার্যকর পরিচালনাকে/অপারেশনকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করবে না

উৎস: ডিপিপি, পৃষ্ঠা: ৪-৫

১.৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা/জনবল সংশ্লিষ্ট তথ্য নিচের ছকে দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	পদবীর নাম	ডিপিপি অনুসারে পদের সংখ্যা	নিয়োগের পদ্ধতি
১.	প্রকল্প পরিচালক	১	প্রেষণ
২.	উপ প্রকল্প পরিচালক	১	প্রেষণ
৩.	একাউন্টস অফিসার	১	প্রকল্প
৪.	গাড়িচালক	২	আউট সোর্সিং
৫.	এমএলএস	১	আউট সোর্সিং

উৎস: ডিপিপি, পৃষ্ঠা: ৩১

১.৬.১ টেকসইকরণ পরিকল্পনা/এক্সিট প্ল্যান

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমিউনিটি তাদের নিজস্ব পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) তহবিল থেকে বহন করবে। এছাড়াও, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ব্লক বরাদ্দ এবং নিজস্ব তহবিল দিয়ে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কমন ফ্যাসিলিটিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করবে, এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কর্মীরা রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তদারকি করবেন। অতএব, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফ্যাসিলিটিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত কোন জনবলের প্রয়োজন হবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

২.১ সূচনা, নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপিভুক্ত) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন করে থাকে। মূল্যায়ন পরবর্তী প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কাজের গুণগতমান, ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে করণীয় ও বাস্তবায়ন জনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে আইএমইডি প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে এবং সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আইএমইডি'র এ সংক্রান্ত পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পান্না কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিসিডিএফ)কে বর্ণিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরামর্শক ফার্ম হিসেবে নিযুক্ত করেছে। পরামর্শক ফার্ম দায়িত্ব পেয়ে সমীক্ষা TOR অনুযায়ী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র/ডকুমেন্টস পর্যালোচনা করেছে, কাঠামোগত প্রশ্নমালা, আধা-কাঠামোগত প্রশ্নমালা, দলীয় আলোচনার গাইডলাইন এবং চেক লিস্ট প্রণয়ন করেছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য অনুসৃত কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.১.১ নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য

- "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ডিপিপি অনুযায়ী সঠিকভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইনপুট ও আউটপুট কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হবে তার কার্যাবলী বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা;
- নির্মাণ কাজের গুণগতমান এবং ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- ক্রয় কার্যক্রমে সরকারি ক্রয় আইন-২০০৬ (পিপিএ-২০০৬) এবং সরকারি ক্রয় বিধিমালা-২০০৮ (পিপিআর ২০০৮) অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই পূর্বক প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা;
- সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং বিদ্যমান দলিলাদি পর্যালোচনা; এবং
- জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ; এবং নীতি নির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।

২.১.২ নিবিড় পরিবীক্ষণের কর্মপরিধি (টার্মস অফ রেফারেন্স অনুযায়ী)

গবেষণা দল নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে চলমান প্রকল্পটির উপর নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করেছে:

১. প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়, ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

২. প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ ছাড়, ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৪. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন, ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭. প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি, ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৮. প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ, ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

১২. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;

১৩. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ও বাস্তবায়ন সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ, ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১৪. ইন্টারনাল অডিট, এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপত্তি আছে কিনা; থাকলে কয়টি, বিবরণ কি, জড়িত অর্থের পরিমাণ কত, ইত্যাদি; এবং

১৫. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পাদন।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি

“প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন " শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান বিধায় প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি এবং ক্রয় প্রক্রিয়া যাচাই বাছাই করার জন্য এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যের আলোকে বর্তমান সমীক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জনে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা হলো: (১) বিদ্যমান দলিলাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, (২) জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ, এবং (৩) সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

২.২.১ কৌশলগত পদ্ধতি (Technical Approch)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যের আলোকে বর্তমান সমীক্ষার কৌশলগত পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন: ১) প্রকল্পের পর্যালোচনা, ২) প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা, ৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী অর্জন পর্যালোচনা, ৪) প্রকল্পের লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৫), উপকারভোগীদের মতামত পর্যালোচনা, ৬) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ, ইত্যাদির তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, ৭) ক্রয় বিধিমালা পিপিএ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ প্রতিপালন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ক্রয়ের ও সংগ্রহের গুণগত দিক পর্যালোচনা, ৮) ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট

সম্পর্কে পর্যালোচনা, ৯) প্রকল্পের সবল দক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা (SWOT Analysis), এবং ১০) প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ — প্রভৃতি সম্পাদন করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত রেখাচিত্রের মাধ্যমে কৌশলগত পদ্ধতির তাত্ত্বিক কাঠামোটি তুলে ধরা হলো:

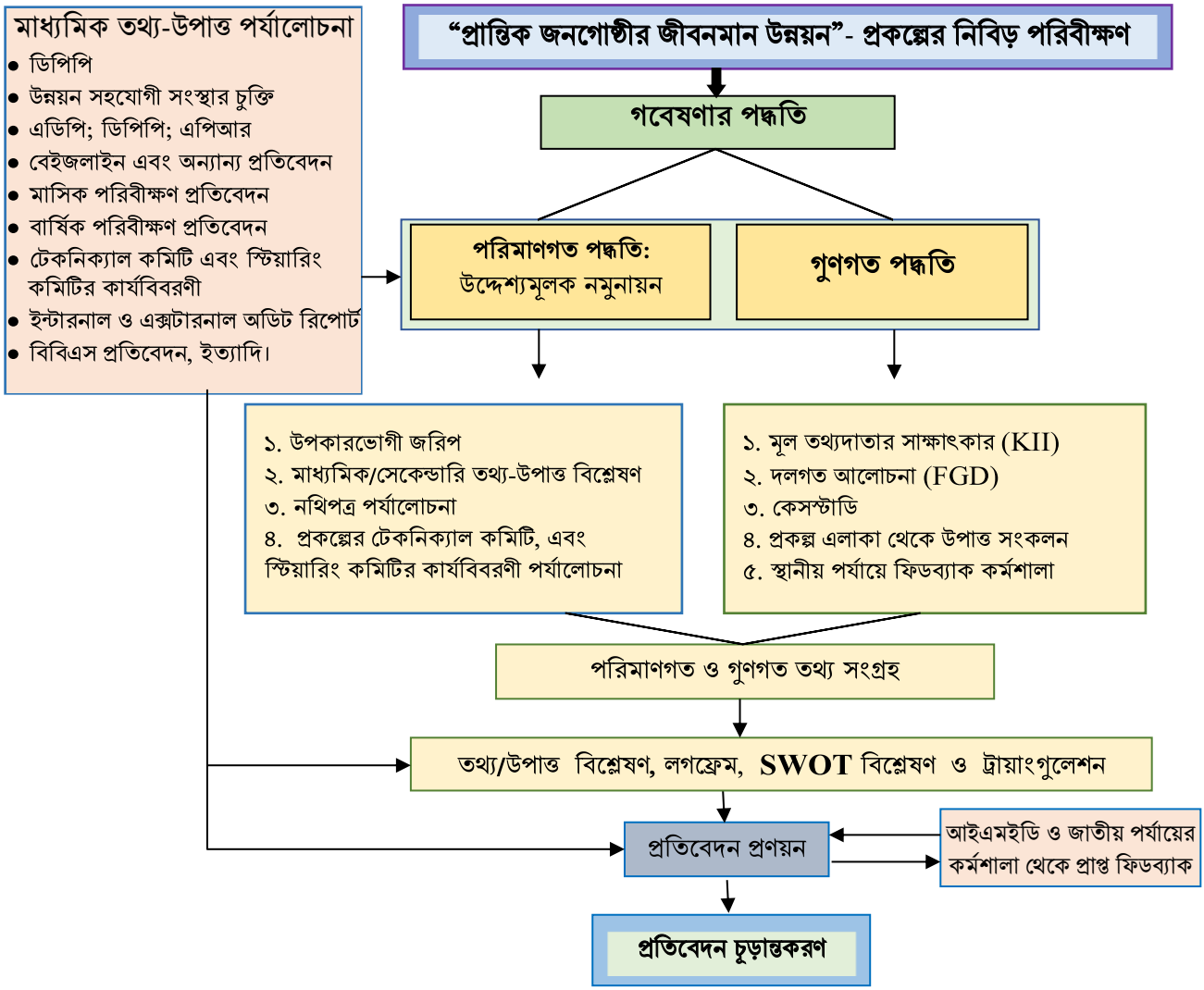

২.২.২ সমীক্ষার ধারণা (Conceptualization)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি সম্পন্ন করার জন্য টার্মস অব রেফারেন্সে প্রদত্ত কার্যপরিধি অনুসরণ করা হয়েছে। কার্যপরিধির সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য টার্মস অব রেফারেন্সের বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে, যা নিম্নের সারণিতে সন্নিবেশ করা হলো:

ধাপসমূহ	কার্যক্রম
পর্যালোচনা	• নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন সমূহ পর্যালোচনা; • বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার প্রস্তুতিমূলক কাজ	• নমুনার আকার নির্ধারণ করা; • তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা ও ছক প্রস্তুতকরণ; • তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজর, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান; • সমীক্ষা এলাকা নির্বাচন; • আইএমইডি'র মতামত/পরামর্শ অনুসরণে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ও ছক চূড়ান্তকরণ ও মাঠ পর্যায়ে যাচাইকরণ; • কর্মপদ্ধতি চূড়ান্তকরণ; • প্রারম্ভিক প্রতিবেদন তৈরি এবং আইএমইডি'র কাছে উপস্থাপন;

ধাপসমূহ	কার্যক্রম
তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং মান নিয়ন্ত্রণ	• মাঠ পর্যায় হতে প্রশ্নমালা/গাইডলাইনের মাধ্যমে পরিমাণগত ও গুনগত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ; • সুপারভাইজর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহকারীদের দৈনন্দিন কাজ তদারকি; • ১০% প্রশ্নপত্র পূরণের পরে তা যাচাই করা; • স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন এবং সংগৃহীত তথ্য যাচাইকরণ;
সংগৃহীত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ	• মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যর ভুল-ত্রুটি সংশোধন; • সংগৃহীত তথ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন; • কম্পিউটারে তথ্য এন্ট্রি ও সংকলন; • প্রয়োজনমত লেখচিত্র, চার্ট ও সারণি তৈরি; • ট্রায়াংগুলেশন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংগৃহীত গুনগত তথ্য বিশ্লেষণ; • প্রাপ্ত তথ্যর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি নিয়ে পর্যালোচনা;
প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উপস্থাপন	• প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট সেক্টর-৩ এ দাখিল করা; • খসড়া প্রতিবেদনের উপর যথাক্রমে আইএমইডি-র টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির পরামর্শ/মতামত গ্রহণ করা; • টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের আলোকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; • ২য় খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন; • কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত/পরামর্শ/সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল।

২.২.৩ মাধ্যমিক/সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ও তথ্য উপাত্তসমূহ প্রকল্প অফিস থেকে সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই পর্যায়ের কাজ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় থেকে শুরু হয়েছে, এবং তা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত চলেছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা বিশ্লেষণের জন্যে যেসব ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো:

১) ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি);
২) প্রকল্পের টেকনিক্যাল কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী;
৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি);
৪) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (পিপিএ);
৫) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর);
৬) বার্ষিক প্রকল্প প্রতিবেদন;
৭) আইএমইডি, বাস্তবায়নকারী এজেন্সি/মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাসিক প্রতিবেদন;
৮) আইএমইডি, বাস্তবায়নকারী এজেন্সি/মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন;
৯) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র তথ্য-উপাত্ত;
১০) প্রাসঙ্গিক অন্যান্য প্রতিবেদন;
১১) ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অডিট রিপোর্ট;
১২) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি।

২.৩ সমীক্ষা পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুইটি মূল গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে: (ক) পরিমাণগত/সংখ্যাগত জরিপ, এবং (খ) গুণগত জরিপ। সংখ্যাগত জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু বাস্তব অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য সরেজমিনে প্রকল্প স্থান, ভৌত অবকাঠামো ও আসবাবপত্র, ইত্যাদির গুণগত ও পরিমাণগত বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সমীক্ষাটি মোট ০৩টি পর্বে সম্পন্ন হয়েছে। নিচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রতিটি পর্বের ধাপগুলো দেখানো হলো:

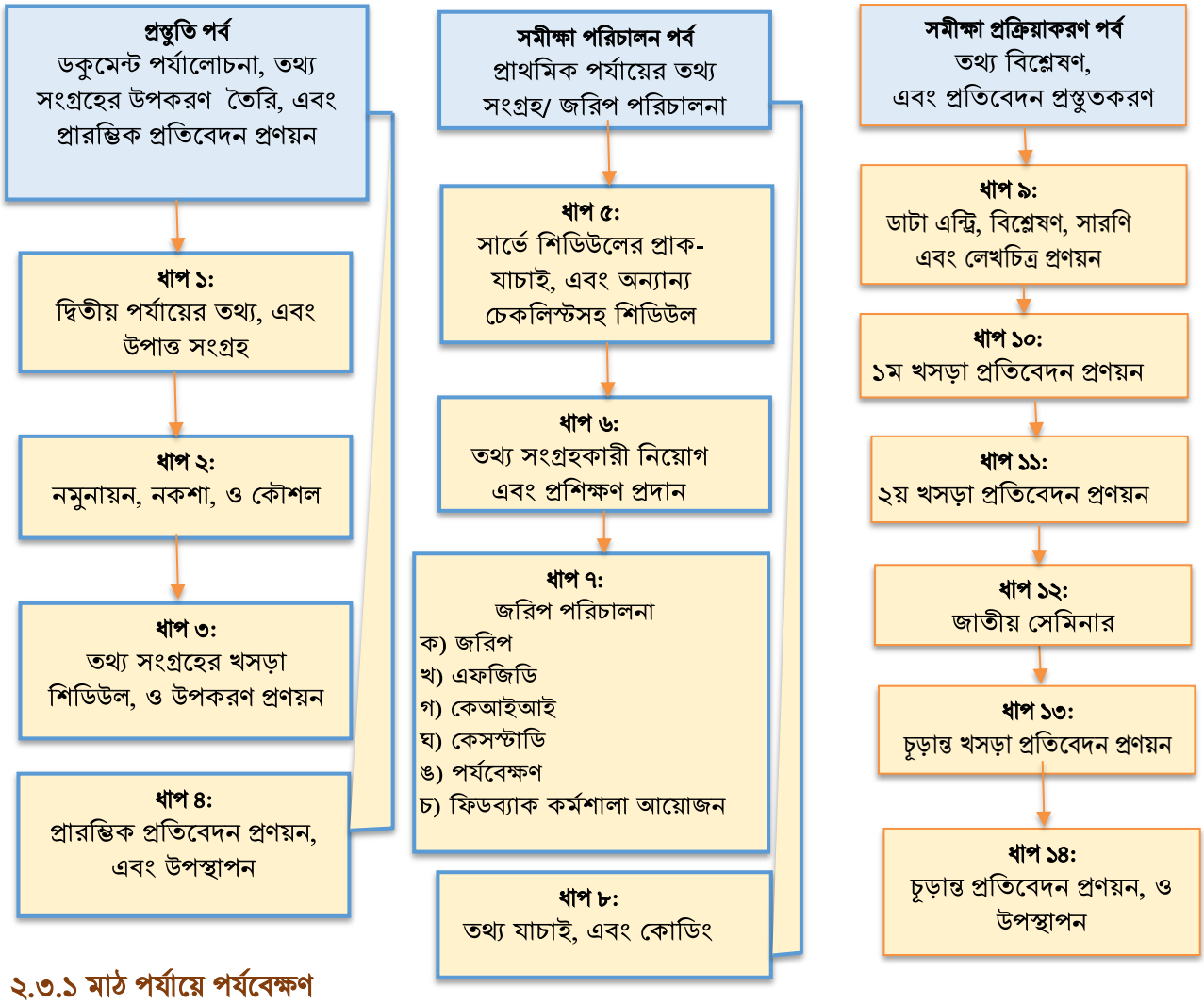

২.৩.১ মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ

- প্রকল্প এলাকা সশরীরে পরিদর্শন।
- মূল ডিজাইন এর সাথে কাজের তুলনা।
- বেসিক সার্ভিসগুলোর প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ।
- সময় অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কিনা বা কাজের বাস্তব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ। ঠিকাদার ও মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আলোচনা।
- কাজের মান পর্যবেক্ষণ।
- নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাব পরীক্ষা রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ।
- প্রকল্পভুক্ত সংগঠনগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ।

২.৩.২ পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ

গণপূর্ত অধিদপ্তরের শিডিউল অনুযায়ী ব্র্যান্ডের পণ্য কেনা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং টেস্টের মাধ্যমে পণ্যের মান যাচাই করা হয়েছে।

চিত্র ২.১
সিলিন্ডার টেস্ট

চিত্র ২.২
হ্যামার/রিবাউন্ড টেস্ট

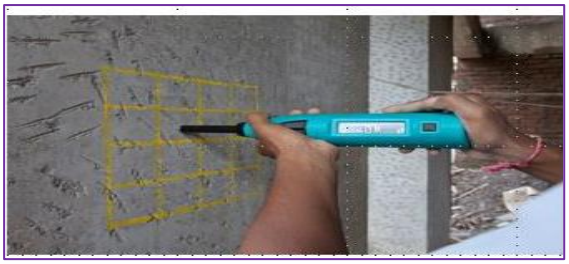

২.৩.৩ কাজের গুণগতমান

কাজের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য:

- প্রকল্পের অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- সর্বক্ষেত্রে বিএনবিসি মেনে চলা হয়েছে কিনা তা দেখা হয়েছে।
- নির্মাণকালীন ত্রুটি, যেমন- সেগ্রিগেশন, ব্লিডিং, অপর্যাপ্ত কিউরিং, পরিবেশ ও সতর্কতা মেনে না চলা, ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা পূর্বক প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়েছে।

চিত্র ২.৩: প্রটো-টাইপ হাউজিং ডিজাইন (৬ তলা)

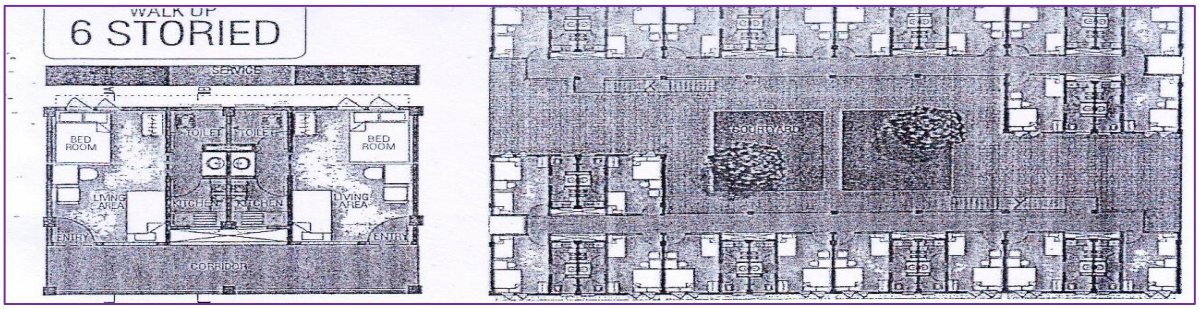

উৎস: ডিপিপি, পৃষ্ঠা-১১১

চিত্র ২.৪: প্রটো-টাইপ হাউজিং ডিজাইন (২ তলা)

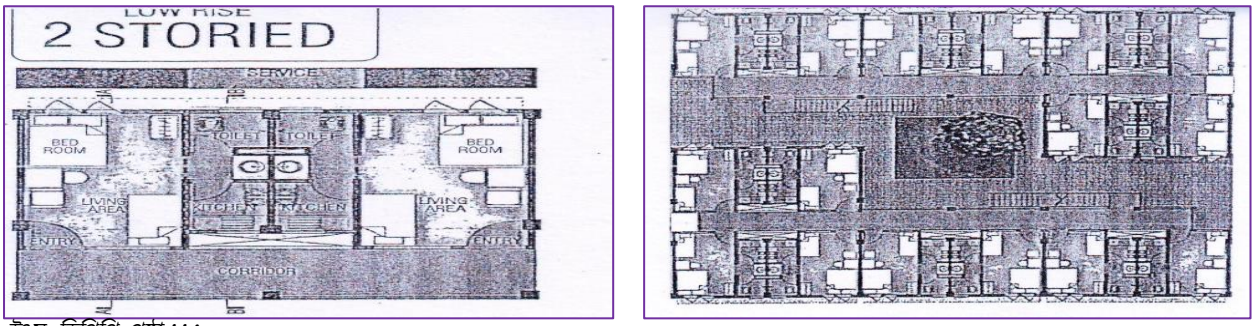

উৎস: ডিপিপি, পৃষ্ঠা-১১২

চিত্র ২.৫: সিএইচডিএফ-র মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি লিজে আবাসন ব্যবস্থা, স্থান: গোপালগঞ্জ

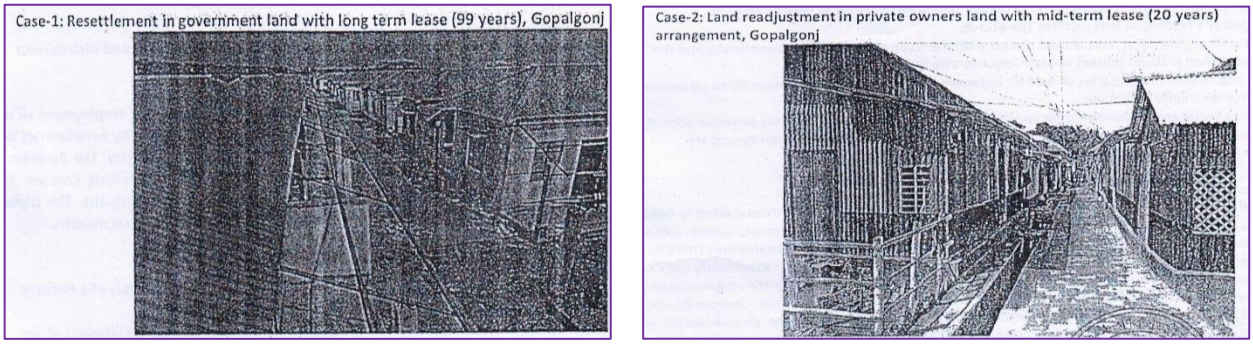

উৎস: ডিপিপি, পৃষ্ঠা-১০৫

২.৩.৪ পরিমাণগত তথ্য: নমুনায়ন পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় নির্বাচিত নমুনা যেন প্রতিনিধিত্বমূলক হয় সেটি নিশ্চিত করার জন্য একটি বিজ্ঞানভিত্তিক নমুনা নির্ধারণ কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন (১০০%) এবং প্রতিটি পৌরসভাকে (১০০%) বিবেচনায় নিয়ে জরিপ এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রকল্পের সম্ভাব্য উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। নমুনা আকার নির্ণয়ে যে সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

নমুনায়ন পদ্ধতি[৭]

$$n = \frac{z^2\, p\,(1-p)}{d^2} \times Design\ effect$$

যেখানে,

n = The desired sample size;

z = The standard normal deviate = 1.96 at 5% level which corresponds to 95% confidence level;

p = 0.5;

1-p = 0.5

d = Margin of Error at 5 percent (standard value of 0.05); and

Design Effect = 1.50

Using the above formula, n = 575.78≈600.

প্রকল্পটি ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৮টি পৌরসভায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে জরিপের উদ্দেশ্যে সবগুলো সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে, ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৮টি পৌরসভাসহ মোট ১৯টি নগর/শহর এলাকা নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন থেকে কমপক্ষে ৪০ জন উপকারভোগী হিসেবে মোট ৪৫৩ জন এবং প্রতিটি পৌরসভা থেকে কমপক্ষে ২৫ জন হিসেবে মোট ২০৮ জন সহ সর্বমোট ৬৬১ জন উপকারভোগীর (৪৫৩+২০৮) সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, যা নিচের সারণিতে দেখানো হলো। নির্বাচিত ৬৬১ উপকারভোগীদের মধ্যে প্রকল্পের ৫টি মূল কার্যক্রমের প্রতিটি থেকে কমপক্ষে ৫০ জন উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে (যথা- জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য পুষ্টি অনুদান, শিক্ষা উপবৃত্তি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য অনুদান)।

সারণি ২.১

প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা অনুযায়ী উত্তরদাতার সংখ্যা

ক্র. নং.	প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশন	উত্তরদাতার সংখ্যা	প্রকল্পভুক্ত পৌরসভা	উত্তরদাতার সংখ্যা	মোট উত্তরদাতার সংখ্যা
১.	ঢাকা উত্তর	৪০	ফরিদপুর	২৮	৬৮
২.	ঢাকা দক্ষিণ	৪১	গোপালগঞ্জ	২৫	৬৬
৩.	নারায়ণগঞ্জ	৪১	চাঁদপুর	২৬	৬৭
৪.	গাজীপুর	৪২	কক্সবাজার	২৮	৭০
৫.	চট্টগ্রাম	৪১	নোয়াখালী	২৫	৬৬
৬.	কুমিল্লা	৪০	কুষ্টিয়া	২৬	৬৬
৭.	রাজশাহী	৪০	পটুয়াখালী	২৫	৬৫
৮.	খুলনা	৪৫	সৈয়দপুর	২৫	৭০
৯.	সিলেট	৪০			৪০
১০.	রংপুর	৪০			৪০
১১.	ময়মনসিংহ	৪৩			৪৩
মোট	**১১ টি সিটি কর্পোরেশন**	**৪৫৩**	**৮ টি পৌরসভা**	**২০৮**	**৬৬১**

২.৪ গুণগত তথ্য

এফজিডি, কেআইআই, কেসস্টাডি, পর্যবেক্ষণ, এবং স্থানীয় এবং জাতীয় ওয়ার্কশপের মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক) দলগত আলোচনা (Focus Group Discussion)

গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের আওতাভুক্ত ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৮টি পৌরসভায় মোট ৩১টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনে ২টি এবং প্রতিটি পৌরসভায় কমপক্ষে ১টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি এফজিডির জন্য গড়ে ১৫ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। সুতরাং, ৩১টি এফজিডিতে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪৬৫ (৩১×১৫) জন।

[৭] Sampling techniques by William G. Cochran

খ) কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII):

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, সার্ভিসসমূহের এবং নির্মাণ কাজের গুণগত মান, বিদ্যমান সমস্যা, ইত্যাদি জানার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে মোট ৪৯টি নিবিড় আলাপচারিতা (Key Informant Interview) সম্পন্ন করা হয়েছে।

গ) কেসস্টাডি

প্রকল্পের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তগুলোকে অধিকতর যুক্তি ভিত্তিক, তাৎপর্যপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য ভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য মোট ২৪টি কেস স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। উপকারভোগীদের মধ্যে যারা সাফল্য অর্জন করেছেন, এবং যারা প্রত্যাশা অনুযায়ী সফল হতে পারেননি- উভয়ক্ষেত্রে প্রকল্পসহ অন্যান্য বিষয় কি ভূমিকা রেখেছে, ২৪ টি কেস স্টাডির মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ) পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পেরে আওতায় নির্মিত/নির্মাণাধীন বিভিন্ন স্থাপনা এবং অবকাঠামো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে বিদ্যমান পরিস্থিতি/অবস্থার মূল্যায়ন করা হয়েছে। চেকলিস্ট ব্যবহার করে সার্বিক অবস্থার গুণগতমান পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩৮টি অবকাঠামো, ২২ টি সংগঠন, ১৯টি স্থানীয় অফিস, এবং নির্মাণাধীন ৪টি পাঁচতলা ভবনের সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে সার্বিক অবস্থার গুণগতমান পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা হয়েছে।

ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা আয়োজন

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের শেষ পর্যায়ে গত ০৭/০৪/২০২২ তারিখে নগর ভবন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর বুড়িগঙ্গা হলে একটি স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পের উপকারভোগী, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দসহ ৫০জন ব্যক্তির অংশগ্রহণে উল্লিখিত কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। আইএমইডি সেক্টর-৩ এর মহাপরিচালক মহোদয় এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। কর্মশালার স্থান নির্ধারণ এবং সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের তালিকা প্রণয়ন পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের (আইএমইডি) সম্মতি এবং অংশগ্রহণে কর্মশালাটি সম্পন্ন করা হয়।

গুণগত এবং পরিমাণগত তথ্যের জন্য সর্বমোট ১,০৪৫ জন উত্তরদাতা/অংশগ্রহণকারী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়, যা নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো।

সারণি ২.২

পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের সারাংশ

ক্র. নং.	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	সংখ্যা
পরিমাণগত তথ্য		
১	সার্ভে শিডিউলের মাধ্যমে জরিপ	৬৬১ (মহিলা ৬৪৯ জন + পুরুষ ১২ জন)
গুণগত তথ্য		
২	এফজিডি	৩১
৩	কেআইআই	৪৯
৪	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার	২
৫	কেসস্টাডি	২৪
৬	ভৌত অবকাঠামো এবং সার্ভিস পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ	৬৭
৭	প্রকল্পের বিভিন্ন সংগঠন পর্যবেক্ষণ	২২
৮	স্থানীয় প্রকল্প অফিস পর্যবেক্ষণ	১৯
৯	ফিডব্যাক কর্মশালা	৫০
১০	জাতীয় কর্মশালা	১২০
মোট		১,০৪৫

২.৫ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

২.৫.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথাযথভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় এবং তা অনুসরণ করে তথ্যসংগ্রহ প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করা হয়েছে। সেকেন্ডারি সোর্স থেকে প্রাপ্ত চলমান প্রকল্পের বিদ্যমান ডকুমেন্টসমূহ যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সার্ভে শিডিউলের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, এফজিডি, কেআইআই, কেসস্টাডি পরিচালনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সার্ভে টিমে মোট ৮ জন সুপারভাইজার এবং ১৬ জন তথ্য সংগ্রহকারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১৮ এবং ১৯শে মার্চ ২০২২ তারিখে সুপারভাইজার এবং তথ্যসংগ্রহকারীদের দুই দিনের একটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যেখানে সার্ভের উদ্দেশ্য, সার্ভের মেথোডোলজি এবং গুণগত ও পরিমাণগত প্রশ্নমালা/চেকলিস্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রিটেস্টিং-এর জন্য ২০শে মার্চ ২০২২ তারিখে তাদের ঢাকার বাইরে পাঠানো হয়। প্রিটেস্টিং-এ প্রাপ্ত ফলাফল এবং আইএমইডি-এর পরামর্শ মোতাবেক সার্ভে শিডিউল/চেকলিস্ট চূড়ান্ত করে সার্ভে টিমকে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়।

মার্চ মাসের ২২ তারিখ থেকে এপ্রিল মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত সার্ভে টিম মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করে। সার্ভের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সুপারভাইজারের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহকারীদের সাক্ষাৎকারের ১০% স্পট চেক এবং ১০% ব্যাক চেক করা হয়েছে। এসময় কোন ত্রুটি বা সমস্যা দেখা গেলে সাথে সাথে তথ্যসংগ্রহকারীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। টিম লিডারের নেতৃত্বে ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোলার তথ্য সংগ্রহ কাজের সমন্বয় এবং গুণগতমান নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া তদারকি করেন।

২.৫.২ তথ্য বিশ্লেষণ

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য দুইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যথা: ক) পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ, এবং খ) গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ। উভয় প্রকারে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত যথাযথভাবে বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে:

পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ

ফিল্ড থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর ডাটা এন্ট্রি এবং বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে Statistical Pakage for Social Science (SPSS) স্ক্রিন ডিজাইন করা হয়েছে এবং পূরণকৃত সার্ভে শিডিউল অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত স্ক্রিন ডিজাইনটি প্রাক-যাচাইপূর্বক ডাটা-এন্ট্রি অপারেটরদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ডাটা এন্ট্রির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন Randomly ডাটা-শিট নিরীক্ষা করা হয়েছে। ডাটা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোলার কাজটি সার্বিকভাবে তদারকি করেন। ডাটা এন্ট্রি কাজের পরিমার্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর প্রয়োজন অনুযায়ী কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করে আউটপুট টেবিল প্রণয়ন করা হয়, যার আলোকে ডাটা বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এসময় প্রকল্পের বিষয় ভিত্তিক/খাতভিত্তিক অগ্রগতির পরিস্থিতি যাচাই-বাছাই করা হয়। তারপর চূড়ান্ত আউটপুট তৈরি করে প্রয়োজন অনুযায়ী সারণি, লেখচিত্র ও চার্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ

ট্রায়াংগুলেশন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সমীক্ষায় সংগৃহীত গুণগত তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

২.৫.৩ প্রতিবেদন প্রণয়ন

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ, এফজিডি, কেআইআই, পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত, টেকনিক্যাল কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটি, স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা, এবং জাতীয় কর্মশালার সুপারিশ মোতাবেক প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.৬ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

সারণি ২.৩
সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

ক্র. নং.	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের বিবরণ	মাস						কাজ সম্পন্ন হওয়ার তারিখ
		জানুয়ারি ২০২২	ফেব্রুয়ারি২০২২	মার্চ২০২২	এপ্রিল২০২২	মে২০২২	জুন২০২২	
১	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের চুক্তি স্বাক্ষর							১৯/০১/২০২২
২	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, এবং আইএমইডি-তে দাখিল							২০/০১/২০২২ - ০৭/০২/২০২২
৩	টেকনিক্যাল কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সংশোধন							০৮/০২/২০২২ - ১৯/০২/২০২২
৪	স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা কর্তৃক প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুমোদন							২০/০২/২০২২ - ০৩/০৩/২০২২
৫	তথ্য সংগ্রহের চূড়ান্ত উপকরণ প্রস্তুতকরণ							০৪/০৩/২০২২ - ০৭/০৪/২০২২
৬	তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ							
৭	প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন							
৮	সার্ভে শিডিউল-এর প্রাক-যাচাই							
৯	মাঠ পর্যায়ে সার্ভে শিডিউলের মাধ্যমে জরিপ							
১০	এফজিডি পরিচালনা							
১১	কেআইআই, কেস স্টাডি							
১২	ভৌত অবকাঠামো, এবং সার্ভিস পর্যবেক্ষণ							
১৩	ফিডব্যাক কর্মশালার আয়োজন							
১৪	সার্ভে শিডিউলে সংগৃহীত তথ্য যাচাই, এবং পরিমার্জন							০৬/০৪/২০২২ - ১৫/০৪/২০২২
১৫	ডাটা এন্ট্রি, পরিমার্জন, বিশ্লেষণ, এবং সারণি/লেখচিত্র তৈরি							
১৬	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, এবং দাখিল							১৬/০৪/২০২২
১৭	টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১ম খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন এবং দাখিল							১৭/০৪/২০২২ - ১০/০৫/২০২২
১৮	২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, এবং আইএমইডি-তে দাখিল							১১/০৫/২০২২ - ২২/০৫/২০২২
১৯	জাতীয় কর্মশালায় ২য় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন, এবং মতামত সংগ্রহ							২৩/০৫/২০২২
২০	জাতীয় কর্মশালার মতামতের আলোকে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন, এবং আইএমইডি-তে দাখিল							২৪/০৫/২০২২ - ০৭/০৬/২০২২
২১	টেকনিক্যাল কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন							০৮/০৬/২০২২ - ১৫/০৬/২০২২
২২	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আইএমইডি-তে দাখিল							১৬/০৬/২০২২ - ২৮/০৬/২০২২

তৃতীয় অধ্যায়
সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.১.১ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ৮২৬,১২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত থাকলেও এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৪২%।

পাই চার্ট ৩.১
এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি

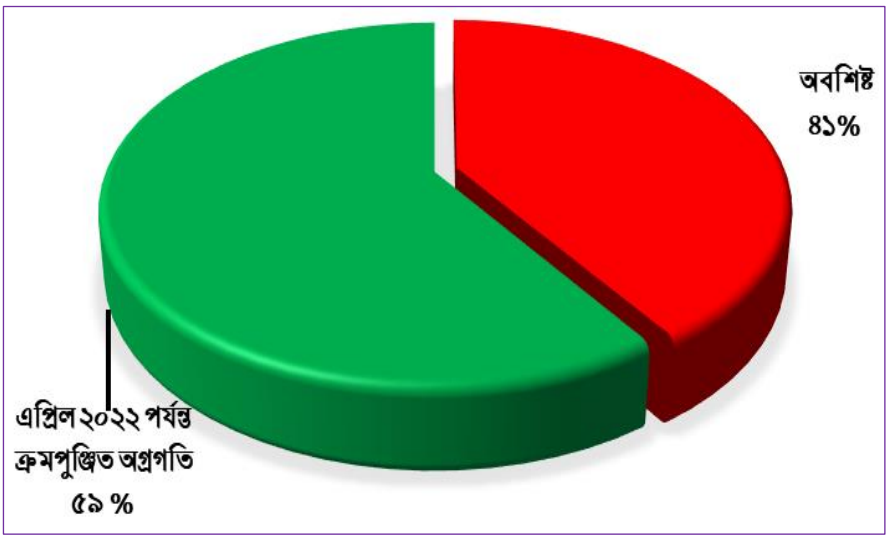

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.১.২ অর্থ বছর ভিত্তিক *ডিপিপি'র সংস্থান,* অর্থছাড়, প্রকৃত ব্যয়

নিচের সারণি ৩.১ অনুযায়ী

- "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-১৯-এ, অর্থ ব্যয়ের হার ডিপিপি সংস্থানের তুলনায় ছিল সবচেয়ে কম, মাত্র ৪০.৮৫% অর্থাৎ ১৯৫,৪৯.৩২ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ৭৯,৮৬.৫৮ লক্ষ টাকা। তবে, এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (১০৪,৯২.০০ লক্ষ টাকা) বিপরীতে অর্থ ব্যয়ের হার ৭৬.১২%।
- ২০১৯-২০ এ, অর্থ ব্যয়ের হার ডিপিপি সংস্থানের ৭৬.৩৯%, অর্থাৎ ১৯১,৪৯.৯৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ১৪৬,২৮.৯৯ লক্ষ টাকা।
  এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দের (১৫৯,৭০.০০ লক্ষ টাকা) বিপরীতে অর্থ ব্যয়ের হার ৯১.৬০%।
- ২০২০-২১ এ, অর্থ ব্যয়ের হার ডিপিপি সংস্থানের ৮৭.৯৫%, অর্থাৎ ১৬৫,৯৫.২৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ১৪৫,৯৫.৪২লক্ষ টাকা।
  এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দের (১৭২,০০.০০ লক্ষ টাকা) বিপরীতে অর্থ ব্যয়ের হার ৮৪.৮৬%।
- ২০২১-২২ অর্থাৎ চলতি অর্থবছরে এপ্রিল২০২২ পর্যন্ত প্রথম ১০ মাসে, অর্থ ব্যয়ের হার ডিপিপি সংস্থানের ৭২.৫৮%, অর্থাৎ ১৬৩,৬৪.৭৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ১১৮,৭৭.০০ লক্ষ টাকা।
  এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (১৯০,০০.০০ লক্ষ টাকা) বিপরীতে অর্থ ব্যয়ের হার ৬২.৫১%।

পর্যালোচনা

নিচের সারণি ৩.১ পর্যালোচনা করে দেখা যায় ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য জিওবি সংস্থান আছে ১২৮,১৮.৫০ লক্ষ টাকা কিন্তু এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত এই খাতে মোট অর্থ ছাড় দেয়া হয়েছে ২,৭০.৫৩ লক্ষ টাকা, যা মোট জিওবি খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র ২.১১%। এর কারণ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, জিওবি প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে ১১৫,৯০.২৫ লক্ষ

টাকা[৮] বিনামূল্যে আবাসন সহায়তার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়, যা জিওবি প্রাক্কলনের ৯০.০৪%। এই খাতে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে আবাসন নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্র পাওয়া গেলেও, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পৌরসভাগুলো নিষ্কন্টক জমি বরাদ্দ করতে পারে নাই। এছাড়াও কোভিড-১৯ মহামারি সময়কালে সরকার নির্মাণ সংক্রান্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া বন্ধ রাখে। ফলে, জিওবি অংশে অর্থ ছাড় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। অন্যদিকে প্রকল্প সাহায্য খাতে মোট বরাদ্দ ৬৯৭,৯৩.৫০ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মোট অর্থ ছাড় হয়েছে ৪৮৮,১৭.৪৬ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প সাহায্য/ ডিপিএ সংস্থানের প্রায় ৬৯.৯৫%। জিওবি ও প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে অর্থ ছাড় এবং প্রকৃত ব্যয়ের গড় অগ্রগতি হয়েছে ৫৯.৪২%। প্রকল্পের মেয়াদের ৩ বছর ১০ মাস ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। মেয়াদ অবশিষ্ট আছে ১ বছর ২ মাস বা ২৩.৩৩% কিন্তু বাজেট বাস্তবায়ন বাকি আছে ৪০.৫৮%। এ থেকে বোঝা যায় প্রকল্পের অবশিষ্ট ১ বছর ২ মাসের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। অর্থাৎ, ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী জিওবি এবং প্রকল্প সাহায্য কোন খাতেই বরাদ্দ, অর্থছাড় এবং ব্যয় নিশ্চিত করা হয়নি। যা একটি ব্যত্যয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ২৪-০৫-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল প্রজেক্ট স্টেয়ারিং কমিটির সভাকে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এফসিডিও প্রতিনিধি অবহিত করেন যে, বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ জনিত অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সকল সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট যুক্তরাজ্য সরকার উল্লেখ্যযোগ্যভাবে হ্রাস করে। এরই ধারাবাহিকতায়, এফসিডিও উক্ত প্রকল্পের সংস্থানের বিপরীতে অর্থছাড় ২০% পর্যন্ত হ্রাস করেছে।

সারণি ৩.১

অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থছাড়, প্রকৃত ব্যয় (এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত) (লক্ষ টাকায়)

আর্থ বছর	প্রাক্কলিত ব্যয়			এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়*			প্রকৃত ব্যয়*			ব্যয়ের হার %		
	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য/ ডিপিএ	মোট		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে	এডিপি/ আরএডিপি সংস্থানের বিপরীতে	অর্থ ছাড়ের বিপরীতে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২০১৮-১৯	২৪,১৪.৮৯	১৭১,৩৪.৪৩	১৯৫,৪৯.৩২	৮৪,০৫.০০	৩.৭৪	৭৯,৮২.৮৪	৭৯,৮৬.৫৮	৩.৭৪	৭৯,৮২.৮৪	৭৯,৮৬.৫৮	৪০.৮৫%	৯৫.০২%	১০০.০০%
২০১৯-২০	৩৯,২৭.৫২	১৫২,২২.৪১	১৯১,৪৯.৯৪	১৫৯,৭০.০০	২০.৪৬	১৪৬,০৮.৫৩	১৪৬,২৮.৯৯	২০.৪৬	১৪৬,০৮.৫৩	১৪৬,২৮.৯৯	৭৬.৩৯%	৯১.৬০%	১০০.০০%
২০২০-২১	২৫,৬৪.৪২	১৪০,৩০.৮৬	১৬৫,৯৫.২৮	১৭২,০০.০০	১৯.৭৩	১৪৫,৭৫.৬৯	১৪৫,৯৫.৪২	১৯.৭৩	১৪৫,৭৫.৬৯	১৪৫,৯৫.৪২	৮৭.৯৫%	৮৪.৮৬%	১০০.০০%
২০২১-২২	২৫,৬২.১৪	১৩৮,০২.৬০	১৬৩,৬৪.৭৪	১৯০,০০.০০	২২৬.৬০	১১৬,৫০.৪০	১১৮,৭৭.০০	২২৬.৬০	১১৬,৫০.৪০	১১৮,৭৭.০০	৭২.৫৮%	৬২.৫১%	১০০.০০%
২০২২-২৩	১৩,৪৯.৫৩	৯৬,০৩.২১	১০৯,৫২.৭৪										
মোট	১২৮,১৮.৫০	৬৯৭,৯৩.৫০	৮২৬,১২.০০	৬২৬,৬২.০০	২৭০.৫৩	৪৮৮,১৭.৪৬	৪৯০,৮৭.৯৯	২৭০.৫৩	৪৮৮,১৭.৪৬	৪৯০,৮৭.৯৯	৫৯.৪২%	৭৮.৩৪%	১০০.০০%

তথ্যসূত্র: ডিপিপি,পৃষ্ঠা-২ এবং প্রকল্প অফিস

৩.১.৩ প্রকল্পের অঙ্গসমূহের ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন/অগ্রগতি

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পটির প্রধান অঙ্গসমূহের ভিত্তিতে লক্ষ্য ও অর্জন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় (সারণি ৩.২ দ্রষ্টব্য), রাজস্ব খাতে মোট প্রাক্কলন ১০১,৫৪.১১ লক্ষ টাকার বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় হয়েছে ৫৮,২২.৫৯ লক্ষ টাকা, এবং অগ্রগতি ৫৭.৩৪%। মূলধন খাতে মোট বরাদ্দ ৭১৬,৩৯.৯৫ লক্ষ টাকা এবং এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৩২,৬৫.৩৯ লক্ষ টাকা, এবং অগ্রগতির হার ৬০.৩৯%। সার্বিক ভাবে এই প্রকল্পের এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৯০,৮৭.৯৯ লক্ষ টাকা যা মোট বাজেটের ৫৯.৪২%।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ৫০০০টি জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান নির্মাণ করে বিনামূল্যে হতদরিদ্রদের নধ্যে বিতরণ এবং ১৫০০০ জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থানের উন্নয়ন/সংস্কার, বেসিক সার্ভিসেস এবং এসোসিয়েটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণ কার্যক্রমসমূহ মূলধন খাতের সাপোর্ট টু লো ইনকাম হাউজিং ইনক্লুডিং বেসিক সার্ভিসেস এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড ইনফ্রাসট্রাকচারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিপিপিতে মূল প্রকল্প বাজেটের ৬৪.৮৬% এই খাতে সংস্থান রাখা হয় (৮২৬,১২ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫৩৫,৮৪.২০ লক্ষ টাকা)। এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত এই খাতে ক্রম্পুঞ্জিত মোট ব্যয় হয়েছে ২৮৩,১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ৫২.৮৪%।

[৮] *সারণি ১.২ -এর ক্রমিক ৫৪. 'সাপোর্ট টু লো ইনকাম হাউজিং ইনক্লুডিং বেসিক সার্ভিসেস এন্ড এ্যাসোসিয়েটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার' এর জিওবি অংশের প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ, এবং Financing অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ২৯, ডিপিপি দ্রষ্টব্য*

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পটির অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন নিচে সারণি ৩.২-তে তুলে ধরা হলো:

সারণি ৩.২

প্রকল্পের অঙ্গসমূহের ভিত্তিতে লক্ষ্য ও অর্জন/অগ্রগতি – এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.নং.	অঙ্গের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০২১ পর্যন্ত অর্জন		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২২		চলতি অর্থ বছরের (২০২১-২২) এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	
				আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত অঙ্গের %	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত অঙ্গের %	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত অঙ্গের %	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত অঙ্গের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
(ক) রাজস্ব ব্যয়:											
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	১২০ জনমাস	৮৭.৩৬	১৭.৪৪	১৯.৯৬%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	১৭.৪৪	১৯.৯৬%
২.	কর্মচারীদের বেতন	২৪০ জনমাস	৫৮.৩৭	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০	০.০০%
৩.	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৩৬০ জনমাস	৮৭.৪৪	৮.৭২	৯.৯৭%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৮.৭২	৯.৯৭%
৪.	শ্রান্তি এবং বিনোদন ভাতা	থোক	৫.৭৬	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০	০.০০%
৫.	উৎসব ভাতা	থোক	৩০.৩৬	৩.৪৭	১১.৪৩%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৩.৪৭	১১.৪৩%
৬.	চিকিৎসা ভাতা	থোক	৭.৯২	০.৩৮	৪.৮০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.৩৮	৪.৮০%
৭.	টিফিন ভাতা	থোক	২.৬৪	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০	০.০০%
৮.	যাতায়াত ভাতা	থোক	১.৫৮	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০	০.০০%
৯.	ওভারটাইম ভাতা	থোক	২২.০০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০	০.০০%
১০.	শিক্ষা ভাতা	থোক	৫.২৮	০.২৫	৪.৭৩%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.২৫	৪.৭৩%
১১.	মোবাইল ভাতা	থোক		০.৩৮		০.০০		০.০০		০.৩৮	
১২.	টেলিফোন	থোক		০.৩৫		০.০০		০.০০		০.৩৫	
১৩.	আপ্যায়ন ভাতা	থোক		০.১৫		০.০০		০.০০		০.১৫	
১৪.	বৈশাখী ভাতা	থোক		০.২৮		০.০০		০.০০		০.২৮	
১৫.	মোটর গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ	থোক		১২.৫০		০.০০		০.০০		১২.৫০	
১৬.	ভ্রমণ ভাতা (টিএ/ডিএসএ)	থোক	৭৯.৮০	০.০০	০.০০%	১০.০০	১২.৫৩%	৬.০০	৬০.০০%	৬.০০	৭.৫২%
১৭.	যানবাহন রেজিস্ট্রেশন এবং ট্যাক্স	থোক	৮১.৮০	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
১৮.	রিপোর্ট এবং ডক্যুমেন্টারি প্রিন্টিং	থোক	২০৫.৬৬	৫০.০০	২৪.৩১%	১০.০০	৪.৮৬%	৮.০০	৮০%	৫৮.০০	২৮.২০%
১৯.	রিসার্স, ডকুমেন্টেশন, ইভালুয়েশন, মনিটরিং এবং ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট	থোক	২৪৫.১৯	১০৮.৬৮	৪৪.৩২%	২০.০০	৮.১৬%	১৭.০০	৮৫.০০%	১২৫.৬৮	৫১.২৬%
২০.	টাউন স্টাফ ট্রেনিং (প্রতি দিন প্রশিক্ষণ ১২০ শহরে/ ইউএসডি ৫০ পিডি)	থোক	১৬৪.৫৯	১০০.০০	৬০.৭৬%	৪০	২৪.৩০%	৩৭	৯২.৫%	১৩৭.০০	৮২.২৩%
২১.	প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং ওয়ার্কশপ (২৩ শহর/ ২ ওয়ার্কশপ/ ব্রিফিং/টু ডেস ইজ/ইজ ২০ পার্টিসিপেন্ট/ট্রেনিং অব নিউট্রিশন এক্টিভিটিজ)	থোক	২০৭.২১	১৫০.০০	৭২.৩৯%	৩০	১৪.৪৮%	২৫	৮৩.৩%	১৭৫.০০	৮৪.৪৫%
২২.	পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ট্রেনিং	থোক	১২৩.৪৪	৫০.০০	৪০.৫১%	২৫	২০.২৫%	২৩	১৬.২০%	৭৩.০০	৫৬.৭১%
২৩.	অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এন্ড ইভেন্ট (আরলি ম্যারেজ এন্ড প্রিভেনশন অব ভায়োলেন্স, ইত্যাদি)	থোক	৮০.০০	৩১.৫০	৩৯.৩৮%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৩১.৫০	৩৯.৩৮%
২৪.	অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অন ইমপ্রুভ টেনিউর সিকিউরিটি	থোক	৩৯.১৯	২০.০০	৫১.০৩%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	২০.০০	৫১.০৩%
২৫.	সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অব এলজিইউসি/এমএবি/বিইউএফ	থোক	৬৮.৩৭	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
২৬.	টাউন এক্সচেঞ্জ ভিজিট	থোক	৯৮.৭৫	১৫.০০	১৫.১৯%	১০	১০.১৩%	১০	১০.১৩%	২৫.০০	২৫.৩২%
২৭.	অপারেটিং এ প্লাটফর্ম টু শোকেস লোকাল লেভেল সাকসেস (ওয়ার্কশপ/সেমিনার)	থোক	৫৮.৭৮	০.০০	০.০০%	১০	১৭.০১%	১০	১৭.০১%	১০.০০	১৭.০১%
২৮.	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	থোক	৭৯.৮০	৫.০০	৬.২৭%	১২	১৫.০৪%	১০	১২.৫৩%	১৫.০০	১৮.৮০%
২৯.	ইনস্টিটিউশনাল স্টাডি ট্যুর এন্ড কনফারেন্স	থোক	৪৫.২৮	১০.০০	২২.০৮%	৫	১১.০৪%	৫	১১.০৪%	১৫.০০	৩৩.১৩%
৩০.	আন্তর্জাতিক পরামর্শক	৪৮ জনমাস	৪৮০.০০	২০০.০০	৪১.৬৭%	২০০	৪১.৬৭%	১৬০	৮০.০০%	৩৪০.০০	৭০.৮৩%
৩১.	স্থানীয় পরামর্শক/ ফিল্ড অফিসিয়ালস	৪৯২৪ জনমাস	৬৫১৫.৫৫	৩১৯৯.০০	৪৯.১০%	১২৫০	১৯.১৮%	১১৪৪	৯১.৫২%	৪,৩২৩.০০	৬৬.৩৫%

ক্র.নং.	অঙ্গের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০২১ পর্যন্ত অর্জন		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২২		চলতি অর্থ বছরের (২০২১-২২) এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্পের শুরু হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	
				আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত অঙ্গের %	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত অঙ্গের %	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত অঙ্গের %	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত অঙ্গের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৩২.	সাপোর্ট স্টাফ/ফিল্ড স্টাফ	৭৪৪০ জনমাস	১১৯৫.৬৫	০	০	০	০	০	০	০	০
৩৩.	সাপোর্ট ফর বেজলাইনস এন্ড ফলো-আপ মনিটরিং সার্ভে	থোক	৪১২.১৪	১১০	২৬.৬৯%	২৫	৬.০৭%	২২.০০	৮৮.০০%	১৩২.০০	৩২.০৩%
৩৪.	স্টেশনারি, ফুয়েল, কম্পিউটার টোনার, প্রিন্টিং অব অ্যাডভোকেসি ম্যাটেরিয়ালস, ক্লিনিং, সানড্রাইজ, ইত্যাদি	থোক	৬৫৯.৮৫	১৪৯.৪৮	২২.৬৫%	৭০	১০.৬১%	৫৮.০০	৮২.৮৬%	২০৭.৪৮	৩১.৪৫%
৩৫.	মেরামত, সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২০০.০০	৬৯.০০	৩৪.৫০%	২০	১০.০০%	১৬.০০	৮০.০০%	৮৫.০০	৪২.৫০%
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)	-	**১০১,৫৪.১১**	**৪৩,১১.৫৯**	৪২.৪৬%	**১৭,৩৭.০০**	১৭.১১%	**১৫,১১.০০**	৮৬.৯৯%	**৫৮,২২.৫৯**	৫৭.৩৪%
(খ) মূলধন ব্যয়:											
৩৬.	জিপ/মাইক্রোবাস	৬টি	২৫০.৮০	৭৭.৮৭	৩১.০৫%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৭৭.৮৭	৩১.০৫%
৩৭.	মোটর সাইকেল	১০০টি	১০৬.৭৫	৬৯.৭৬	৬৫.৩৫%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৬৯.৭৬	৬৫.৩৫%
৩৮.	ডিজিটাল ক্যামেরা	৪০টি	৬.২৮	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%		০.০০%
৩৯.	মাল্টিমিডিয়া	৩৭টি	১৪.৩২	১৪.০০	৯৭.৭৭%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	১৪.০০	৯৭.৭৭%
৪০.	মিউনিসিপাল জিআইএস প্যাকেজ (হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার)	৩৬টি	৩৫.১৩	১৮.৬০	৫২.৯৫ %	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	১৮.৬০	৫২.৯৫%
৪১.	ল্যাপটপ	১৮০টি	৮৫.৬৫	৮৫.০৮	৯৯.৩৩%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৮৫.০৮	৯৯.৩৩%
৪২.	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার (ডেস্কটপ)	৩৬টি	৪৮.২০	৪৮.৭৮	১০১.২০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৪৮.৭৮	১০১.২০%
৪৩.	প্রিন্টার/প্রিন্টার (কালার)	৪০টি	১০.০৫	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%		০.০০%
৪৪.	স্ক্যানার	৪০টি	২.০১	২.০০	৯৯.৫০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	২.০০	৯৯.৫০%
৪৫.	সফটওয়্যার (কম্পিউটার/হাউজিং ফিনান্সিং)	থোক	৭৪.৩১	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%
৪৬.	ফটোকপিয়ার	২টি	৫.০২	৫.০০	৯৯.৬০%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৫.০০	৯৯.৬০%
৪৭.	এয়ার কন্ডিশনার	১০টি	৪০.১৯	৩৯.৬০	৯৮.৫৩%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৩৯.৬০	৯৮.৫৩%
৪৮.	ফোন এবং পিএবিএক্স	থোক	৭.০৩	৭.০০	৯৯.৫৭%	০.০০	০.০০%	০.০০	০.০০%	৭.০০	৯৯.৫৭%
৪৯.	অফিস আসবাবপত্র/রিনোভেশন/ ওয়ার্কস্টেশন	থোক	৯৪.৭৮	৫৬.০০	৫৯.০৮%	০.০০	০.০০%	৩৬.০০	৩৭.৯৮%	৯২.০০	৯৭.০৭%
৫০.	সাপোর্ট টু লো ইনকাম হাউজিং ইনক্লুডিং বেসিক সার্ভিসেস এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার	২০০০০ টি	৫৩৫৮৪.২০	২০,৪৯৯.০০	৩৮.২৬%	১৩,২৬৩.০০	২৪.৬৩%	৭,৮১৬.০০	১০.৯২%	২৮,৩১৫.০০	৫২.৮৪%
৫১.	এসইএফ-স্কিল ট্রেনিং, এডুকেশন, বিজিনেস স্ট্যার্টআপ, প্রিভেন্ট আরলি ম্যারেজ, ডাউরি, ড্রাগ অ্যাবিউজ, প্রেগন্যান্ট এন্ড ল্যাকটেটিং মাদার সহ অন্যান্য সাপোর্ট	থোক	১৭২৭৫.২৩	১১,৯৭৬.৭০	৬৯.৩৩%	৪,০০০.০০	২৩.১৫%	২,৫৫০.০০	১৪.৪৭%	১৪,৫২৬.৭০	৮৪.০৯%
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)	-	**৭১৬,৩৯.৯৫**	**৩২৮,৯৯.৪১**	৪৫.৯২%	**১৭২,০০.০০**	২৪.০১%	**১০৪,০২.০০**	১১.৭১%	**৪৩২,৬৫.৩৯**	৬০.৩৯%
(গ)	**কন্টিনজেন্সি**	**১%**	**১০১.৫৪**	**০.০০**	০.০০%	**০.০০**	০.০০%	**০.০০**	০.০০%	**০.০০**	০.০০%
(ঘ)	**ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি**	**১%**	**৭১৬.৪০**	**০.০০**	০.০০%	**০.০০**	০.০০%	**০.০০**	০.০০%	**০.০০**	০.০০%
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):	-	**৮২৬,১২.০০**	৩৭২,১১.০০	**৪৫.০৪%**	**১৯০,০০.০০**	**২২.৯২%**	**১১৮,৭৭.০০**	**১১.৪৬%**	**৪৯০,৮৭.৯৯**	**৫৯.৪২%**

তথ্যসূত্র: ডিপিপি, পৃষ্ঠা-১/৩-২/৩ এবং প্রকল্প অফিস

৩.২ প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিপরীতে প্রকল্পের অগ্রগতি

আউটপুট -১

সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন এবং আবাসন সহায়তা

ডিপিপি অনুযায়ী ৫,০০০ হত দরিদ্র পরিবারকে বিশেষভাবে হরিজন সম্প্রদায়ের উপকারভোগীদের বিনামূল্যে দুই রুম বিশিষ্ট আবাসন সুবিধা দেয়ার কথা। এই লক্ষ্যের বিপরীতে গোপালগঞ্জ শহরে উপকারভোগী ৩৩৬টি পরিবারকে সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসনের আওতায় বিনামূল্যে আবাসন সুবিধা দেয়ার জন্যে প্রাথমিক তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে। ৫/০৮/২০২১ তারিখে আবাসন এলাকায় চারটি পাঁচতলা আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য দুইটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে গোপালগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মহোদয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে

সার্ভিস পাইলিং-এর কাজ চলছে। এছাড়াও, চাঁদপুর, কুষ্টিয়া ও নোয়াখালী পৌরসভায় সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন-এর জন্য নকশা প্রণয়ন চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে আছে এবং জুন'২০২২-এর মধ্যে টেন্ডার আহ্বান করা হবে বলে প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে। ফলে, এই খাতে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন শূন্য।

লো-কস্ট হাউজিং কার্যক্রমটি প্রত্যাশামত অগ্রগতি না হওয়ার পর্যবেক্ষণ: ডিপিপি প্রণয়নের সময় ২৪টি পৌরসভা থেকে জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্র পাওয়া গেলেও প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করার পর পরই ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পাদন করা অপরিহার্য ছিল। সাশ্রয়ী ব্যয়ে বাসস্থান নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ একটি বড় কাজ, যা প্রকল্পের অন্যান্য কাজগুলোর তুলনায় চ্যালেঞ্জিং এবং সময় সাপেক্ষ। ডিপিপিতে ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে এই খাতে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালকের কর্মপরিধিতে (ToR) বিবৃত আছে, তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করবেন। কিন্তু প্রকল্পের প্রারম্ভিক কালে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না করে, একজন যুগ্মসচিবকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে, দাপ্তরিক অন্যান্য কাজে ব্যস্ততার কারণে দায়িত্বকালীন সময়কালের (২৯/১০/২০১৮ থেকে ০৫/০৫/২০১৯) মধ্যে তিনি প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত সময় না দিতে পারায় বিনামূল্যে আবাসন প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে এই খাতের কার্যক্রম পিছিয়ে পড়ে।

প্রকল্প শুরু হওয়ার ১১ মাস পর পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যুগ্মসচিব জনাব আবদুল মান্নানকে নিয়োগ দেয়ার পর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু হয়। তার দায়িত্বকালীন সময়ে এই কম্পোনেন্টের জন্য লোকস্ট হাউজিং কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ দেয়া হয়। তবে, ভূমি অধিগ্রহণের সময় উচ্ছেদ জনিত সম্ভাব্য আইনী জটিলতার কারণে ফরিদপুর, কক্সবাজার, পটুয়াখালী এবং সৈয়দপুর পৌরসভায় আবাসন নির্মাণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নাই।

এ ক্ষেত্রে কক্সবাজার এবং চাঁদপুর শহরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন নির্মাণের প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় কক্সবাজার পৌরসাভায়। স্থাপত্য সংক্রান্ত সব ধরনের নকশা চূড়ান্ত করার পর, কক্সবাজার শহরে সাশ্রয়ী ব্যয়ের আবাসন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থানে বসবাসকারীদের বাধার কারণে নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় কার্যক্রমটি বাতিল হয়ে যায়। আবার, চাঁদপুর পৌরসভায় নির্মাণ কাজ সংশ্লিষ্ট সকল কাজ যেমন, সয়েল টেস্ট, ল্যান্ড ক্লিয়ারেন্স, সব ধরনের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন করার পর পৌরসভা কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদনের সময় স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর নবনির্বাচিত মেয়র বিনামূল্যে আবাসন সহায়তার জন্য নির্ধারিত স্থানটি পৌরসভার ডাম্পিং এলাকার কারণ দেখিয়ে চাঁদপুর শহরের অন্য একটি স্থানে আবাসন নির্মাণের পরামর্শ দেন। ফলে পুনরায় নির্মাণ সংক্রান্ত সকল কাজ নতুন করে সম্পাদন করতে হচ্ছে। এছাড়াও কোভিড-১৯ জনিত বিধিনিষেধ, নির্মাণসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ধীর গতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

গত ২৪/০৫/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ পিএসসি সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন LGD এবং NHA প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি কমিটি লকডাউন অব্যহতির পর নিয়মিত ভাবে সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন নির্মাণের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমন্বয় সাধন করবে। কিন্তু উক্ত কমিটি এখন পর্যন্ত মাত্র একটি সভায় মিলিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের সরাসরি তত্বাবধানে এই কমিটিকে সক্রিয় করে সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন নির্মাণের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে।

কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিএসডিএফ)-এর মাধ্যমে গৃহঋণ

প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলো ৩৬টি শহরে কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ)-গঠনের মাধ্যমে ১৫,০০০টি বাসস্থান সংস্কার/উন্নয়নের জন্য গৃহঋণ সহায়তা প্রদান করা। কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ) পরিচালনার জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই গাইডলাইন অনুসারে একজন উপকারভোগীকে বাসস্থান সংস্কারের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮০% পর্যন্ত গৃহঋণ প্রদান করা হবে। সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের মধ্যে সমান মাসিক কিস্তিতে ৯% (রিডিউসিং ব্যালেন্সিং মেথড অনুসারে) সার্ভিস চার্জে গৃহঋণ পরিশোধ করা যাবে। এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এবং রাজশাহী নগরে সিএইচডিএফ গঠন করে সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন করা হয়েছে। সময়

মত উক্ত সিএইচডিএফ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং ফান্ড পরিচালনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে। এই তিনটি নগরে ৫৬০ জন উপকারভোগীকে বাসস্থান উন্নত/সংস্কার করার জন্য ঋণ দেয়া হয়েছে। আরও ৬টি শহরে কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড গঠন প্রক্রিয়া চলমান। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এফসিডিও এই কার্যক্রমের জন্য ২০২০ এবং ২০২১ সালে বরাদ্দকৃত অর্থের ৮০% ছাড় না দেয়ায় সিএইচডিএফ-এর মাধ্যমে গৃহঋণ সহায়তা কম্পোনেন্টের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত গৃহঋণ পেয়েছে ৩.৭৩% উপকারভোগী এবং কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ) গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ২৫%। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার সর্বোচ্চ ৫০% অর্জনও বেশ দুরূহ।

আউটপুট -২

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠন

প্রকল্পের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত করা। এ লক্ষ্যে **প্রথম ধাপে,** দরিদ্র কমিউনিটিতে উপকারভোগীদের নির্বাচিত করে প্রাথমিক দলভুক্ত (PG) করা হয়। **দ্বিতীয় ধাপে,** প্রতিটি কমিউনিটির সকল প্রাথমিক দলের চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারির সমন্বয়ে একটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠিত হয়। সিডিসি, তার আওতাভুক্ত এলাকার সমস্যাগুলো গুরুত্বের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে এবং সেসব সমস্যা সমাধানের জন্য কমিউনিটি একশ্যান প্ল্যান(CAP) প্রণয়ন করে এবং অনুমোদিত CAP অনুসারে প্রকল্পের অর্থায়নে সে সব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

তৃতীয় ধাপে, দরিদ্র বসতি এলাকার সকল সিডিসি'র চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারির সমন্বয়ে একটি সিডিসি ক্লাস্টার গঠিত হয়। ক্লাস্টার ভুক্ত সিডিসিগুলোর সকল কার্যক্রম ক্লাস্টার পর্যবেক্ষণ করে এবং আওতাভুক্ত সিডিসিসমূহের পক্ষে সরকারি এবং বেসরকারি সেবাদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ/অংশীদারিত্ব স্থাপন করে। **চতুর্থ ধাপ বা চূড়ান্ত ধাপে,** প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার আওতাভুক্ত সকল ক্লাস্টার লিডারদের নিয়ে টাউন ফেডারেশন গঠিত হয়। টাউন ফেডারেশন নগর দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে নীতিনির্ধারণী ইস্যুতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। সিডিসি এবং ক্লাস্টারের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করাও টাউন ফেডারেশনের অন্যতম একটি কাজ।

প্রতিটি সিডিসি, ক্লাস্টার এবং টাউনফেডারেশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়েছে। দুই বছর অন্তর অন্তর প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে প্রতিটি কমিটি নির্বাচিত হয়। এই সকল সংগঠনের আওতায় ৪০ লক্ষ নগর দরিদ্র প্রকল্প সুবিধা পাবে।

৪,১৩৬টি সিডিসি গঠনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৩,১৩২টি সিডিসি গঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি ৭৫.৭৩%। এছাড়া ২৫৯ টি ক্লাস্টার, এবং ১৯ টি টাউন ফেডারেশন গঠিত হয়েছে। এই সংগঠনগুলোর আওতায় ৩৯,৭৩৪টি প্রাথমিক দলের মাধ্যমে ৭,৬৩,৫৬৪টি নগর দরিদ্র খানার ৩০ লক্ষ মানুষ সরাসরি প্রকল্প সুবিধা পাচ্ছে। যেহেতু সিডিসি গঠিত হওয়ার পর নিবন্ধনসহ নির্বাচিত কমিটিকে ওরিয়েন্টেশন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠন পরিচালনা করার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে হয় এবং তা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ইতোমধ্যে গঠিত সিডিসিগুলোতে উপকারভোগী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ৪০ লক্ষ নগর দরিদ্রকে প্রকল্প সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

সঞ্চয় ও ঋণ দল ও সঞ্চয় তহবিল গঠন

উপকারভোগীদের নিয়ে ৩৯,৮৫০টি সঞ্চয় ও ঋণ দল গঠনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩,৫৪,৪৯০ জন সদস্যকে নিয়ে ২৩,৪৪৭ টি সঞ্চয় ও ঋণ দল গঠন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অগ্রগতি ৫৮.৮৪%। কমিউনিটিভিত্তিক সঞ্চয় ও ঋণ দলের জন্য ৯০ কোটি টাকা সমমানের সঞ্চয় তহবিল গঠনের বিপরীতে সম্পূর্ণভাবে উপকারভোগীদের নিজস্ব সঞ্চয়ে এপ্রিল২০২২ পর্যন্ত ৬৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার সঞ্চয় তহবিল গঠনের মাধ্যমে অগ্রগতি হয়েছে ৭৪.৭৮%। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রকল্প অফিসসমূহ সঞ্চয় ও ঋণ দলের আওতায় সঞ্চয় ও ঋণ গ্রহণের সুবিধা, আমানতের নিরাপত্তা এবং লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সিডিসি পর্যায়ে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজনের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণ দল বহির্ভুত উপকারভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করবে এবং অনিয়মিত সঞ্চয়কারীদেরও নিয়মিতকরণ করবে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

১,০৪,৫২৯ জন উপকাভোগীকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষিত করার বিপরীতে ১৫,৯৯৪ জন উপকাভোগী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন অনুদান পেয়েছে। অগ্রগতি মাত্র ১৫.৩০%। করোনাকালীন সার্বিক পরিস্থিতিতে দীর্ঘ দুই বছর উপর্যুপরি লকডাউন এবং জনসমাগমের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকার কারণে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন না হওয়ায় এই খাতটির কার্যক্রম পিছিয়ে পড়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সরকারি ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত ফ্রী প্রশিক্ষণ কর্মসুচীসমূহে উপকারভোগীদের যুক্ত করে দেয়ার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে।

আউটপুট-৩

কর্মসংস্থানের উন্নতি

৮৮,৬০০ জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৩৫ ,৭১৩ জন প্রান্তিক মহিলা জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যবসা অনুদান পেয়েছেন। এদের মধ্যে ৮৭% নারী প্রশিক্ষণ নিয়ে ছোট ব্যবসা শুরু করেছেন। অগ্রগতি ৪০.৩১%। করোনা কালীন সার্বিক পরিস্থিতে দীর্ঘ দুই বছর উপর্যুপরি লকডাউন এবং জনসমাগমের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকার কারণে আয়রোজগারের সুযোগ সীমিত হয়ে যাওয়ায় উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাধা গ্রস্থ হয়। ফলে, এই খাতটির কার্যক্রম পিছিয়ে পড়েছে। সার্বিক এবং বাস্তব সম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রেও লক্ষ্যমাত্রার ৭০% অর্জন করা সম্ভব হবে। প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অগ্রগতির এই চিত্রের মাধ্যমে বোঝা যায় ডিপিপি প্রণয়নের সময় এইখাতে যথাযথভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি।

পুষ্টি সহায়তা

১২,০০০ গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য ১০০০ দিনের পুষ্টি সহায়তার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ২০,২৫০ জন গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মা এবং ২০,২৫০ জন শিশু (৭-২৪ মাস বয়সী) পুষ্টি সহায়তা পেয়েছেন। গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টি সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় প্রত্যেক উপকারভোগীকে প্রতিমাসে ৩০টি ডিম, ১ কেজি ডাল, ১ লিটার তেল সরবরাহ করা হয়। অগ্রগতি ১৬৮.৭৫%। প্রকল্পের বিভিন্ন নথি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে পুষ্টি সহায়তা পাওয়ার যোগ্য ৪৩,০০০ মহিলার মধ্যে মাত্র ২০,২৫০ জন মহিলাকে এই সুবিধা দেয়া হয়েছে। প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত অগ্রগতির এই চিত্রের মাধ্যমে বোঝা যায় ডিপিপি প্রণয়নের সময় এইখাতে যথাযথভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি।

শিক্ষা উপবৃত্তি

৭৫,৩০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করার জন্য ১ম শ্রেণি থেকে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া ১০,৯০৬ জন শিক্ষার্থীকে এবং বাল্য বিবাহ রোধ করার জন্য ৮ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়া ৮,২২০ জন কিশোরীকে শিক্ষা উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে। অগ্রগতি ২৫.৪০%। বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে বাল্য বিবাহ এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করার নিমিত্তে শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

আউটপুট-৪

স্যানিটেশন, পানির সংযোগ, এবং এপ্রোচ রোড তৈরি

৩৮,৬০০ টি কমিউনিটি/ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন নির্মাণের বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৭,৫১৩ টি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে। অগ্রগতি ১৯.৪৬%। ৫,২১,১০০ জন মানুষের জন্য উন্নত স্যানিটেশনের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত কার্যক্রমটির মাধ্যমে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ১,৯৮,৩২৭ জনের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। অগ্রগতি ৩৮.০৬%। ৬,৫০৫ টি ওয়াটার পয়েন্ট (যেমন টিউবওয়েল, বাথরুম সুবিধা সহ পাইপের পানি, ইত্যাদি) স্থাপনের বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৩,০৩৫ টি ওয়াটার পয়েন্ট স্থাপিত হয়েছে। অগ্রগতি ৪৬.৬৬%। ৫,৮৫,৪৫০ জন মানুষের জন্য নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ১,৩২,৯৬০ জনের জন্য নিরাপদ খাবার

পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। অগ্রগতি ২২.৭১%। ১৪৮ টি বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করার বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৫টি বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ হয়েছে। অগ্রগতি ৩.৩৭%। করোনা কালীন সার্বিক পরিস্থিতে দীর্ঘ দুই বছর উপর্যুপরি লকডাউন কারণে নির্মাণ সামগ্রীর ঘাটতি, মূল্যবৃদ্ধি এবং শ্রমিক অপ্রতুলতাসহ দাতা সংস্থা অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করায় উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাধা গ্রস্থ হয়।

১,৫০,০০০ মিটার পাকা/ সংযোগকারী রাস্তা এবং ১,৪৯,৯৭৮ মিটার ড্রেনেজ উন্নতকরণের বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত সেটেলমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড (SIF) এবং ক্লাইমেট রিজেলিয়েন্ট মিউনিসিপেলিটি ফান্ডের (CRMIF) মাধ্যমে উপকারভোগীরা ২,৯৭,১২৬.৫২ মিটার রাস্তা/ফুটপাথ, ১,৮০,৬০৬.৫১ মিটার ড্রেনেজ ব্যবস্থা, ক্রসিং ব্রিজ ১৪৬.০২ মিটার, কালভার্ট রেলিং ১৭৮.৮৩ মিটার, সিঁড়ি/ ঘাট ৩৩৪.০৬ মিটার, ডাস্টবিন/ গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ৩৭ টি, এবং ১৯৭ টি সড়কবাতির সুবিধা পাচ্ছে। ৬টি CRMIF স্কিমের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য রিটেইন ওয়াল, জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা, জোয়ারের পানি প্রতিরোধী বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। আউটপুট-৪ এর ১,৫০,০০০ মিটার পাকা/ সংযোগকারী রাস্তা এবং ১,৪৯,৯৭৮ মিটার ড্রেনেজ উন্নতকরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অধিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ, রাস্তা এবং ড্রেন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় এই আউটপুটে সার্বিক ভাবে পিছিয়ে থাকা অন্য কার্যক্রমগুলো (যেমন: কমিউনিটি/ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন নির্মাণ, নিরাপদ খাবার পানির জন্য ওয়াটার পয়েন্ট স্থাপন, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ কার্যক্রমগুলোর) বাস্তবায়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বাস্তব সম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সম্পন্ন করার মাধ্যমে আউটপুট-৪-এর প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

আউটপুট-৫

৩৬টি প্রকল্প শহরকে জলবায়ু সহিষ্ণু নগর পরিকল্পনাভুক্ত করার বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত নগর সহিষ্ণু কৌশলপত্র (Urban Resilience Strategy) প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৫টি শহরে অনুশীলন সম্পন্ন হয়েছে, এবং কক্সবাজার পৌরসভা ইতোমধ্যে পাইলট নগর সহিষ্ণু কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। সার্বিক এবং বাস্তব সম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রেও লক্ষ্যমাত্রার ৪২% অর্জন করা সম্ভব হবে।

স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সেবা/ বেসিক সার্ভিস নিশ্চিত করতে ৩৬টি শহরে সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মৌলিক সেবা/ বেসিক সার্ভিস (যেমন, জন্ম সনদ/ মৃত্যু সনদ/ ট্রেড লাইসেন্স/ ওয়ারিশান সার্টিফিকেট/ চারিত্রিক সনদ/ সালিশ/ হোল্ডিং ট্যাক্স/ গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ পানি সরবরাহ সেবা) সমূহের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত ১৯টি পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে গাজীপুর, ঢাকা দক্ষিণ এবং ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে সেবা প্রদানের গুণগতমান প্রকল্পভুক্তির পূর্বের তুলনায় এখনও পরিবর্তন হয়নি বলে উপকারভোগীরা জানিয়েছেন। অগ্রগতি ৪৪.৪৪%। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে (আউটপুট-৫ সংশ্লিষ্ট) কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই সেবাসমূহের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩ সার্বিক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্পের ডিপিপি'তে বর্ণিত পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তব ক্রয় কার্যের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত নীতিমালা পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা কিংবা কোন ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসরণে ব্যত্যয় ঘটেছে কিনা, ইত্যাদি প্রতিবেদনের এ অংশে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ডিপিপি'র সংস্থানের সাথে প্রকৃত পণ্য, কার্য ও সেবার প্যাকেজ ক্রয় ও সংগ্রহের পরিমাণ, গুণগতমান, ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ, প্রাক্কলিত ও প্রকৃত ব্যয় বা চুক্তি মূল্যের মধ্যে হ্রাস বা বৃদ্ধি, দরপত্র আহবান, চুক্তি স্বাক্ষর ও চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন মেয়াদকাল হ্রাস/বৃদ্ধি প্রভৃতি পর্যালোচনা পূর্বক সমীক্ষা টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজের ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অগ্রগতি

ডিপিপি-এর ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য খাতে ২৪টি প্যাকেজ, পূর্ত/কার্য খাতে ২৮টি, এবং সেবা খাতে ৬টি প্যাকেজসহ সর্বমোট ৫৮টি প্যাকেজের ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়। পণ্য খাতে OTM(NCT) পদ্ধতিতে ২৪টি প্যাকেজের জন্য ৭,৮০.৫২লক্ষ টাকার ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়। এছাড়া, পূর্ত/কার্য খাতে CPP পদ্ধতিতে ২৮টি প্যাকেজে ৫২০,৮৪.২০

লক্ষ টাকা, সেবা খাতে ৬টি প্যাকেজের ৩৩টি লট UNDP ক্রয় বিধি অনুযায়ী এবং ১৪টি লট GOB নির্ধারিত প্যাকেজের মাধ্যমে মোট ৮৭,৫৫.৫৮ লক্ষ টাকার ক্রয় পরিকল্পনা ডিপিপিতে বর্ণিত আছে। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত **পণ্য খাতে** ২০টি প্যাকেজের প্রত্যেকটি প্যাকেজই ডিপিপি বর্ণিত OTM(NCT) পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। এই প্যাকেজগুলো ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে ৪,২৩.৬৯ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি ৫৪.২৮%)। **কার্য খাতে** ২৮টি প্যাকেজের মধ্যে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১৭টি প্যাকেজ CPP পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। তবে, ডিপিপিতে ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে CPP (Community Procurement Process) উল্লেখ থাকলেও পিপিআর ২০০৮-এ CPP নামক কোন ক্রয় পদ্ধতি নেই। বস্তুতপক্ষে, পিপিআর ২০০৮-এর DPM পদ্ধতির ৭৬(৩) ধারাটিকে (দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে উপকারভোগী সংগঠনের মাধ্যমে সরাসরি ক্ষুদ্র কার্য, মালামাল, শ্রম ক্রয়) ডিপিপিতে CPP ক্রয় পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাকি দুটি প্যাকেজ (NUPRP/W2 ও NUPRP/W2.1) CPP পদ্ধতিতে সংগ্রহ করার পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবে OTM (National) পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই প্যাকেজ দুটির ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশের (Collusive Practice) মাধ্যমে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ফাঁস করা হয়। ফলশ্রুতিতে টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী একাধিক ফার্ম দাপ্তরিক মূল্যের চেয়ে ১০% কমে দরপত্র দাখিল করে। এক্ষেত্রে, পিপিআর ২০০৮-এর ১৬(৫খ) নং বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। যা একটি ব্যত্যয়। কার্য খাতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৩২১,৮৬.৫৮ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি ৬০.০৭%)। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত **সেবা খাতে** মোট ব্যয় হয়েছে ৬১,৫৯.৭০ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি ৭০.৩৫%)। সেবা খাতের ৬টি প্যাকেজের ৪৭টি লটের মধ্যে ৩৩টি লট UNDP এর ক্রয়বিধি অনুযায়ী সংগ্রহের পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবে সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪টি লট ডিপিপিতে GOB ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও, বাস্তবে NUPRP/S5 প্যাকেজের তিনটি লট OTM পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। বাকি দুটি প্যাকেজের (NUPRP/S4, NUPRP/S6) ১১টি লটের ক্রয় প্রক্রিয়া প্রকল্পের অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রমের মতো প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অর্থাৎ, NUPRP/S4, এবং NUPRP/S6 প্যাকেজের মাধ্যমে কোন সেবা ক্রয় করা হয়নি। উপরিউক্ত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ডিপিপিতে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রণীত হয়নি। ফলে, সার্বিক ভাবে ডিপিপি-এর ক্রয় পরিকল্পনাটি যথেষ্ট পরিমার্জনের দাবি রাখে।

সার্বিক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষিয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি নিচের সারণি ৩.৩, ৩.৪, এবং ৩.৫-এ সন্নিবেশ করা হলো:

সারণি ৩.৩

পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী: পরিকল্পনা ও প্রকৃত

ক্র. নং.	ডিপিপি / প্রকৃত	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা : **পণ্য**	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
											চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
১	ডিপিপি	NUPRP/G1/1	জিপ ক্রয়	সংখ্যা	২	OTM (NCT)	এনপিডি	১০০		৪২.৩৭% কম	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮ ৬১ দিন	৩০দিন কম	ডিপিপি-র তুলনায় ১৩ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G1/1	জিপ ক্রয়	সংখ্যা	২	OTM (NCT)	এনপিডি	৬০	৫৭.৬৩		অক্টোবর- ১৯	অক্টোবর- ১৯ ৩১ দিন		
২	ডিপিপি	NUPRP/G1/2	মাইক্রবাস-২, জিপ-২ ক্রয়	সংখ্যা	৪	OTM (NCT)	এনপিডি	১৫০.৮			জুলাই-১৯	অক্টোবর -১৯	প্রযোজ্য নহে	এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত								প্রযোজ্য নহে		প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে		
৩	ডিপিপি	NUPRP/G2/1	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	৪০	OTM (NCT)	এনপিডি	৪২.৭		৪৬.৩৫% কম	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮ ৬১ দিন	-	ডিপিপি-র তুলনায় ৩ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। তবে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় ১৮ টি মোটর সাইকেল কম ক্রয় করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G2/1	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	২২	OTM (NCT)	এনপিডি	২৪	২২.৯১		ডিসেম্বর-১৮	জানুয়ারি-১৯ ৬২ দিন		
৪	ডিপিপি	NUPRP/G2/2	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	৬০	OTM (NCT)	এনপিডি	৬৪.০৫		৫০.৫১% কম	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯ ৫৯ দিন	-	ডিপিপি-র তুলনায় ৯ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। তবে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় ২৫ টি মোটর সাইকেল কম ক্রয় করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G2/2	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	৩৫	OTM (NCT)	এনপিডি	৩২	৩১.৭০		নভেম্বর-১৯	ডিসেম্বর-১৯ ৬১ দিন		
৫	ডিপিপি	NUPRP/G3/1	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	২০	OTM (NCT)	এনপিডি	৩.২৮			সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮		এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত								প্রযোজ্য নহে		প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে		
৬	ডিপিপি	NUPRP/G3/2	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	২০	OTM (NCT)	এনপিডি	৩			ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯		এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত								প্রযোজ্য নহে		প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে		

ক্র. নং.	ডিপিপি / প্রকৃত	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা : **পণ্য**	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
											চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
৭	ডিপিপি	NUPRP/G4/1	মাল্টিমিডিয়া	সংখ্যা	১৭	OTM (NCT)	এনপিডি	৭.৩২		৩৩.২০% কম	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮ ৬১ দিন	৩০ দিন কম	ডিপিপি-র তুলনায় ১ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। তবে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় ৫টি মাল্টিমিডিয়া কম ক্রয় করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G4/1	মাল্টিমিডিয়া	সংখ্যা	১২	OTM (NCT)	এনপিডি	৫.০	৪.৮৯		অক্টোবর-১৮	অক্টোবর-১৮ ৩১ দিন		
৮	ডিপিপি	NUPRP/G4/2	মাল্টিমিডিয়া	সংখ্যা	২০	OTM (NCT)	এনপিডি	৭		৪৭.৫৭% কম	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯ ৫৯ দিন	২৯ দিন কম	ডিপিপি-র তুলনায় ৪ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। তবে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় ১১টি মাল্টিমিডিয়া কম ক্রয় করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G4/2	মাল্টিমিডিয়া	সংখ্যা	৯	OTM (NCT)	এনপিডি	৪.০	৩.৬৭		জুন-১৯	জুন-১৯ ৩০ দিন		
৯	ডিপিপি	NUPRP/G4/3	মিউনিসিপাল জিআইএস প্যাকেজ (হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার)	সংখ্যা	৩৬	OTM (NCT)	এনপিডি	৩৫.১৩			ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯		এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত								প্রযোজ্য নহে		প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে		
১০	ডিপিপি	NUPRP/G5/1	কম্পিউটার (ল্যাপটপ)	সংখ্যা	৯৫	OTM (NCT)	এনপিডি	৪৫.৬৫		৫৪.৮৭% কম	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮ ৬১ দিন	-	ডিপিপি-র তুলনায় ৯ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। তবে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় ৬৯ টি কম্পিউটার (ল্যাপটপ) কম ক্রয় করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G5/1	কম্পিউটার (ল্যাপটপ)	সংখ্যা	২৬	OTM (NCT)	এনপিডি	২১	২০.৬০		জুন-১৯	জুলাই-১৯ ৬১ দিন		

ক্র. নং.	ডিপিপি / প্রকৃত	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা : **পণ্য**	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
											চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
১১	ডিপিপি	NUPRP/G5/2	কম্পিউটার (ল্যাপটপ)	সংখ্যা	৮৫	OTM (NCT)	এনপিডি	৪০		১০৩.৫০% বেশি	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯ ৫৯ দিন	-	১ম লটের ক্ষেত্রে ডিপিপি-র তুলনায় ২ মাস পূর্বে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ২য় লটের ক্ষেত্রে ডিপিপি-র তুলনায় ৫ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। তবে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় ২৯ টি ল্যাপটপ বেশি ক্রয় করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G5/2	কম্পিউটার (ল্যাপটপ)	সংখ্যা	৬৭	OTM (NCT)	এনপিডি	৪৬	৩৫.৯১		ডিসেম্বর-১৮	ডিসেম্বর-১৮ ৩১ দিন		
					৪৭			৩৭	৪৫.৪৯		জুলাই-১৯	আগস্ট-১৯ ৬২ দিন		
১২	ডিপিপি	NUPRP/G5/3	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার (ডেস্কটপ)	সংখ্যা	১২	OTM (NCT)	এনপিডি	১৯.২৮		৭৯.৫৬% কম	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮ ৬১ দিন	-	ডিপিপি-র তুলনায় ১ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। তবে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় ৮ টি প্রিন্টার সহ কম্পিউটার (ডেস্কটপ) কম ক্রয় করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G5/3	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার (ডেস্কটপ)	সংখ্যা	৪	OTM (NCT)	এনপিডি	৪.০	৩.৯৪		অক্টোবর-১৯	নভেম্বর-১৯ ৬১ দিন		
১৩	ডিপিপি	NUPRP/G5/4	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার (ডেস্কটপ)	সংখ্যা	১৮	OTM (NCT)	এনপিডি	২৮.৯২		২৬.৮৩% কম	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯ ৫৯ দিন	-	ডিপিপি-র তুলনায় ৫ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। তবে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় ৫ টি প্রিন্টার সহ কম্পিউটার (ডেস্কটপ) বেশি ক্রয় করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G5/4	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার (ডেস্কটপ)	সংখ্যা	২৩	OTM (NCT)	এনপিডি	২২	২১.১৬		জুলাই-১৯	আগস্ট-১৯ ৬২ দিন		

ক্র. নং.	ডিপিপি / প্রকৃত	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা : **পণ্য**	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
											চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
১৪	ডিপিপি	NUPRP/G6/1	প্রিন্টার/প্রিন্টার (কালার)	সংখ্যা	২০	OTM (NCT)	এনপিডি	৫.০৫		০.৯৯% কম	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮ ৬১ দিন	-	ডিপিপি-র তুলনায় ১০ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G6/1	প্রিন্টার/প্রিন্টার (কালার)	সংখ্যা	২০	OTM (NCT)	এনপিডি	৫.০৫	৫		জুলাই-১৯	আগস্ট-১৯ ৬২ দিন		
১৫	ডিপিপি	NUPRP/G6/2	প্রিন্টার/প্রিন্টার (কালার)	সংখ্যা	২০	OTM (NCT)	এনপিডি	৫		-	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯ ৫৯ দিন	-	ডিপিপি-র তুলনায় ৫ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। তবে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় ১০ টি প্রিন্টার/প্রিন্টার (কালার) কম ক্রয় করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G6/2	প্রিন্টার/প্রিন্টার (কালার)	সংখ্যা	১০	OTM (NCT)	এনপিডি	৫	৫		জুলাই-১৯	আগস্ট-১৯ ৬২ দিন		
১৬	ডিপিপি	NUPRP/G7/1	স্ক্যানার	সংখ্যা	১৫	OTM (NCT)	এনপিডি	০.৭৫		-	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮ ৬১ দিন	৩১ দিন বেশি	১ম লটের ক্ষেত্রে ডিপিপি-র তুলনায় ৯ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ২য় লটের ক্ষেত্রে ডিপিপি-র তুলনায় ১ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। তবে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় ২ টি স্ক্যানার কম ক্রয় করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G7/1	স্ক্যানার	সংখ্যা	১ ১২	OTM (NCT)	এনপিডি	০.৭৫	০.৭৫		জুন-১৯ অক্টোবর-১৮	জুলাই-১৯ ৬১ দিন অক্টোবর-১৮ ৩১ দিন		
১৭	ডিপিপি	NUPRP/G7/2	স্ক্যানার	সংখ্যা	২৫	OTM (NCT)	এনপিডি	১.২৬		-	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯ ৫৯ দিন	২৯ দিন কম	ডিপিপি-র তুলনায় ৪ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। তবে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় ১৬ টি স্ক্যানার কম ক্রয় করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G7/2	স্ক্যানার	সংখ্যা	৯	OTM (NCT)	এনপিডি	১.২৬	১.২৬		জুন-১৯	জুন-১৯ ৩০ দিন		

ক্র. নং.	ডিপিপি / প্রকৃত	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা : **পণ্য**	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
											চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
১৮	ডিপিপি	NUPRP/G8/1	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২	OTM (NCT)	এনপিডি	৫.০২		০.৪০% কম	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮ ৬১ দিন		ডিপিপি-র তুলনায় ৯ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। তবে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনার তুলনায় ১ টি ফটোকপিয়ার কম ক্রয় করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G8/1	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১	OTM (NCT)	এনপিডি	৫.০২	৫		জুন-১৯	জুলাই-১৯ ৬১ দিন	-	
১৯	ডিপিপি	NUPRP/G9/1	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	থোক	OTM (NCT)	এনপিডি	৩৫		৮.২৯% কম	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯ ৫৯ দিন	২৯ দিন কম	ডিপিপি-র তুলনায় ৯ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G9/1	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	থোক	OTM (NCT)	এনপিডি	৩৫	৩২.১০		নভেম্বর-১৯	নভেম্বর-১৯ ৩০ দিন		
২০	ডিপিপি	NUPRP/G9/2	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	থোক	OTM (NCT)	এনপিডি	৩৯.৩১		৮৬.৭৮% কম	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯ ৫৯ দিন	-	১ম লটের ক্ষেত্রে ডিপিপি-র তুলনায় ৩ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ২য় লটের ক্ষেত্রে ডিপিপি-র তুলনায় ২৭ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ৩য় লটের ক্ষেত্রে ডিপিপি-র তুলনায় ২৯ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G9/2	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	থোক	OTM (NCT)	এনপিডি	৩.৫	৩.৩৯		মে-১৯	মে-১৯ ৩১ দিন		
								২.৫	২.২২		মে-২১	মে-২১ ৩১ দিন		
								৩	২.৯৯		জুলাই-২১	জুলাই-২১ ৩১ দিন		
২১	ডিপিপি	NUPRP/G10/1	এয়ার কন্ডিশনার	সংখ্যা	১০	OTM (NCT)	এনপিডি	৪০.১৯		৫২.২৬% কম	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮ ৬১ দিন	-	ডিপিপি-র তুলনায় ৩ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G10/1	এয়ার কন্ডিশনার	সংখ্যা	১০	OTM (NCT)	এনপিডি	২০	১৯.১৯		ডিসেম্বর-১৮	জানুয়ারি-১৯ ৬২ দিন		
২২	ডিপিপি	NUPRP/G11/1	পিএবিএক্স এবং ফোন সেট	সেট	১	OTM (NCT)	এনপিডি	৭.০৩		৪১.৫৪% কম	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮ ৬১ দিন	-	ডিপিপি-র তুলনায় ২২ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G11/1	পিএবিএক্স এবং ফোন সেট	সেট	১	OTM (NCT)	এনপিডি	৪.৫	৪.১১		জুলাই-২০	আগস্ট-২০ ৬২ দিন		

ক্র. নং.	ডিপিপি / প্রকৃত	প্যাকেজ নং	পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা : **পণ্য**	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
											চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
২৩	ডিপিপি	NUPRP/G12/1	অফিস ফার্নিচার/ওয়ার্ক স্টেশন	সেট	থোক	OTM (NCT)	এনপিডি	৫০.৭৮		-	সেপ্টেম্বর-১৮	অক্টোবর-১৮ ৬১ দিন	-	ডিপিপি-র তুলনায় ২ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G12/1	অফিস ফার্নিচার/ওয়ার্ক স্টেশন	সেট	থোক	OTM (NCT)	এনপিডি	৫০.৭৮	৫০.৭৮		নভেম্বর-১৮	ডিসেম্বর-১৮ ৬১ দিন		
২৪	ডিপিপি	NUPRP/G12/2	অফিস ফার্নিচার/ওয়ার্ক স্টেশন	সেট	থোক	OTM (NCT)	এনপিডি	৪৪		-	ফেব্রুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯ ৫৯ দিন	২৯ দিন কম	ডিপিপি-র তুলনায় ৪ মাস পর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/G12/2	অফিস ফার্নিচার/ওয়ার্ক স্টেশন	সেট	থোক	OTM (NCT)	এনপিডি	৪৪	৪৪		জুন-১৯	জুন-১৯ ৩০ দিন		
মোট								৭,৮০.৫২	৪,২৩.৬৯					

তথ্যসূত্র: ডিপিপি, এবং প্রকল্প অফিস

পর্যবেক্ষণ: পণ্য ক্রয়

সারণি ৩.৩ অনুসারে, পণ্যের ২০টি প্যাকেজের প্রত্যাকটি প্যাকেজই ওটিএম (এনসিটি) পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। বাস্তব এবং প্রাক্কলিত ক্রয় পদ্ধতিতে কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি। তবে, ক্রয় পরিকল্পনার NUPRP/G5/2, NUPRP/G7/1 প্যাকেজ দুটি বাস্তবে লট হিসেবে বিভক্ত করে ক্রয় করা হয়েছে।

একমাত্র NUPRP/G7/1 ব্যতীত পণ্যের সবগুলো প্যাকেজই ডিপিপিতে বর্ণিত চুক্তির মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। NUPRP/G7/1 প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে ডিপিপির তুলনায় ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার চুক্তির মেয়াদ ৩১ দিন বাড়ানোর প্রয়োজন হয়েছে।

NUPRP/G4/2 প্যাকেজের ক্ষেত্রে ২০টি মাল্টিমিডিয়ার প্রতিটির প্রাক্কলিত মূল্য ০.৩৫ লক্ষ টাকা করে হলেও বাস্তবে ৯টি মাল্টিমিডিয়া ০.৪০৭৭ লক্ষ টাকা দরে ক্রয় করা হয়। একইভাবে, NUPRP/G5/1 প্যাকেজে ৯৫টি ল্যাপটপের প্রতিটির ডিপিপি মূল্য ০.৪৮০৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে বাস্তব মূল্য ০.৭৯২৩ লক্ষ টাকা দরে ২৬টি ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়েছে। একইভাবে, NUPRP/G5/2 প্যাকেজেও ৪৭ টি ল্যাপটপের প্রতিটি প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে প্রায় ০.৪২ লক্ষ টাকা বেশি মূল্যে ক্রয় করা হয়েছে (প্রতিটির ডিপিপি মূল্য ০.৪৭০৫ লক্ষ টাকা বনাম প্রকৃত মূল্য ০.৯৬৭৮ লক্ষ টাকা)।

NUPRP/G7/2 প্যাকেজের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত মূল্য ১.২৬ লক্ষ টাকায় ২৫টি স্ক্যানার (প্রতিটি ০.০৫ লক্ষ টাকা) সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবে উক্ত প্রাক্কলিত মূল্যে ৯টি স্ক্যানার (প্রতিটি ০.১৪ লক্ষ টাকা) ক্রয় করা হয়। অর্থাৎ, ১.২৬ লক্ষ টাকা মূল্যে ২৫ টি স্ক্যানারের স্থলে ৯টি স্ক্যানার ক্রয় করা হয়েছে।

সকল ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ছিলেন এনডিপি।

সারণি ৩.৪
কার্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী: পরিকল্পনা ও প্রকৃত

ক্র.নং.	ডিপিপি / প্রকৃত	প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: **কার্য**	ইউনিট/একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ: চুক্তি স্বাক্ষর	নির্দেশক তারিখ: চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	নির্দেশক তারিখ: চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	মন্তব্য
১	ডিপিপি	NUPRP/W1	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০			জুলাই-১৮	সেপ্টেম্বর-১৮ ৯২ দিন	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/W1	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০	-	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯ ৩৬৫ দিন		
২	ডিপিপি	NUPRP/W1.1	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০			অক্টোবর-১৮	ডিসেম্বর-১৮ ৯২ দিন	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/W1.1	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০	-	২০১৯	২০১৯ ৩৬৫ দিন		
৩	ডিপিপি	NUPRP/W1.2	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০			জানুয়ারি-১৯	মার্চ-১৯ ৯২ দিন	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/W1.2	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০	-	২০১৯	২০১৯ ৩৬৫ দিন		
৪	ডিপিপি	NUPRP/W1.3	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০			এপ্রিল-১৯	জুন-১৯ ৯১ দিন	২৭৪ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/W1.3	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০	-	২০১৯	২০১৯ ৩৬৫ দিন		
৫	ডিপিপি	NUPRP/W1.4	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০			জুলাই-১৯	সেপ্টেম্বর-১৯ ৯২ দিন	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/W1.4	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০	-	২০১৯	২০১৯ ৩৬৫ দিন		
৬	ডিপিপি	NUPRP/W1.5	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০		-	অক্টোবর-১৯	ডিসেম্বর-১৯ ৯২ দিন	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/W1.5	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০		২০২০	২০২০ ৩৬৫ দিন		

ক্র.নং.	ডিপিপি	প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: **কার্য**	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
	প্রকৃত										চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
৭	ডিপিপি	NUPRP/W1.6	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০		-	জানুয়ারি-২০	মার্চ -২০ ৯২ দিন	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/W1.6	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০		২০২০	২০২০ ৩৬৫ দিন		
৮	ডিপিপি	NUPRP/W1.7	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০		-	এপ্রিল-২০	জুন-২০ ৯১ দিন	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/W1.7	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০		২০২০	২০২০ ৩৬৫ দিন		
৯	ডিপিপি	NUPRP/W1.8	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০		-	জুলাই-২০	সেপ্টেম্বর-২০ ৯২ দিন	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/W1.8	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০		২০২০-২১	২০২০-২১ ৩৬৫ দিন		
১০	ডিপিপি	NUPRP/W1.9	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০		-	অক্টোবর-২০	ডিসেম্বর-২০ ৯২ দিন	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/W1.9	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০		২০২১	২০২১ ৩৬৫ দিন		
১১	ডিপিপি	NUPRP/W1.10	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০		-	জানুয়ারি-২১	ফেব্রুয়ারি-২১ ৫৯ দিন	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/W1.10	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০		২০২১	২০২১ ৩৬৫ দিন		
১২	ডিপিপি	NUPRP/W1.11	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০		-	মার্চ-২১	মে-২১ ৯২ দিন	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
	প্রকৃত	NUPRP/W1.11	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০		২০২১-২২	২০২১-২২ ৩৬৫ দিন		

ক্র.নং.	ডিপিপি	প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: **কার্য**	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
	প্রকৃত										চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
১৩	ডিপিপি	NUPRP/W1.12	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০		-	জুন-২১	আগস্ট-২১	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
												৯২ দিন		
	প্রকৃত	NUPRP/W1.12	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০		২০২২	২০২২		
												৩৬৫ দিন		
১৪	ডিপিপি	NUPRP/W1.13	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০		-	সেপ্টেম্বর-২১	নভেম্বর-২১	২৭৪ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
												৯১ দিন		
	প্রকৃত	NUPRP/W1.13	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০		২০২২	২০২২		
												৩৬৫ দিন		
১৫	ডিপিপি	NUPRP/W1.14	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০		-	ডিসেম্বর-২১	ফেব্রুয়ারি-২২	২৭৫ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
												৯০ দিন		
	প্রকৃত	NUPRP/W1.14	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০		২০২২	২০২২		
												৩৬৫ দিন		
১৬	ডিপিপি	NUPRP/W1.15	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০		-	মার্চ-২২	মে-২২	২৭৩ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
												৯২ দিন		
	প্রকৃত	NUPRP/W1.15	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১৮	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০	১,৯৪৩.৫০		২০২২	২০২২		
												৩৬৫ দিন		
১৭	ডিপিপি	NUPRP/W1.16	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০		১৭.১৯% কম	মে-২১	জুন-২১	৩০৪ দিন বেশি	পিপিএ, পিপিআর অনুযায়ী ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬(৩) (DPM) বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।
												৬১ দিন		
	প্রকৃত	NUPRP/W1.16	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	DPM	প্রকল্প পরিচালক	১৬০৯.৫০	১৬০৯.৫০		২০২২	২০২২		
												৩৬৫ দিন		
১৮	ডিপিপি	NUPRP/W1.17	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০			অক্টোবর-২১	ডিসেম্বর-২১		এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত													

ক্র.নং.	ডিপিপি	প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: **কার্য**	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
	প্রকৃত										চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
১৯	ডিপিপি	NUPRP/W1.18	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০			অক্টোবর-২১	ডিসেম্বর-২১		এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত													
২০	ডিপিপি	NUPRP/W1.19	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৫০			জানুয়ারি-২২	জুন-২২		এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত													
২১	ডিপিপি	NUPRP/W1.20	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৯৪৩.৭৫			ফেব্রুয়ারি-১৮	ডিসেম্বর-১৮		এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত													
২২	ডিপিপি	NUPRP/W1.21	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৬১২	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,১৮০.২০			জুলাই-১৮	ডিসেম্বর-১৮		এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত													
২৩	ডিপিপি	NUPRP/W2	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	৯০০	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৭০০.০০		১.৬৫% কম	জানুয়ারি-২০	ডিসেম্বর-২০ ৩৬৫ দিন	৪০৯ দিন বেশি	প্যাকেজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮-এর ১৬(৫খ) নং বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় ১৯০০টির স্থলে ১৬৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী এই প্যাকেজের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর আরও ৬৭ দিন বেশি প্রয়োজন হবে।
	প্রকৃত	NUPRP/W2	Construction of 5-storied "Climate resilient housing and basic services for the low-income household" at Gopalganj Pourashava (building 1 and 2)	সংখ্যা	১৬৮	OTM (National)	প্রকল্প পরিচালক	১৬৯২.২২৯	১৫২৯.৩০		৫/০৮/২০২১	১৭/০৯/২০২৩ ৭৭৪ দিন		

ক্র.নং.	ডিপিপি	প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: **কার্য**	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
	প্রকৃত										চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
২৪	ডিপিপি	NUPRP/W2.1	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	১৯০০	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৭০০.০০		০.০৫% কম	জানুয়ারি-২১	ডিসেম্বর-২১ ৩৬৫ দিন	৪০৯ দিন বেশি	প্যাকেজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮-এর ১৬(৫খ) নং বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। এই প্যাকেজের আওতায় ১৬৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী এই প্যাকেজের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর আরও ৬৭ দিন বেশি প্রয়োজন হবে।
	প্রকৃত	NUPRP/W2.1	Construction of 5-storied “Climate resilient housing and basic services for the low-income household” at Gopalganj Pourashava (building 3 and 4)	সংখ্যা	১৬৮	OTM (National)	প্রকল্প পরিচালক	১৬৭১.৯৮	১৫০৪.৭৮		৫/০৮/২০২১	১৭/০৯/২০২৩ ৭৭৪ দিন		
২৫	ডিপিপি	NUPRP/W2.2	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	১৯০০	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৭০০.০০			জানুয়ারি-২২	অক্টোবর-২২		এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত													
২৬	ডিপিপি	NUPRP/W2.3	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	১৯০০	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৭০০.০০			জানুয়ারি-২২	অক্টোবর-২২		এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত													
২৭	ডিপিপি	NUPRP/W2.4	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	১৯০০	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৭০০.০০			নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২৩		এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত													
২৮	ডিপিপি	NUPRP/W2.5	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং বেসিক সার্ভিসসমূহ নির্মাণ	সংখ্যা	১৯০০	CPP	প্রকল্প পরিচালক	১,৫৯০.২৫			জানুয়ারি-২৩	মার্চ-২৩		এখন পর্যন্ত কোন ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়নি।
	প্রকৃত													
	মোট							৫২০,৮৪.২০	৩২১,৮৬.৫৮					

তথ্যসূত্র: ডিপিপি, এবং প্রকল্প অফিস

পর্যবেক্ষণ: পূর্ত/কার্য সংগ্রহ

সারণি ৩.৪ অনুসারে, ডিপিপিতে মোট ২৮টি কার্যের মধ্যে ডিএফআইডি/ইউএনডিপির অর্থায়নে ২২টি এবং জিওবি অর্থায়নে ৬টি ক্রয়ের পরিকল্পনা বিবৃত আছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে সারণি ১.২ '**প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন'** (পৃষ্ঠা ৪, ক্রমিক ৪৫) এর 'সাপোর্ট টু লো ইনকাম হাউজিং ইনক্লুডিং বেসিক সার্ভিসেস এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার' খাতের মধ্যে বিনামূল্যে আবাসন সহায়তা, বেসিক সার্ভিস (অর্থাৎ, সুপেয় পানির ফ্যাসিলিটি, ল্যাট্রিন, গোসলখানা, রাস্তা, ড্রেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়কবাতি, ইত্যাদি), এবং CHDF-গঠন করে গৃহঋণের মাধ্যমে আবাসন সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৩৫,৮৪.২০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১১৫,৯০.২৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৪১৯,৯৩.৯৫ লক্ষ টাকা)। তবে, এই খাতে সাশ্রয়ী ব্যয়ে বাসস্থান/লো-কস্ট হাউজিং নির্মাণ কার্যক্রমটি জিওবি বরাদ্দে সম্পন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু কার্য সংগ্রহ পরিকল্পনায় প্রাক্কলিত ব্যয় দেখানো হয়েছে ৫২০,৮৪.২০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০০,৯০.২৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৪১৯,৯৩.৯৫ লক্ষ টাকা)। অর্থাৎ, সারণি ১.২-এ বর্ণিত 'সাপোর্ট টু লো ইনকাম হাউজিং ইনক্লুডিং বেসিক সার্ভিসেস এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার' খাতের জিওবি অংশের প্রাক্কলনের চেয়ে ক্রয় পরিকল্পনায় জিওবি অংশের ৬টি প্যাকেজে ১৫,০০.০০ লক্ষ টাকা কম সংস্থান রাখা হয়েছে। যা ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি ব্যত্যয়।

ডিপিপিতে CPP (Community Procurement Process) নামক ক্রয় পদ্ধতির উল্লেখ থাকলেও পিপিআর ২০০৮-এ CPP নামক কোন ক্রয় পদ্ধতির উল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে, পিপিআর ২০০৮-এর DPM পদ্ধতির ৭৬(৩) ধারাটিকে (দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে উপকারভোগী সংগঠনের মাধ্যমে সরাসরি ক্ষুদ্র কার্য, মালামাল, শ্রম ক্রয়) ডিপিপিতে CPP ক্রয় পদ্ধতি রূপে অভিহিত করা হয়েছে। জিওবি অর্থায়নে ৬টি প্যাকেজ (NUPRP/W2 থেকে NUPRP/W2.5) বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত প্যাকেজ, যা ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। অথচ উক্ত ৬টি প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতিও ডিপিপিতে CPP হিসেবে বর্ণিত আছে। তাই এই সকল ক্রয়ের ক্ষেত্রে CPP ক্রয় পদ্ধতির পরিবর্তে OTM (National) পদ্ধিতি হিসেবে ডিপিপিতে উল্লেখ করা উচিত ছিল।

এ থেকে স্পষ্ট যে, কার্য ক্রয় পরিকল্পনায় প্রাক্কলিত ব্যয় এবং ক্রয় পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রে ব্যত্যয় দৃশ্যমান। যা সহজেই সমাধান করে ক্রয় পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা যেতো। দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে যেকোন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে উপকারভোগী সংগঠন নির্ভর অবকাঠামো নির্মাণ অথবা সংস্কারের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে ক্রয় পদ্ধতি উল্লেখ থাকতে হবে।

মার্চ ২০২২ এর মধ্যে কার্যের ১৯টি প্যাকেজের মধ্যে ডিএফআইডি/ইউএনডিপি অর্থায়নে ১৭ টি প্যাকেজ ডিপিপি অনুযায়ী CPP পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

জিওবি অর্থায়নে ডিপিপিতে CPP পদ্ধতিতে NUPRP/W2 ও NUPRP/W2.1 প্যাকেজ দুইটি সংগ্রহ করার কথা থাকলেও বাস্তবে OTM (National) পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্রয় কার্য e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ডিপিপি'তে ৬ তলা এবং ২ তলা ভবন নির্মাণের কথা বর্ণিত থাকলেও বাস্তবে ৫ তলা ভবন নির্মিত হচ্ছে। প্রস্তাব উন্মোক্তকরণ রিপোর্ট অনুযায়ী NUPRP/W2 প্যাকেজের ক্ষেত্রে ১১টি প্রাপ্ত দরপত্রের মধ্যে ৮টি দরপত্রে অফিসিয়াল প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১০% ছাড়ে এবং NUPRP/W2.1 প্যাকেজের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ১২ টি দরপত্রের মধ্যে ৫ টি দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১০% ছাড়ে তাদের উদ্ধৃত মূল্য দেখিয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় অফিসিয়াল প্রাক্কলিত মূল্যের ব্যাপারটি গোপন ছিল না। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে ক্রয় কার্যটি সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ পিপিআর ২০০৮-এর ১৬(৫খ) নং বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। জিওবি খাতের বাকি ৪ টি প্যাকেজের টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮-এর ১৬(৫খ) নং বিধি অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
ডিপিপি অনুযায়ী NUPRP/W2 ও NUPRP/W2.1 প্যাকেজ দুটির কাজ ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে শেষ হওয়ার তারিখ নির্ধারণ করা হলেও প্রকৃত পক্ষে চুক্তি অনুযায়ী এই প্যাকেজের কার্য শেষ হবে প্রকল্প শেষ হওয়ার ৬৭ দিন পর। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কার্য সম্পন্ন হওয়ার তারিখ নির্ধারণ একটি বিশেষ ব্যত্যয়।

সারণি ৩.৫
সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী: পরিকল্পনা ও প্রকৃত

ক্র.নং.	ডিপিপি	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: সেবা	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
	প্রকৃত										চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
১	ডিপিপি	NUPRP/S1	জাতীয় পরামর্শদাতা/স্টাফ							২৩.১০% কম			৬২ দিন বেশি	ডিপিপি-র তুলনায় ২ মাস পূর্বে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ইউএনডিপি'র ক্রয়বিধি অনুসারে ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে।
		১	প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৮	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	১১৫			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২	অপারেশন কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৮	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	১১০.৪			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৩	আরবান প্ল্যানিং এন্ড গভার্নেস কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৮	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৪	সিটি লিয়াঁজো কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৯৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	১৮৪			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৫	সোশ্যাল মবিলাইজেশন এন্ড কমিউনিটি কেপাসিটি বিল্ডিং কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৬	নিউট্রিশন এক্সপার্ট	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৭	সোশিও-ইকোনমিক এন্ড লাইভলিহুড কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৮	ল্যান্ড টেনর এন্ড হাউসিং কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৯	ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড আরবান সার্ভিস কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		১০	এমএন্ডই কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		১১	কমিউনিকেশন এন্ড রিপোর্টিং কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		১২	ইন্টারনাল অডিট কোঅর্ডিনেটর	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		১৩	ফিন্যান্স স্পেশালিস্ট	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		১৪	এডমিন, প্রকিউরমেন্ট এন্ড এইচআর স্পেশালিস্ট	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		১৫	টাউন ম্যানেজার	পিএম	৭২০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	১০৮০			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		১৬	পলিসি অ্যাডভোকেসি	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৪৬			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		১৭	জিআইএস অফিসার	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৪৬			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		১৮	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স অফিসার	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৪৬			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		১৯	গার্ডেন এক্সপার্ট	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৪৬			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২০	ফিন্যান্স অফিসার	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৪৬			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২১	আইসিটি অফিসার	পিএম	৬০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৪৬			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২২	অডিট অফিসার	পিএম	৪৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২৩	গভার্নেস এন্ড মবিলাইজেশন এক্সপার্ট	পিএম	৭২০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৫৪০			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২৪	সোশিও-ইকোনমিক এন্ড নিউট্রিশন এক্সপার্ট	পিএম	৭২০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৫৪০			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		

ক্র.নং.	ডিপিপি	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: সেবা	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
	প্রকৃত										চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
		২৫	ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড হাউজিং এক্সপার্ট	পিএম	৭২০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৫৪০			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২৬	এমএন্ডই এক্সপার্ট	পিএম	২৮৮	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	২৫৯.২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২৭	ফিন্যান্স এন্ড এডমিন অফিসার	পিএম	৭২০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৫৩৯.৯৫			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩ ১৭৬৪ দিন		
	প্রকৃত	NUPRP/S1						৪০৬৭	৪০৬৭		জুলাই-১৮	জুন-২৩ ১৮২৬ দিন		
২	ডিপিপি	NUPRP/S2	ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট							৩১.২৫% কম			৬২ দিন বেশি	ডিপিপি-র তুলনায় ২ মাস পূর্বে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ইউএনডিপি'র ক্রয়বিধি অনুসারে ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে।
		১	টেকনিক্যাল এডভাইজার	পিএম	২৪	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	২৮৮			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২	এমএন্ডই স্পেশালিস্ট	পিএম	২৪	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	১৯২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩ ১৭৬৪ দিন		
	প্রকৃত	NUPRP/S2						৩৩০	৩৩০		জুলাই-১৮	জুন-২৩ ১৮২৬ দিন		
৩	ডিপিপি	NUPRP/S3	সাপোর্ট স্টাফ							২৪.৮৬%কম			৬২ দিন বেশি	ডিপিপি-র তুলনায় ২ মাস পূর্বে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ইউএনডিপি'র ক্রয়বিধি অনুসারে ক্রয় কার্য সম্পাদন হয়েছে।
		১	সেক্রেটারি এডমিন অ্যাসিসটেন্ট	পিএম	৯৬	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৪৮			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২	ড্রাইভার	পিএম	২৮৮	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	১৪৪			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৩	মেসেঞ্জার	পিএম	১০৮০	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	১৬২			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩ ১৭৬৪ দিন		
	প্রকৃত	NUPRP/S3						২৬৬	২৬৬		জুলাই-১৮	জুন-২৩ ১৮২৬ দিন		
৪	ডিপিপি	NUPRP/S4	লোকাল কনসালটেন্ট সর্ট টিম							১৯.৯৯%কম			৬২ দিন বেশি	ডিপিপি-র তুলনায় ২ মাস পূর্বে সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পে অন্যান্য কার্যক্রমের মতোই প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের মাধ্যমে প্যাকেজের কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ, এই প্যাকেজের মাধ্যমে কোন সেবাই ক্রয় করা হয়নি।
		১	আন-স্পেসিফাইড কনসালটেন্ট	থোক	থোক	ইউএনডিপি	ইউএনডিপি	৩১.৩৫			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২	কনসালটেন্ট ফর কমিউনিটি সাপোর্ট	পিএম	২৯৭২	জিওবি	এনপিডি	৫৯৪.৪			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৩	কনসালটেন্ট/ভলেন্টিয়ার ফর কমিউনিটি সাপোর্ট	থোক	৩১০০	জিওবি	এনপিডি	২৪৭.২৫			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩ ১৭৬৪ দিন		
	প্রকৃত	NUPRP/S4						৬৯৮.৫২	৬৯৮.৫২		জুলাই-১৮	জুন-২৩ ১৮২৬ দিন		
৫	ডিপিপি	NUPRP/S5	সাব কন্ট্রাক্ট লোকাল							৬৩.৮৮%কম			৬২ দিন বেশি	ডিপিপি-র তুলনায় ২ মাস পূর্বে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।
		১	রিপোর্ট এন্ড ডকুমেন্ট প্রিন্টিং	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	২০৫.৬৬			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২	রিসার্চ, ডকুমেন্টেশন, ইভালুয়েশন, মনিটরিং এন্ড ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	২৪৫.১৯			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		

ক্র.নং.	ডিপিপি	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা: সেবা	ইউনিট/ একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য ও দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে চুক্তি মূল্যের পার্থক্য (%)	নির্দেশক তারিখ			মন্তব্য
	প্রকৃত										চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি/হ্রাসের পরিমাণ	
		৩	সাপোর্ট ফর বেজলাইন এন্ড ফলো-আপ মনিটরিং সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট ম্যাপিং-সার্ভে	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	৪১২.১৪			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩ ১৭৬৪ দিন		ওটিএম পদ্ধতিতে সেবা ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে
	প্রকৃত	NUPRP/S5		থোক	থোক	ওটিএম	এনপিডি	৩১১.৬৮	৩১১.৬৮		জুলাই-১৮	জুন-২২ ১৮২৬ দিন		
৬	ডিপিপি	NUPRP/S6	ট্রেনিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপ							৪৫.৭৭%কম			৩০৩ দিন কম	ডিপিপি-র তুলনায় ২ মাস পূর্বে সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্পে অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রমের মতোই প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের মাধ্যমে প্যাকেজের কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ, এই প্যাকেজের মাধ্যমে কোন সেবাই ক্রয় করা হয়নি।
		১	টাউন স্টাফ ট্রেনিং	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	১৬৪.৫৯			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		২	ট্রেনিং/ব্রিফিং ওয়ার্কশপ /২৩ টাউনস/২ ওয়ার্কশপ / ব্রিফিং /২ দিন/২০ জন অংশগ্রহণকারী/ ট্রেনিং অন নিউট্রিশন এক্টিভিটি	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	২০৭.২১			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৩	পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ট্রেনিং	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	১২৩.৪৪			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৪	অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এন্ড ইভেন্ট (আরলি ম্যারেজ এন্ড প্রিভেনশন অব ভায়োলেন্স)	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	৮০			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৫	অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অন ইম্প্রুভ টেনর সিকিউরিটি	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	৩৯.১৯			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৬	টাউন এক্সচেঞ্জ ভিজিট	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	৯৮.৭৫			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৭	স্থানীয় পর্যায়ে সাফল্য প্রদর্শনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করা (ওয়ার্কশপ/সেমিনার)	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	৫৮.৭৮			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৮	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	৭৯.৮			সেপ্টেম্বর-১৮	জুন-২৩		
		৯	প্রাতিষ্ঠানিক স্টাডি ট্যুর এবং সম্মেলন	থোক	থোক	জিওবি	এনপিডি	৪৫.২৮			জানুয়ারি-১৯	ডিসেম্বর-২২ ১৭৬৪ দিন		
	প্রকৃত	NUPRP/S6						৪৮৬.৫	৪৮৬.৫		জুলাই-১৮	জুন-২২ ১৪৬১ দিন		
মোট								৮৭,৫৫.৫৮	৬১,৫৯.৭০					

তথ্যসূত্র: ডিপিপি, এবং প্রকল্প অফিস

পর্যবেক্ষণ: সেবা ক্রয়

সারণি ৩.৬ অনুসারে, সেবা খাতের NUPRP/S1, NUPRP/S2, NUPRP/S3, NUPRP/S4 ৪টি প্যাকেজের ৩৩টি লট UNDP-এর ক্রয়বিধি অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে।
ডিপিপিতে সেবাখাতে NUPRP/S4, NUPRP/S5, NUPRP/S6 এই তিনটি প্যাকেজের ১৪টি লট ক্রয় পদ্ধতির ধরন হিসেবে 'জিওবি' উল্লেখ রয়েছে। পিপিআর-২০০৮ এ 'জিওবি' নামক কোন ক্রয় পদ্ধতি নেই। NUPRP/S5 প্যাকেজের তিনটি লট OTM পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। বাকি দুটি প্যাকেজ নিয়মিত প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ। প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমের মতোই প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের মাধ্যমে প্যাকেজের কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ, NUPRP/S4, NUPRP/S6 প্যাকেজ দুটির মাধ্যমে কোন সেবা ক্রয় করা হয়নি।
শুধুমাত্র NUPRP/S6 ব্যতীত অন্য ৫টি প্যাকেজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ডিপিপি নির্ধারিত সময়ের তুলনায় ৬২ দিন বেশি সময় প্রয়োজন হয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

ডিপিপি বর্ণিত ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, পণ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্যাকেজের বর্ণনা কলামের শিরোনামে 'পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা' এবং সেবার ক্ষেত্রে 'ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা' উল্লেখ আছে। কিন্তু এই প্রকল্পটি টিএপিপি অথবা টিপিপি নয়। যা ক্রয় পরিকল্পনার একটি দুর্বলতা।

ক্রয় পরিকল্পনায় কার্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় দেখানো হয়েছে ৫৩৫,৮৪.২০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১১৫,৯০.২৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৪১৯,৯৩.৯৫ লক্ষ টাকা)। কিন্তু ক্রয় পরিকল্পনায় কার্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় দেখানো হয়েছে ৫২০,৮৪.২০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১০০,৯০.২৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৪১৯,৯৩.৯৫ লক্ষ টাকা)। অর্থাৎ, সারণি ১.২ 'প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন' -এর 'সাপোর্ট টু লো ইনকাম হাউজিং ইনক্লুডিং বেসিক সার্ভিসেস এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার' খাতে উল্লিখিত জিওবি অংশের প্রাক্কলনের চেয়ে ক্রয় পরিকল্পনায় জিওবি অংশে কম সংস্থান রাখা হয়েছে ১৫,০০.০০ লক্ষ টাকা। যা ক্রয় পরিকল্পনার একটি দুর্বলতা।

৩.৩.১ ক্রয় সংক্রান্ত কেস স্টাডি

প্রকল্পের অধীনে ২টি কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার লক্ষ্যে কাজের দরপত্রের নথি ও দলিলাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক দরপত্রের বর্ণনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কাজের ধরন, কাজের বাজেট ও ব্যয়, কার্য ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ, কার্যের ক্রয় পদ্ধতি, চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের তারিখ, কার্য সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী প্রকল্প কার্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী

১. লট/প্যাকেজের নং: NUPRP/W2

দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম: Construction of 5-storied "Climate resilient housing and basic services for the low-income household" at Gopalganj Pourashava (building 1 and 2).

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা: গোপালগঞ্জ পৌরসভা
- প্রকৃত ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন: OTM
- ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন: অন-লাইন
- ডিপিপি/আরডিপিপি'তে ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন: CPP
- দরপত্র দলিল (বা প্রস্তাব) প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা: হ্যাঁ
- বিনির্দেশ (Specification) প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা: হ্যাঁ
- বিনির্দেশ (Specification) প্রস্তুতকরণে সিপিটিইউ কর্তৃক প্রকাশিত স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টস ব্যবহার করা হয়েছে কিনা এবং তার ধরন: হ্যাঁ, e-PW3
- দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)

- পত্রিকার নাম: (বাংলা)
  দরপত্র প্রকাশ:
  প্রথম আলো, তারিখ: ১৬/০৩/২০২১
  দৈনিক বর্তমান গোপালগঞ্জ, তারিখ: ১৬/০৩/২০২১
  সংশোধিত/করিজেন্ডাম প্রকাশের তারিখ:
  প্রথম আলো, তারিখ: ১৬/০৪/২০২১
  দৈনিক বর্তমান গোপালগঞ্জ, তারিখ: ১৬/০৪/২০২১
- পত্রিকার নাম: (ইংরেজি)
  দরপত্র প্রকাশ:
  ডেইলি স্টার, তারিখ: ১৬/০৩/২০২১
  সংশোধিত/করিজেন্ডাম প্রকাশের তারিখ:
  ডেইলি স্টার,তারিখ: ১৬/০৪/২০২১

- দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা: হ্যাঁ, e-GP Tender, তারিখ: ১৮/০৩/২০২১
- দরপত্র বিক্রয়ের শুরুর তারিখ:১৮/০৩/২০২১
- দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়: ২৮/০৪/২০২১, বিকাল ৪.০০ ঘটিকা
- বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা: ২০টি
- প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্য: ১১টি
- দরপত্রের জামানত জমা হয়েছিল কি না: হ্যাঁ
- রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা: ৮টি
- নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা: ৩টি
- মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ: ২০/০৫/২০২১
- Notification of Award (NOA) প্রদানের তারিখ: ১৫/০৭/২০২১
- ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় [প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)]: ১৭,০০.০০লক্ষ টাকা
- দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬,৯২.২৩ লক্ষ টাকা
- চুক্তি মূল্য: ১৫,২৯.৩০ লক্ষ টাকা
- কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম:
  - মেসার্স বেনজির কন্সট্রাকশন, ৩১৪, ব্যাংকপাড়া, গোপালগঞ্জ।
- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ: ৫/০৮/২০২১
- ডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ: ৩১/১২/২০২০
- কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ: ১৭/০৯/২০২৩

পর্যালোচনা: ডিপিপি'তে ৬ তলা এবং ২ তলা ভবন নির্মাণের কথা বর্ণিত থাকলের বাস্তবে ৫ তলা ভবন নির্মিত হচ্ছে। ডিপিপিতে CPP পদ্ধতিতে NUPRP/W2 প্যাকেজটি সংগ্রহ করার কথা থাকলেও বাস্তবে OTM (National) পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্রয় কার্য e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়েছে। সিপিটিইউ কর্তৃক প্রকাশিত স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টস e-PW3 ব্যবহার করে বিনির্দেশ প্রস্তুত করা হয়। ১৬/০৩/২০২১ তারিখে দরপত্রটির প্রথম বিজ্ঞপ্তি একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক এবং ইংরেজি জাতীয় দৈনিকসহ গোপালগঞ্জের স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ঠিক একমাস পর ১৬/০৪/২০২১ তারিখে পূর্বোক্ত দৈনিকগুলোতেই পুনরায় সংশোধিত/করিজেন্ডাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ দিন ২৮/০৪/২০২১ তারিখের মধ্যে মোট ২০টি দরপত্র বিক্রয় হয়।

তবে, প্রস্তাব উন্মোক্তকরণ রিপোর্ট অনুযায়ী NUPRP/W2 প্যাকেজের ক্ষেত্রে ১১ টি প্রাপ্ত দরপত্রের মধ্যে ৮টি দরপত্রে অফিসিয়াল প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১০% ছাড়ে তাদের উদ্ধৃত মূল্য দেখিয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য গোপন ছিল না, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে ক্রয় কার্যটি সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, পিপিআর ২০০৮-এর ১৬(৫খ) নং বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। অতঃপর ১৫/০৭/২০২১ তারিখে NOA প্রদানের পর ৫/০৮/২০২১ তারিখে মেসার্স বেনজির কন্সট্রাকশন নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে উক্ত প্যাকেজের চুক্তি সম্পন্ন হয়। চুক্তি অনুযায়ী এই প্যাকেজের কার্য সম্পন্নকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর আরও ৬৭ দিন বেশি প্রয়োজন হবে। এটিইও একটি ব্যত্যয়।

২. লট/প্যাকেজের নং: NUPRP/W2.1

দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম: Construction of 5-storied "Climate resilient housing and basic services for the low-income household" at Gopalganj Pourashava (building 3 and 4).

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা: গোপালগঞ্জ পৌরসভা
- প্রকৃত ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন: OTM
- ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন: অন-লাইন
- ডিপিপি/আরডিপিপি'তে ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন: CPP
- দরপত্র দলিল (বা প্রস্তাব) প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে কিনা: হ্যাঁ
- বিনির্দেশ (Specification) প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা: হ্যাঁ
- বিনির্দেশ (Specification) প্রস্তুতকরণে সিপিটিইউ কর্তৃক প্রকাশিত স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টস ব্যবহার করা হয়েছে কিনা এবং তার ধরন: হ্যাঁ, e-PW3
- দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক) (বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নামসহ তারিখ এবং ওয়েব সাইট'এর নাম)
    - পত্রিকার নাম: (বাংলা)
      দরপত্র প্রকাশ:
      প্রথম আলো, তারিখ: ১৬/০৩/২০২১
      দৈনিক বর্তমান গোপালগঞ্জ, তারিখ: ১৬/০৩/২০২১
      সংশোধিত/করিজেন্ডাম প্রকাশের তারিখ:
      প্রথম আলো, তারিখ: ১৬/০৪/২০২১
      দৈনিক বর্তমান গোপালগঞ্জ, তারিখ: ১৬/০৪/২০২১
    - পত্রিকার নাম: (ইংরেজি)
      দরপত্র প্রকাশ:
      ডেইলি স্টার, তারিখ: ১৬/০৩/২০২১
      সংশোধিত/করিজেন্ডাম প্রকাশের তারিখ:
      ডেইলি স্টার,তারিখ: ১৬/০৪/২০২১
- দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা: হ্যাঁ, e-GP Tender, তারিখ: ১৮/০৩/২০২১
- দরপত্র বিক্রয়ের শুরুর তারিখ:১৮/০৩/২০২১
- দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়: ২৮/০৪/২০২১, বিকাল ৪.০০ ঘটিকা
- বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা: ২০টি
- প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্য: ১২টি
- দরপত্রের জামানত জমা হয়েছিল কিনা: হ্যাঁ
- রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা: ৮টি
- নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা: 8টি
- মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ: ২০/০৫/২০২১
- Notification of Award (NOA) প্রদানের তারিখ: ১৫/০৭/২০২১
- ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় [প্রস্তাবকৃত মূল্য (ডিপিপি/আরডিপিপি)]: ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা
- দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬,৭১.৯৮ লক্ষ টাকা
- চুক্তি মূল্য: ১৫,০৪.৭৮ লক্ষ টাকা
- কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম:
  মেসার্স নিয়াজ ট্রেডার্স এন্ড মো. মিজানুর রহমান (জয়েন্টভেঞ্চার), ১৫৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ: ৫/০৮/২০২১
- ডিপিপি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ: ৩১/১২/২০২০
- কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ: ১৭/০৯/২০২৩

পর্যালোচনা: ডিপিপি'তে ৬ তলা এবং ২ তলা ভবন নির্মাণের কথা বর্ণিত থাকলের বাস্তবে ৫ তলা ভবন নির্মিত হচ্ছে। ডিপিপিতে CPP পদ্ধতিতে NUPRP/W2.1 প্যাকেজটি সংগ্রহ করার কথা থাকলেও বাস্তবে OTM (National) পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্রয় কার্য e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়েছে। সিপিটিইউ কর্তৃক প্রকাশিত স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টস e-PW3 ব্যবহার করে বিনির্দেশ প্রস্তুত করা হয়। ১৬/০৩/২০২১ তারিখে দরপত্রটির প্রথম বিজ্ঞপ্তি একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক এবং ইংরেজি জাতীয় দৈনিকসহ গোপালগঞ্জের স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ঠিক একমাস পর ১৬/০৪/২০২১ তারিখে পূর্বোক্ত দৈনিকগুলোতেই পুনরায় সংশোধিত/করিজেন্ডাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। দরপত্র বিক্রয়ের শেষ দিন ২৮/০৪/২০২১ তারিখের মধ্যে মোট ২০টি দরপত্র বিক্রয় হয়।

তবে, প্রস্তাব উন্মোক্তকরণ রিপোর্ট অনুযায়ী NUPRP/W2.1 প্যাকেজের ক্ষেত্রে ১২ টি প্রাপ্ত দরপত্রের মধ্যে ৫টি দরপত্রে

অফিসিয়াল প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ১০% ছাড়ে তাদের উদ্ধৃত মূল্য দেখিয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য গোপন ছিল না, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে ক্রয় কার্যটি সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ পিপিআর ২০০৮-এর ১৬(৫খ) নং বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। অতঃপর ১৫/০৭/২০২১ তারিখে NOA প্রদানের পর ৫/০৮/২০২১ মেসার্স নিয়াজ ট্রেডার্স এন্ড মো. মিজানুর রহমান (জয়েন্টভেঞ্চার) নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে উক্ত প্যাকেজের চুক্তি সম্পন্ন হয়। চুক্তি অনুযায়ী এই প্যাকেজের কার্য সম্পন্নকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর আরও ৬৭ দিন বেশি প্রয়োজন হবে। এটিইও একটি ব্যত্যয়।

৩.৪ লগফ্রেমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও আউটপুট অর্জন পরিস্থিতি পর্যালোচনা

ডিপিপিতে বর্ণিত যৌক্তিক কাঠামো/লজিকাল ফ্রেমওয়ার্কের ফলাফল পর্যালোচনা নিচের সারণি ৩.৬ -এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৩.৬

লজিকাল ফ্রেমওয়ার্কের ফলাফল পর্যালোচনা

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
লক্ষ্য			
সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার পাশাপাশি নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসডিজি (বিশেষ করে ১,৬,১১,১৩[৯]) অর্জনের লক্ষ্যে অবদান রাখা।	• জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শহুরে জনসংখ্যার শতকরা হার হ্রাস • দরিদ্র এলাকায় বসবাসকারী শহুরে জনসংখ্যার শতকরা হার হ্রাস • (ক) জনস্বাস্থ্য সেবা (খ) নিরাপদ খাবার পানি এবং (গ) স্যানিটেশন সুবিধা প্রাপ্ত শহুরে জনসংখ্যার শতকরা হার বৃদ্ধি	• খানা আয়-ব্যয় জরিপ (এইচআইইএস), বিবিএস • বস্তি শুমারি এবং ভাসমান লোকগণনা, বিবিএস • এসডিজিএস গ্লোবাল মনিটরিং ডেটাবেস, ইউএনএসডি	• জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে না
ফলাফল পর্যালোচনা সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার পাশাপাশি নাগরিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসডিজি (বিশেষ করে ১,৬,১১,১৩) অর্জনের লক্ষ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আবাসন ব্যবস্থা, নিরাপদ খাবার পানি, টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা, ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ব্যবসা অনুদান, শিক্ষা উপবৃত্তি, পুষ্টি সহায়তা, সঞ্চয় ও ঋণ দল গঠন, সর্বোপরি নগর দরিদ্রদের সংগঠিত করা হচ্ছে।	• কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স(সিপিআই), ইনফ্লেশন রেইট এন্ড ওয়েজ রেইট ইনডেক্স (ডব্লিয়ুআরআই) ইন বাংলাদেশ, মার্চ ২০২২ -রিপোর্ট অনুসারে মার্চ,২০২২-এ নগর মূল্যস্ফীতি ৫.৬৯%। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১ রিপোর্টের নগর মূল্যস্ফীতি বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের তুলনায় মার্চ ২০২২ এ নগর মূল্যস্ফীতির মোট হার দাঁড়ায় ২৪.৯৭%। সমীক্ষায় প্রাপ্ত মহিলা উপকারভোগী খানার গড় আয় প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে ছিল ১০,২৫০ টাকা এবং বর্তমানে ১৩,৭৩৮ টাকা। তবে, ২০১৭-১৮ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ২৪.৯৭% মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করে প্রকৃত আয় দাঁড়ায় ১০,৯৯৩ টাকা। অর্থাৎ, মহিলা উপকারভোগী খানার প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৪৩.২৭ টাকা (১০,৯৯৩-	• বর্তমান সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল • প্রকল্পের বেইজলাইন সার্ভে • অ্যানুয়েল রিভিও টেম্পলেট • খানা আয়-ব্যয় জরিপ (এইচআইইএস), বিবিএস • বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১ • বস্তি শুমারি এবং ভাসমান লোকগণনা, বিবিএস,২০১৪ • কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স(সিপিআই), ইনফ্লেশন রেইট এন্ড ওয়েজ রেইট ইনডেক্স (ডব্লিয়ুআরআই) ইন বাংলাদেশ, মার্চ ২০২২	২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টাস' প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির এ হার বেড়ে ৬ দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়াতে পারে।

[৯] *১. সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান; ৬. সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; ১১. অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা; ১৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ;*

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
	১০,২৫০)। আয় বৃদ্ধির হার ৭.২৫%। একইভাবে, পুরুষ উপকারভোগী খানার গড় আয় প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে ছিল ১১,৪৫৮ টাকা এবং বর্তমান আয় ১৭,৭০৮ টাকা, যা মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করে প্রকৃত আয় দাঁড়ায় ১৪,১৭০ টাকা। অর্থাৎ, মূল্যস্ফীতি গণনায় নেয়ার পর জরিপকৃত পুরুষ উপকারভোগী খানার প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৭১২ টাকা (১৪,১৭০-১১,৪৫৮)। আয় বৃদ্ধির হার ২৩.৬৭%। সুতরাং, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বের তুলনায় উপকারভোগীদের প্রকৃত আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। ● ১,৩২,৯৬০ জনের জন্য নিরাপদ খাবার পানির অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা হয়েছে। জরিপকৃত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৫.৩৯% পরিবার ডিপ টিউবওয়েল থেকে খাবার পানি ব্যবহার করছে। ● ১,৯৮,৩২৭ জন নগর দরিদ্রের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে ৫৪.৩১% উপকারভোগী পরিবার।		
উদ্দেশ্য			
নগরে বসবাসকারী ৪০ লক্ষ স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা এবং জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন।	• নগর দারিদ্র্য এবং জলবায়ুর বিষয়গুলি ২০২২ সালের মধ্যে অষ্টম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা এবং নগর খাত উন্নয়ন নীতি (ইউএসডিপি) সহ জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা। • ২০২২ সালের মধ্যে ৩৬টি শহর পর্যন্ত দারিদ্র্য এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতা সম্পর্কিত ইস্যুগুলোকে স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমন্বিত করা। • ২০২২ সালের মধ্যে ৮৫% উপকারভোগী পরিবারের দারিদ্র্য অবস্থার উন্নতি (এমপিআই)। • ২০২২ সালের মধ্যে ৮৫% উপকারভোগী মহিলার ক্ষমতায়ন।	• অষ্টম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং নগর খাত উন্নয়ন নীতি (ইউএসডিপি) • পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা, মাস্টার প্ল্যান, অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা • বেজলাইন সার্ভে এবং বার্ষিক ফলো-আপ সার্ভে রিপোর্ট • বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) সার্ভে রিপোর্ট	• জিওবি-এর অর্থনৈতিক নীতিগুলো ক্রমান্বয়ে অধিক হারে দরিদ্র বান্ধব (Pro-Poor) হওয়া। • রাজনৈতিক অস্থিরতা কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত করবে না।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
ফলাফল পর্যালোচনা ● ৭৬৩,৫৬৪টি নগর দরিদ্র খানার ৩০,০০,০০০ লক্ষ মানুষ সরাসরি প্রকল্প সুবিধা পাচ্ছে।	● অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) নগর দারিদ্র্য এবং জলবায়ুর বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (৫ম অধ্যায়: নগর উন্নয়ন কৌশল দ্রষ্টব্য)। ● স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে পূর্ববর্তী অর্থছরের তুলনায় ১৫টি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা দারিদ্র্য হ্রাস এবং জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে জনস্বাস্থ্য খাতে এবং কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই বরাদ্দ ব্যয় হচ্ছে। স্থানীয় সরকারের এই সহায়তা কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে ৭০% উপকারভোগী। ● ১৯ টি শহরে দারিদ্র্য ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে, যা ব্যবহার করে স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্য অংশীজন সহজেই দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে। ● নগর সহিষ্ণু কৌশলপত্র (Urban Resilience Strategy) প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৫ টি শহরে অনুশীলন সম্পন্ন হয়েছে, এবং কক্সবাজার পৌরসভা ইতোমধ্যে পাইলট নগর সহিষ্ণু কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। (অগ্রগতি ৪১.৬৬%)	● অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) ● বেজলাইন সার্ভে এবং বার্ষিক ফলো-আপ সার্ভে রিপোর্ট ● অ্যানুয়েল আউটকাম মনিটরিং ২০২১ ● চলমান নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা ● অ্যানুয়েল রিভিও টেম্পলেট	• জিওবি-এর অর্থনৈতিক নীতিগুলো ক্রমান্বয়ে অধিক হারে দরিদ্র বান্ধব (Pro-Poor) হচ্ছে। ● কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হিসেবে **রাজনৈতিক অস্থিরতা**-ডিপিপি লগফ্রেমে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে কোভিড-১৯ জনিত মহামারির জন্য দাতা সংস্থা অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস এবং ২০২০ এবং ২০২১ সালে জাতীয়ভাবে লকডাউন দেয়ায় সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ● চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
আউটপুট			
আউটপুট-১ স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।	• ২০২২ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে ৫,০০০ জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান নির্মাণ করা। • ২০২২ সালের মধ্যে সিএইচডিএফ এর মাধ্যমে ১৫,০০০ জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান আপগ্রেড/ সংস্কার করা। • ২০২২ সালের মধ্যে ৩৬টি শহরে কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ) গঠন করা।	• বেজলাইন এবং বার্ষিক ফলো-আপ সার্ভে রিপোর্ট। • ফিল্ড রিপোর্ট এবং অনলাইন ডাটাবেস • সিএইচডিএফ মূল্যায়ন প্রতিবেদন	• পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ভুমি ব্যবহার স্বত্ব (Land tenure) এবং স্বল্পমূল্যের আবাসনের অনুকূল পরিবেশ এবং স্বদিচ্ছা বিদ্যমান।
ফলাফল পর্যালোচনা স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থানের ব্যবস্থা	● গোপালগঞ্জ শহরে উপকারভোগী ৩৩৬টি পরিবারকে বিনামূল্যে আবাসন সুবিধা দেয়ার জন্যে প্রাথমিক তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে মাটি ভরাটের	● ফিল্ড রিপোর্ট এবং অনলাইন ডাটাবেস ● বেজলাইন এবং বার্ষিক ফলো-আপ সার্ভে রিপোর্ট	●অনেক ক্ষেত্রে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ভুমি ব্যবহার স্বত্ব (Land tenure) এবং স্বল্পমূল্যের আবাসনের

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
করার কার্যক্রম চলমান।	কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন সার্ভিস পাইলিং-এর কাজ চলছে। এছাড়াও, চাঁদপুর, কুষ্টিয়া ও নোয়াখালী পৌরসভায় সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন-এর জন্য নকশা প্রণয়ন চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে আছে এবং জুন'২০২২-এর মধ্যে টেন্ডার আহ্বান করা হবে বলে প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন শূন্য। ➢ গত ২৪/০৫/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ পিএসসি সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন LGD এবং NHA প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি কমিটি লকডাউনের অব্যবহতির পর নিয়মিত ভাবে উক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমন্বয় সাধন করবে। কিন্তু উক্ত কমিটি এখন পর্যন্ত মাত্র একটি সভায় মিলিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের সরাসরি তত্বাবধানে এই কমিটিকে সক্রিয় করে উক্ত কার্যক্রম নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে। ● সিএইচডিএফ এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এবং রাজশাহী নগরের ৫৬০ টি জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান উন্নত/ সংস্কার করা হয়েছে। ➢ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এবং রাজশাহী নগরে সিএইচডিএফ গঠন করে সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধিত করা হয়েছে। যথা সময়ে উক্ত সিএইচডিএফ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে এবং ফান্ড পরিচালনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে। এই তিনটি নগরে ৫৬০ জন উপকারভোগীকে বাসস্থান উন্নত/সংস্কার করার জন্য ঋণ	● চলমান নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা ● অ্যানুয়েল রিভিও টেম্পলেট ● সিএইচডিএফ মূল্যায়ন প্রতিবেদন	অনুকূল পরিবেশ এবং স্বদিচ্ছা বিদ্যমান ছিল না । ●কোভিড-১৯ মহামারির জন্য দাতা সংস্থা অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা এবং ২০২০ এবং ২০২১ সালে জাতীয়ভাবে লকডাউন আরোপের ফলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে । ●চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
	প্রদান করা হয়েছে। আরও ৬টি শহরে কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড গঠন প্রক্রিয়া চলমান। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এফসিডিও এই কার্যক্রমের জন্য ২০২০ এবং ২০২১ সালে বরাদ্দ কৃত অর্থের উল্লেখযোগ্য অংশ ছাড় না দেয়ায় সিএইচডিএফ-এর মাধ্যমে গৃহঋণ সহায়তা কম্পোনেন্টের কার্যক্রম হ্রাস পায়। ফলে ১৫,০০০ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত গৃহঋণ পেয়েছে ৫৬০টি উপকারভোগী পরিবার এবং কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ) গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ২৫%। বিনামূল্যে বাসস্থান সরবরাহ এবং সিএইচডিএফ ঋণের মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান নির্মাণ এবং উন্নত/সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন জুন ২০২৩ সালের মধ্যে কিছুতেই সম্ভব নয়।		
আউটপুট-২ স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য কমিউনিটি সংগঠন গড়ে তোলা	• ২০২২ সালের মধ্যে ৪,১৩৬টি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠিত। • ২০২২ সালের মধ্যে ৩৯,৮৫০টি সঞ্চয় ও ক্রেডিট গ্রুপ গঠিত। • ২০২২ সালের মধ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক সঞ্চয় ও ঋণ দলের জন্য ৯০ কোটি টাকা সমমানের সঞ্চয় তৈরি । •১০৪,৫২৯ জন উপকাভোগীকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষিত করা।	• সিডিসি মূল্যায়ন রিপোর্ট • টাউন ফেডারেশন মূল্যায়ন রিপোর্ট • কমিউনিটি ভিত্তিক সঞ্চয় এবং ক্রেডিট গ্রুপের ত্রৈমাসিক ফিল্ড রিপোর্ট	• পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলো সংগঠিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দাবি/চাহিদায় সাড়া দিতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম।
ফলাফল পর্যালোচনা স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য কমিউনিটি সংগঠন গঠন করার কাজ চলমান আছে।	• এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে ৩,১৩২ টি সিডিসি, ২৫৯ টি ক্লাস্টার, এবং ১৯ টি টাউন ফেডারেশন গঠিত হয়েছে। এই সংগঠনগুলোর আওতায় ৭৬৩,৫৬৪টি নগর দরিদ্র খানা ৩৯,৭৩৪টি দলের মাধ্যমে প্রকল্প সুবিধা পাচ্ছে। (অগ্রগতি ৭৫.৭৩%) ➢ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠনের	• রিপোর্ট অন অ্যানুয়্যাল আউটকাম মনিটরিং (এওএম) ২০২১ • লাইভলিহুডস্ ইম্প্রভেমেন্ট অফ আরবান পুওর কমিউনিটিস্ প্রজেক্ট (এলআইইউপিসিপি)অ্যানুয়েল রিপোর্ট (২০২০)	• পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনগুলো সংগঠিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দাবি/চাহিদায় সাড়া দিতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম বলে প্রতীয়মান হয়েছে। • কোভিড-১৯ মহামারির জন্য দাতা সংস্থা অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা এবং ২০২০ এবং ২০২১

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
	লক্ষ্যমাত্রা অবশিষ্ট আছে ২৪.২৭%। কিন্তু সিডিসি গঠিত হওয়ার পর নিবন্ধনসহ নির্বাচিত কমিটিকে ওরিয়েন্টেশন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠন পরিচালনা করার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে হয় এবং তা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হওয়াতে প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। • এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মোট ৩,৫৪,৪৯০ জন সদস্যকে নিয়ে মোট ২৩,৪৪৭ টি সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ গঠন করা হয়েছে । (অগ্রগতি ৫৮.৮৪%) ➢ সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ গঠনের লক্ষ্যমাত্রা অবশিষ্ট আছে ৪১.১৬%, যা প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। • এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মোট ৬৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মোট সঞ্চয় তহবিল গঠিত হয়েছে। (অগ্রগতি ৭৪.৭৮%)। ➢ সঞ্চয় ও ঋণ দলের জন্য তহবিল গঠনের লক্ষ্যমাত্রা অবশিষ্ট আছে ২৫.২২%। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রকল্প অফিসসমূহ সঞ্চয় ও ঋণ দলের আওতায় সঞ্চয় ও ঋণ গ্রহণের সুবিধা, আমানতের নিরাপত্তা এবং লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সিডিসি পর্যায়ে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করতে হবে। এছাড়া, মাধ্যমে সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ বহির্ভুত উপকারভোগীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং অনিয়মিত সঞ্চয়কারীদেরও নিয়মিতকরণ করতে হবে। • ১৫,৯৯৪ জন উপকাভোগী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন অনুদান পেয়েছে। (অগ্রগতি ১৫.৩০%) ➢ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অবশিষ্ট আছে ৮৪.৭০%, যা প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তবে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সরকারি ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ফ্রী প্রশিক্ষণ	• বাই অ্যানুয়েল রিপোর্ট , এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২১ • কোয়াটারলি প্রগ্রেস রিপোর্ট, এপ্রিল-জুন ২০২০ • চলমান নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা • অ্যানুয়েল রিভিও টেম্পলেট	সালে জাতীয়ভাবে লকডাউন আরোপের ফলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ● চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
	কর্মসুচীতে উপকারভোগীদের ট্যাগ করে দিতে সক্ষম হলে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।		
আউটপুট-৩ মহিলা এবং মেয়েদের দক্ষতা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।	• ৮৮,৬০০ জনের কর্মসংস্থানের উন্নতি। • ৭৫,৩০০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়েছে। • ১২,০০০ গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মা ১০০০ দিনের পুষ্টি অনুদান পেয়েছেন। • ২০২২ সালের মধ্যে ৮৮,৬০০ জনের জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। • ২০২১ সাল নাগাদ ৬,৭৫০ জন কমিউনিটি লিডার/নেতা নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।	• প্রকল্পের রেকর্ড যাচাইকরণ • প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন • বেজলাইন এবং বার্ষিক ফলো-আপ সার্ভে রিপোর্ট	• শহর পর্যায়ে কর্মসংস্থান এবং ব্যবসার সুযোগ রয়েছে । • অন্যান্য সাপোর্ট সার্ভিস (যেমন, ক্ষুদ্রঋণ) স্ব-নিয়োজিত কর্মীদের সেবা প্রদান করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম
ফলাফল পর্যালোচনা মহিলা এবং মেয়েদের আর্থসামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	• ৩৫,৭১৩ জন প্রান্তিক মহিলা জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যবসা অনুদান পেয়েছে। এদের মধ্যে ৮৭% নারী প্রশিক্ষণ নিয়ে ছোট ব্যবসা শুরু করেছে। (অগ্রগতি ৪০.৩১%) ➢ ব্যবসা অনুদানের লক্ষ্যমাত্রা অবশিষ্ট আছে ৫৯.৫৯%, যা প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ● স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করার জন্য ১ম শ্রেণি থেকে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত ১০,৯০৬ জন শিক্ষার্থীকে (ছাত্র-ছাত্রী) শিক্ষা উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে। বাল্য বিবাহ রোধ করার জন্য ৮ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত ৮,২২০ জন কিশোরীকে শিক্ষা উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে। (অগ্রগতি ২৫.৪০%) ➢ শিক্ষা উপবৃত্তির লক্ষ্যমাত্রা অবশিষ্ট আছে ৭৪.৬০%, যা প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ● ২০,২৫০ জন গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মা এবং ২০,২৫০ জন শিশু (৭-২৪ মাস বয়সী) পুষ্টি অনুদান পেয়েছেন। এছাড়াও কিশোরী মেয়েদের এককালীন ৬৫০০ টাকা করে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সহায়তা দেয়া হয়। (অগ্রগতি ১৬৮.৭৫%)	• রিপোর্ট অন অ্যানুয়্যাল আউটকাম মনিটরিং (এওএম) ২০২১ • লাইভলিহুডস্ ইম্প্রভেমেন্ট অফ আরবান পুওর কমিউনিটিস্ প্রজেক্ট (এলআইইউপিসিপি)অ্যানুয়েল রিপোর্ট (২০২০) • বাই অ্যানুয়েল রিপোর্ট , এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২১ • কোয়াটারলি প্রগ্রেস রিপোর্ট, এপ্রিল-জুন ২০২০ • চলমান নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা • অ্যানুয়েল রিভিও টেম্পলেট	•কোভিড-১৯ মহামারির জন্য দাতা সংস্থা অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা এবং ২০২০ এবং ২০২১ সালে জাতীয়ভাবে লকডাউন আরোপের ফলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে । • চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
	➢ পুষ্টি অনুদান লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন ১৬৮.৭৫%, প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে।		
আউটপুট-৪ কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামোর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু/ সক্ষমতা নিশ্চিত করা ।	• ৩৮,৬০০টি কমিউনিটি/ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন সরবরাহ করা। • ৬,৫০৫ টি ওয়াটার পয়েন্ট (যেমন টিউবওয়েল, বাথরুম সুবিধা সহ পাইপের পানি, ইত্যাদি) প্রদান করা। • ১৪৮ টি বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা। • ৩৬ টি শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সুবিধা প্রদান করা। •১,৫০,০০০ মিটার পাকা/ সংযোগকারী রাস্তা এবং ১,৪৯,৯৭৮ মিটার ড্রেনেজ উন্নত । • ২০২২ সালের মধ্যে ৫,৮৫,৪৫০ জন মানুষের জন্য নিরাপদ খাবার পানির অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা। • ২০২২ সালের মধ্যে ৫,২১,১০০ জন মানুষের জন্য উন্নত স্যানিটেশনের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা।	• বেজলাইন এবং বার্ষিক ফলো-আপ সার্ভে রিপোর্ট • ফিল্ড রিপোর্ট এবং অনলাইন ডাটাবেস • সিসিভিএ রিপোর্ট • ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (সিআরএমআইএফ) এবং সেটেলমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড (এসআইএফ) চুক্তিসমুহ।	• জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং প্রশমন জাতীয় এবং স্থানীয় সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত
ফলাফল পর্যালোচনা শহর এলাকার কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের (সিডিসি) মাধ্যমে উক্ত সিডিসির আওতাভুক্ত এলাকার সমস্যাগুলো গুরুত্বের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে এবং সমাধানের জন্য কমিউনিটি একশ্যান প্ল্যান(CAP) প্রণয়নের পর অনুমোদিত CAP অনুসারে প্রকল্পের অর্থায়নে জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা অর্জন করেছে।	• ৭,৫১৩ টি কমিউনিটি/ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে, অগ্রগতি ১৯.৪৬%। • ৩,০৩৫ টি ওয়াটার পয়েন্ট স্থাপিত হয়েছে, অগ্রগতি ৪৬.৬৬%। • ৫টি বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে, অগ্রগতি ৩.৩৭%। • ১৯ টি শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সুবিধা সম্প্রসারণের কাজ চলমান। • ২,৯৭,১২৬.৫২ মিটার রাস্তা/ফুটপাথ, ১,৮০,৬০৬.৫১ মিটার ড্রেনেজ ব্যবস্থা, ১৪৬.০২ মিটার ক্রসিং ব্রিজ, ১৭৮.৮৩ মিটার কালভার্ট রেলিং, ৩৩৪.০৬ মিটার সিঁড়ি/ ঘাট, ৩৭টি ডাস্টবিন/ গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, এবং ১৯৭ টি সড়কবাতির সুবিধা পাচ্ছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। • ১,৩২,৯৬০ জনের জন্য নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। (অগ্রগতি ২২.৭১%)। • ১,৯৮,৩২৭ জনের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। (অগ্রগতি ৩৮.০৬%)	• রিপোর্ট অন অ্যানুয়্যাল আউটকাম মনিটরিং (এওএম) ২০২১ • লাইভলিহুডস্ ইম্প্রভেমেন্ট অফ আরবান পুওর কমিউনিটিস্ প্রজেক্ট (এলআইইউপিসিপি)অ্যানুয়েল রিপোর্ট (২০২০) • বাই অ্যানুয়েল রিপোর্ট , এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২১ • কোয়াটারলি প্রগ্রেস রিপোর্ট, এপ্রিল-জুন ২০২০ • চলমান নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা • অ্যানুয়েল রিভিও টেম্পলেট	• কোভিড-১৯ মহামারির জন্য দাতা সংস্থা অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা এবং ২০২০ এবং ২০২১ সালে জাতীয়ভাবে লকডাউন আরোপের ফলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। • চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
	➢ আউটপুট-৪ এর ১,৫০,০০০ মিটার পাকা/ সংযোগকারী রাস্তা এবং ১,৪৯,৯৭৮ মিটার ড্রেনেজ উন্নতকরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অধিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ, রাস্তা এবং ড্রেন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় এই আউটপুটে সার্বিক ভাবে পিছিয়ে থাকা অন্য কার্যক্রমগুলো (যেমন: কমিউনিটি/ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন নির্মাণ, নিরাপদ খাবার পানির জন্য ওয়াটার পয়েন্ট স্থাপন, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ কার্যক্রমগুলোর) বাস্তবায়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বাস্তব সম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সম্পন্ন করার মাধ্যমে আউটপুট-৪-এর প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।		
আউটপুট-৫ উন্নত নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনার প্রণয়নে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি ।	• ২০২২ সালের মধ্যে ৩৬ টি প্রকল্প শহরকে জলবায়ু সহিষ্ণু নগর পরিকল্পনাভুক্ত করা । • ২০২২ সালের মধ্যে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সেবা/ বেসিক সার্ভিস নিশ্চিত করতে ৩৬ টি শহরে সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নতি ।	• পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের মূল্যায়ন প্রতিবেদন/ এসেসমেন্ট রিপোর্ট • বেজলাইন এবং বার্ষিক ফলো-আপ সার্ভে রিপোর্ট	• রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণগুলি গ্রুপগুলোর কার্যকর পরিচালনাকে/ অপারেশনকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করবেনা ।
ফলাফল পর্যালোচনা উন্নত নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনার প্রণয়নে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	• নগর সহিষ্ণু কৌশলপত্র (Urban Resilience Strategy) প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৫ টি শহরে অনুশীলন সম্পন্ন হয়েছে, এবং কক্সবাজার পৌরসভা ইতোমধ্যে পাইলট নগর সহিষ্ণু কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। (অগ্রগতি ৪১.৬৬%) ➢ স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে পূর্ববর্তী অর্থছরের তুলনায় ১৫টি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা দরিদ্রতা হ্রাস এবং জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে জনস্বাস্থ্য খাতে এবং কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়েনের ক্ষেত্রে এই বরাদ্দ ব্যয় হয়। স্থানীয় সরকারের এই সহায়তা কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে ৭০% উপকারভোগী। অ্যানুয়েল আউটকাম রিপোর্ট	• রিপোর্ট অন অ্যানুয়্যাল আউটকাম মনিটরিং (এওএম) ২০২১ • লাইভলিহুডস্ ইম্প্রভেমেন্ট অফ আরবান পুওর কমিউনিটিস্ প্রজেক্ট (এলআইইউপিসিপি)অ্যানুয়েল রিপোর্ট (২০২০) • বাই অ্যানুয়েল রিপোর্ট , এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২১ • কোয়াটারলি প্রগ্রেস রিপোর্ট, এপ্রিল-জুন ২০২০ • চলমান নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা • অ্যানুয়েল রিভিও টেম্পলেট	• কোভিড-১৯ মহামারির জন্য দাতা সংস্থা অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা এবং ২০২০ এবং ২০২১ সালে জাতীয়ভাবে লকডাউন আরোপের ফলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। • চলমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (Narrative Summary)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (Objectively Varifiable Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verification)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumptions)
	অনুযায়ী ৭০% উপকারভোগী স্থানীয় সরকারের সেবায় সন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন। ১৯ টি শহরের জন্য দরিদ্র বসতি মানচিত্র তৈরির কাজও সম্পন্ন হয়েছে। • স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সেবা/ বেসিক সার্ভিস নিশ্চিত করতে ৩৬টি শহরে সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মৌলিক সেবা/ বেসিক সার্ভিস (যেমন, জন্ম সনদ/ মৃত্যু সনদ/ ট্রেড লাইসেন্স/ ওয়ারিশান সার্টিফিকেট/ চারিত্রিক সনদ/ সালিশ/ হোল্ডিং ট্যাক্স/ গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ পানি সরবরাহ সেবা) সমূহের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত ১৯টি পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে গাজীপুর, ঢাকা দক্ষিণ এবং ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে সেবা প্রদানের গুণগতমান প্রকল্পভুক্তির পূর্বের তুলনায় এখনও পরিবর্তন হয়নি বলে উপকারভোগীরা জানিয়েছেন। ➢ এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে (আউটপুট-৫ সংশ্লিষ্ট) কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই সেবাসমূহের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		

লগফ্রেম কাঠামো পর্যবেক্ষণ

লগফ্রেম ৪×৪ ম্যাট্রিক্সে প্রস্তুত করা হয়, যেখানে প্রকল্পের বর্ণনা, বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক, যাচাইয়ের মাধ্যম, গুরুত্বপূর্ণ অনুমান এবং লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট, ইনপুট দেয়া থাকে। তবে, এই প্রকল্পের ডিপিপিতে বর্ণিত লগফ্রেমটিতে প্রকল্পের বর্ণনা, বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক, যাচাইয়ের মাধ্যম, গুরুত্বপূর্ণ অনুমান এবং লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট দেয়া থাকলেও, ইনপুট এবং বছর ভিত্তিক সময় নির্দেশক কোন ইন্ডিকেটর দেয়া নেই ।

৩.৫ টেকসইকরণ পরিকল্পনা/এক্সিট প্ল্যান পর্যালোচনা

ডিপিপি-তে বর্ণিত প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যানে বলা হয়েছে- প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমিউনিটি তাদের নিজস্ব পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) তহবিল থেকে বহন করবে। এছাড়াও, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ব্লক বরাদ্দ থেকে এবং নিজস্ব তহবিল দিয়ে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কমন ফ্যাসিলিটিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করবে। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কর্মীরা রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তদারকি করবেন। অতএব, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফ্যাসিলিটিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত কোন জনবলের প্রয়োজন হবে না।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহন করার লক্ষ্যে কমিউনিটি তাদের নিজস্ব পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) তহবিলের জন্য ইতোমধ্যে ২,০৩৭টি সিডিসির মাধ্যমে ৩৫০.৯৯ লক্ষ টাকার O&M তহবিল গঠন করেছে। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার স্টাফ, সিডিসির চেয়ারম্যান এবং সচিব, DHFW, WASA/DPHE, শিক্ষা অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট এনজিওর প্রতিনিধি নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি (PIC) গঠিত হয়েছে। এই কমিটি স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে কমিউনিটি একশ্যান প্ল্যান প্রণয়ন (CAP) করে এবং এর ভিত্তিতে অবকাঠামো নির্মাণ কর্মসুচী বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ব্লক বরাদ্দ এবং নিজস্ব তহবিল দিয়ে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কমন ফ্যাসিলিটিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে PIC কমিটি সহায়তা করতে পারবে। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্মীদের পাশাপাশি PIC রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তদারকি করতে পারবে। ফলে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফ্যাসিলিটিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত কোন জনবলের প্রয়োজন হবে না এবং অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে গুণগত মান বজায় থাকবে বলে আশা করা যায়।

৩.৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৬.১ জাতীয় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

ডিপিপি অনুযায়ী,"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প কার্যক্রমের সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। স্বাক্ষরিত ডিপিপি/প্রকল্প নথি এবং অনুমোদিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের চলমান কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কিনা জাতীয় প্রকল্প পরিচালক তা নিশ্চিত করবেন । প্রকল্প পরিচালক বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় অনুমোদিত কার্যক্রমগুলো বাস্তয়বায়নের পরিকল্পনা, এবং পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন টিমকে নেতৃত্ব দেবেন। প্রতিদিনের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রকল্প পরিচালকের উপর ন্যস্ত। এই কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে কার্য এবং ক্রয় পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি ও তদারকি করা। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কার্যকরভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারি দপ্তরগুলোর সাথে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সরকারি ব্যবস্থার মধ্যে নীতিগত প্রভাব বিস্তার করে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবেন।[১০]

প্রকল্পের প্রারম্ভিক কাল থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের যুগ্মসচিব সচিব জনাব রবীন্দ্রনাথ বর্মণ অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এই পদে ২৯/১০/২০১৮ থেকে ০৫/০৫/২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ৬ মাস দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে জনাব আব্দুল মান্নান, যুগ্মসচিব ০৫/০৫/২০১৯ থেকে ২৭/০৫/২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট ২ বছর নিয়মিত ভাবে এই প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে যুগ্মসচিব জনাব মো. এরশাদুল হক ২৭/০৫/২০২১ থেকে ২৯/১১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৬ মাস প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ, প্রকল্পের শুরু থেকে ২৯/১১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত তিন বছর এক মাস সময়ের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ৩ জন কর্মকর্তা দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ, ২৯/১১/২০২১ তারিখ থেকে জনাব মো. মাসুম পাটওয়ারী, যুগ্মসচিব, এই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে আসছেন। প্রকল্পের শুরু থেকে চার (৪) বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে (নিচের সারণি ৩.৭ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ৩.৭

দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক, দায়িত্বের প্রকৃতি এবং দায়িত্ব পালনের সময় কাল

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	দায়িত্বের প্রকৃতি	দায়িত্বকাল		একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিনা	
			যোগদান	বদলী	হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
রবীন্দ্রনাথ বর্মণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ, যুগ্ম সচিব	অতিরিক্ত দায়িত্ব	২৯/১০/২০১৮	০৫/০৫/২০১৯	না	
আব্দুল মান্নান	স্থানীয় সরকার বিভাগ, যুগ্ম সচিব	প্রেষণে	০৫/০৫/২০১৯	২৭/০৫/২০২১	না	
মো. এরশাদুল হক	স্থানীয় সরকার বিভাগ, যুগ্ম সচিব	অতিরিক্ত দায়িত্ব	২৭/০৫/২০২১	২৯/১১/২০২১	না	
মো. মাসুম পাটওয়ারী	স্থানীয় সরকার বিভাগ, যুগ্ম সচিব	অতিরিক্ত দায়িত্ব	২৯/১১/২০২১		না	

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস

[১০] *Programme Key Staffs Terms of Reference (ToR), DPP, Page 50*

উল্লেখযোগ্য যে, এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" বিষয়ক পরিপত্রের অনুচ্ছেদ ১৬.৭ (জনস্বার্থে একান্ত প্রয়োজন না হলে ৩ বছরের পূর্বে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা যাবে না) অনুসরণ করে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়নি। প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে উক্ত অনুচ্ছেদটি যথাযথ অনুসরণ করে পূর্ণ মেয়াদে একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া বাঞ্ছনীয়। ডিপিপি অনুযায়ী একজন উপ প্রকল্প পরিচালক, একজন একাউন্টস অফিসার, দুই জন ড্রাইভার, একজন এমএলএস নিয়োগ দেবার কথা থাকলেও এসব পদে কোন নিয়োগ দেয়া হয়নি। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য এই পদসমূহে নিয়োগদান আবশ্যক।

৩.৬.২ প্রকল্প জনবল অবস্থা

এই প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য অপারেশন্স কোঅর্ডিনেটর, আরবান প্ল্যানিং এন্ড গভার্নেস কোঅর্ডিনেটর, সিটি লিয়াঁজো কোঅর্ডিনেটর, সোশ্যাল মবিলাইজেশন এন্ড কমিউনিটি কেপাসিটি বিল্ডিং কোঅর্ডিনেটর সহ মোট ১,২৬৭ জন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা ডিপিপি'তে রাখা হয়েছে। ইউএনডিপির নিয়োগবিধি অনুযায়ী এদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে বাস্তবে প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল সংখ্যা ১,২১৪ জন (৯৫.৮২%)। এদের মধ্যে ৩৪ জন প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত আছেন, অবশিষ্ট ১৯টি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভায় কর্মরত ১,১৮০ জন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জনবলের মধ্যে ৮৮৫জন (৭৫%) সিএফ,এসইএনঅএফ পদে নিয়োজিত আছেন।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন সময় প্রকল্প কর্মীদের চাকুরি স্থায়ীকরণের দাবিতে মামলার সম্মুখীন হয়েছে। তাই এই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কম্পোনেন্টের কোঅর্ডিনেটর, একাউন্টস অফিসার, ইত্যাদি সহ সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা এবং মাঠ কর্মীর নিয়োগ ইউএনডিপির নিজস্ব বিধি মোতাবেক করা হবে বলে ডিপিপিতে উল্লেখ করা হয়। যার দরুন, স্থানীয় পর্যায়ের সকল নিয়োগ ইউএনডিপির বিধি মোতাবেক কনসালটেন্ট/পরামর্শক হিসেবে ডিপিপিতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল সংক্রান্ত তথ্য নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র.নং.	পদের নাম	সংখ্যা (জন)		শূন্য পদ সংখ্যা ও %	দায়িত্ব কাল	
		ডিপিপির সংস্থান	প্রকৃত জনবলের সংখ্যা ও %		শুরু	শেষ
১	প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর	১	০	১ (১০০%)		
২	অপারেশন্স কোঅর্ডিনেটর	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
৩	আরবান প্ল্যানিং এন্ড গভার্নেস কোঅর্ডিনেটর	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
৪	সিটি লিয়াঁজো কোঅর্ডিনেটর	২	২ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
৫	সোশ্যাল মবিলাইজেশন এন্ড কমিউনিটি কেপাসিটি বিল্ডিং কোঅর্ডিনেটর	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
৬	নিউট্রিশন এক্সপার্ট	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
৭	সোশিও-ইকোনমিক এন্ড লাইভলিহুড কোঅর্ডিনেটর	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
৮	ল্যান্ড টেনর এন্ড হাউসিং কোঅর্ডিনেটর	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
৯	ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড আরবান সার্ভিস কোঅর্ডিনেটর	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
১০	এমএন্ডই কোঅর্ডিনেটর	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
১১	কমিউনিকেশন এন্ড রিপোর্টিং কোঅর্ডিনেটর	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
১২	ইন্টারনাল অডিট কোঅর্ডিনেটর	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
১৩	ফিন্যান্স স্পেশালিস্ট	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
১৪	এডমিন, প্রকিউরমেন্ট এন্ড এইচআর স্পেশালিস্ট	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
১৫	টাউন ম্যানেজার	২০	১৯ (৯৫%)	১ (৫%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
১৬	পলিসি অ্যাডভোকেসি	১	০ (০%)	১ (১০০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
১৭	জিআইএস অফিসার	১	০ (০%)	১ (১০০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
১৮	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স অফিসার	১	০ (০%)	১ (১০০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
১৯	জেন্ডার এক্সপার্ট	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
২০	ফিন্যান্স অফিসার	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
২১	আইসিটি অফিসার	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
২২	অডিট অফিসার	২	২ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
২৩	গভার্নেস এন্ড মবিলাইজেশন এক্সপার্ট	২০	১৯ (৯৫%)	১ (৫%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
২৪	সোশিও-ইকোনমিক এন্ড নিউট্রিশন এক্সপার্ট	২০	১৯ (৯৫%)	১ (৫%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
২৫	ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড হাউজিং এক্সপার্ট	২০	১৯ (৯৫%)	১ (৫%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
২৬	এমএন্ডই এক্সপার্ট	৫	৫ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
২৭	ফিন্যান্স এন্ড এডমিন অফিসার	২০	১৯ (৯৫%)	১ (৫%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
	ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট					
২৮	টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩

ক্র.নং.	পদের নাম	সংখ্যা (জন)		শূন্য পদ সংখ্যা ও %	দায়িত্ব কাল	
		ডিপিপির সংস্থান	প্রকৃত জনবলের সংখ্যা ও %		শুরু	শেষ
২৯	এমএন্ডই স্পেশালিস্ট	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
	সাপোর্ট স্টাফ			০ (০%)		
৩০	সেক্রেটারি এডমিন অ্যাসিসটেন্ট	২	২ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
৩১	ড্রাইভার	৫	৫ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
৩২	মেসেঞ্জার	১	১ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
	লোকাল কনসালটেন্ট সর্ট টিম					
৩৩	আন-স্পেসিফায়েড কনসালটেন্ট	থোক	৩০	০	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
৩৪	কনসালটেন্ট ফর কমিউনিটি সাপোর্ট	১৭০	১৭০ (১০০%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
৩৫	কনসালটেন্ট/ভলেন্টিয়ার ফর কমিউনিটি সাপোর্ট	৯৫৯	৮৮৫(৯২.২৮%)	০ (০%)	জুলাই'২০১৮	জুন'২০২৩
সর্বমোট		১,২৬৭	১,২১৪(৯৫.৮২%)	৫৩ (৪.১৮%)		

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.৬.৩ স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা আয়োজন

নিচের সারণি ৩.৮ অনুসারে,

- প্রকল্প শুরুর প্রথম বছর— আগস্ট, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ১১ মাসে, ডিপিপি অনুযায়ী ৪টি এনপিবি এবং ১টি পিএসসি সভা আয়োজনের কথা থাকলেও ২২/০১/২০১৯ তারিখে ১টি এনপিবি সভা অনুষ্ঠিত হয়, তবে এই অর্থবছরে কোন পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

- প্রকল্পের দ্বিতীয় বছর— ২০১৯-২০ সালে, ডিপিপি অনুযায়ী ৪টি এনপিবি এবং ১টি পিএসসি সভা হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে ২টি এনপিবি সভা এবং ১টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের দ্বিতীয় বছরে এসে প্রকল্পের দ্বিতীয় এনপিবি সভা ১১/০৭/২০১৯ তারিখে, তৃতীয় এনপিবি সভা ৩০/০৬/২০২০ তারিখে, এবং প্রকল্পের প্রথম পিএসসি সভা ২১/০৮/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ, দ্বিতীয় এনপিবি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

- প্রকল্পের তৃতীয় বছর— ২০২০-২১ সালে, ডিপিপি অনুযায়ী ৪টি এনপিবি এবং ১টি পিএসসি সভা আয়োজনের কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র ১টি এনপিবি সভা এবং ২টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রকল্পের তৃতীয় বছরে প্রকল্পের চতুর্থ এনপিবি সভা ০৫/০৫/২০২০ তারিখে, এবং দ্বিতীয় পিএসসি সভা ২৮/১০/২০২০ তারিখে, ও তৃতীয় পিএসসি সভা ২৪/০৫/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দ্বিতীয় এনপিবি সভা (১১/০২/২০১৮ তারিখে) অনুষ্ঠিত হওয়ার ৮ মাস পর দ্বিতীয় পিএসসি সভা (২৩/১০/২০১৮) অনুষ্ঠিত হয়।

- প্রকল্পের চতুর্থ বছর— ২০২১-২২ সালে, ডিপিপি অনুযায়ী ডিসেম্বর' ২০২১ পর্যন্ত ২টি এনপিবি এবং ১টি পিএসসি সভা হওয়ার কথা থাকলেও অদ্যাবধি কোন এনপিবি এবং পিএসসি সভা আয়োজনের কোন তথ্য প্রকল্প অফিস সরবরাহ করেনি।

সারণি ৩.৮
পিএসসি এবং এনপিবি কমিটির সভা আয়োজন

কমিটির নাম	২০১৮-২০১৯ (আগস্ট'২০১৮-জুন'২০১৯)			২০১৯-২০২০			২০২০-২০২১			২০২১-২০২২			মোট বাস্তব অর্জন (এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত)
	পরিপত্র অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অর্জন	পরিপত্র অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অর্জন	পরিপত্র অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অর্জন	পরিপত্র অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অর্জন (এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত)	
পিএসসি	৪	১	০	৪	১	১	৪	১	২	৪	১	০	৩
এনপিবি	-	৪	১	-	৪	২	-	৪	১	-	৪	০	৪

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস

ফলাফল পর্যবেক্ষণ:

- পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" বিষয়ক পরিপত্রের '**সংযোজনী-দ**' ও '**সংযোজনী-ধ**' অনুসারে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও তদারকির স্বার্থে প্রতি তিন মাসে অন্তত ১টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের এবং প্রতি তিন মাসে অন্তত ১টি পিআইসি সভার বিধান থাকলেও সে নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপিতে স্টিয়ারিং কমিটি/পিএসসি

সভা এবং পিআইসি সভা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়নি। প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে প্রতি বছরে কমপক্ষে ১টি পিএসসি সভা আয়োজন করার কথা থাকলেও ২০১৮-১৯ বছরে কোন পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ডিপিপিতে প্রকল্পের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পিআইসি গঠনের স্থলে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম বোর্ড (এনপিবি) গঠন করার কথা উল্লেখ আছে এবং প্রতি বছর ৪টি এনপিবি সভা হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ৪টি এনপিবি সভা আয়োজিত হয়েছে (সারণি ৩.৮)।

প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি এবং এনপিবি সভাসমূহের আলোচ্য বিষয় এবং সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অবস্থার উল্লেখযোগ্য অংশ নিচে দেয়া হলো

৩য় পিএসসি সভা: ২৪-০৫-২০২১

ক্র. নং.	আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
১	বর্ধিত বাজারমূল্য বা সরকারের অনুমোদিত শিডিউলের অনুসরণ করে "লো-কস্ট হাউজিং" নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয় এবং সিটি কর্পোরেশনের যেখানে জমি পাওয়া যায় সেখানে কম খরচে আবাসন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	ইতোমধ্যে গোপালগঞ্জে নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে
২	মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে এনপিএসসি নারায়ণগঞ্জে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার পাইলটিং কার্যক্রমের অনুমোদন দেয়।	সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে
৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম পৌরসভার (খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি) এবং টেকনাফ পৌরসভাকে LIUPC প্রকল্পের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হয়েছে এবং প্রকল্পটির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন।	ডিপিপি সংশোধন করে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা এখনও বাকি আছে
৪	LIUPC প্রজেক্টের সকল ধরনের পরিবর্তনের আলোকে ডিপিপি সংশোধন করা হবে।	ডিপিপি সংশোধন করে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা এখনও বাকি আছে

২য় পিএসসি সভা: ২৮-০৯-২০২০

ক্র. নং.	আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
১	উপস্থাপিত নমুনা MOU সহ "লো-কস্ট হাউজিং" গাইডলাইন অনুমোদন করা হয়।	সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে
২	অবিলম্বে ক্রয় প্রক্রিয়া এবং নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য আনুমানিক ব্যয় সহ গোপালগঞ্জ এবং চাঁদপুরের খসড়া স্থাপত্য নকশা এবং ডিজাইন অনুমোদন করা হয়।	সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে
৩	আবাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় এনএইচএ, এলজিইডি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমন্বয় করার পরামর্শ দেয়া হয়।	সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে
৪	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করতে সম্মত হয়।	সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে

এনপিবি কমিটি সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি

৪র্থ এনপিবি সভা: ২৪/০৫/২০২১

ক্র. নং.	আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
১	বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২১ অনুসারে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং সংশোধিত বাজেট অনুমোদন। বোর্ড অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে জলবায়ু সহিষ্ণুতার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ এবং প্রাধান্য দেয়ার পরামর্শ দেয়।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে
২	কোভিড-১৯ জনিত ২য় ঢেউয়ের কারণে জাতীয়ভাবে লকডাউন দেয়াতে প্রকল্পের কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে না। নির্মাণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি এবং শ্রমিকের অপ্রতুলতার জন্য নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। প্রকল্প অফিস নিবিড়ভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে এবং এনপিবি'কে অবহিত করবে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে
৩	নির্মাণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির আলোকে "লো-কস্ট হাউজিং" বাস্তবায়নের প্রসঙ্গটি পিএসসি সভায় উত্তাপন করা হবে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে
৪	বাজেট সীমাবদ্ধতার কারণে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.৭ অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ

ডিপিপি অনুসারে, ন্যাশনাল এক্সিকিউশন ম্যানুয়েল (NIM) এ বর্ণিত দিকনির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পের সকল ব্যয়ের অডিট ফরেন অডিটেড প্রজেক্ট এইড ডিরেক্টরেট (FAPAD) এবং অফিস অফ অডিট এন্ড ইনভেস্টিগেশন (OAI), UNDP কর্তৃক সম্পন্ন করার কথা।

পঞ্জিকাবর্ষ বা ক্যালেন্ডার ইয়ার অনুযায়ী FAPAD কর্তৃক এই প্রকল্পের ২০১৮, ২০২০ ও ২০২১ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে। তবে, কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে ২০১৯ বছরের অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্প অফিসে ২০১৮, ২০২০ ও ২০২১ বছরের অডিট রিপোর্ট এসে পৌঁছেছে। ২০১৮ সালে ১৪,১১.৬৮ লক্ষ টাকার ২টি অডিট আপত্তি, ২০২০ সালে ৬৯,৬৭.২০ লক্ষ টাকার ১২টি অডিট আপত্তি, ২০২১ সালে ৬৯,১৭.৮৯ টাকার ১৫টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ, ৩ বছরে মোট ১৫২,৯৬.৭৭ লক্ষ টাকার মোট ২৯টি অডিট আপত্তি উত্তাপিত হয়। FAPAD কর্তৃক সম্পাদিত উল্লিখিত অডিট আপত্তিগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় ডিপিপি বিধান লঙ্ঘন, চুক্তি অনুযায়ী সময় মতো কার্য সম্পাদন না করা, BOQ অনুসারে গুণগত মান নিশ্চিত না করে নির্মাণ সামগ্রী ক্রয়, খাত ওয়ারী প্রাক্কলনের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়, পারস্পরিক যোগসাজোশের(Collusive Practice) মাধ্যমে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ফাঁস, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লঙ্ঘন করে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শুধুমাত্র ২০১৮ সালের অডিট আপত্তি দুটির ব্রডশীট আকারে উত্তর FAPAD কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে। ২৯টি অডিট আপত্তির মধ্যে মাত্র ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তি না হওয়া ২৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১০টি আপত্তি ডিপিপি সংশোধনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। অন্য ১৮টি অডিট আপত্তি অডিট কর্তৃপক্ষের মতামত অনুযায়ী দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ এবং ছাড়করণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে উল্লিখিত আপত্তিগুলো বিবেচনা করতে হবে। নিচের সারণি ৩.৯-এ অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির অবস্থা দেয়া হলো:

সারণি ৩.৯
অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির পর্যায়

অডিট কর্তৃপক্ষ	বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত কার্যক্রম	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায় ও মন্তব্য
FAPAD	২০১৮	প্যারা ১. অডিট আপত্তির শিরোনাম: মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের অর্থ বিতরণ না করে **১৩,৮৮,৭৩,২২৩/- (তের কোটি অষ্টাশি লক্ষ তেয়াত্তর হাজার দুই শত তেইশ টাকা)** ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়েছে।	ইতোমধ্যে প্রত্যেক উপকারভোগীকে মোবাইল ব্যাংকিং (রকেট)-এর মাধ্যমে অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।	ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়েছে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। তথ্য নথিভুক্ত এবং সংরক্ষণ করা আছে।
		প্যারা ২. ব্যবস্থাপনা এবং পরামর্শক ফি বাবদ **২২,৯৫,৩০০/-(বাইশ লক্ষ পচানব্বই হাজার তিন শত টাকা)** অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে, যার বিধান ডিপিপিতে উল্লেখ নেই।	ডিপিপি সংশোধন করে সমন্বয় করা হবে	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়েছে। আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে ২০১৯ বছরের অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি			
FAPAD	২০২০	প্যারা ১. কোভিড-১৯-এর জন্য **৩,২৪,৯৭,৫৩১/- (তিন কোটি চব্বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচ শত একত্রিশ টাকা)** অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে, যার বিধান ডিপিপি-তে উল্লেখ নেই।	ডিপিপি-তে উল্লিখিত WASH –এর আওতায় এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ডিপিপি সংশোধন করে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সমন্বয় করতে হবে। আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		প্যারা ২. ডিপিপি বিধান বহির্ভূত অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি হয় **৬৪,১৫,৮২,৯৩১/- (চৌষট্টি কোটি**	ডিপিপি বিধান অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভার	অডিট আপত্তি বহাল আছে। জবাব সন্তোষজনক নয়।

অডিট কর্তৃপক্ষ	বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত কার্যক্রম	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায় ও মন্তব্য
		পনের লক্ষ বিরাশি হাজার নয়শত একত্রিশ টাকা)।	মেয়রদের কাছ থেকে প্রদত্ত অনাপত্তি পত্র (NOC)-এর উপর ভিত্তি করে ছোট আকারের নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা হয়েছে।	ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। FAPAD কর্তৃপক্ষ বরারব প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি দাখিলের মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
		প্যারা ৩. আর্থ-সামাজিক তহবিল (SEF) থেকে ব্যবসা শুরু করার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে **৫২,৭২,০০০/- (বায়ান্ন লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকা)**।	প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে এবং অনুমোদিত চুক্তি অনুযায়ী প্রতি উপকারভোগীকে ১০,০০০.০০ টাকা করে ব্যবসা অনুদান বাবদ প্রদান করেছে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ডিপিপি সংশোধন করে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সমন্বয় করতে হবে। আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		প্যারা ৪. জমির মালিকানা নিশ্চিত না হওয়ার কারণে ২০২০ সালে SIF (সেটেলমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড)-এ প্রকল্পের অর্থের ক্ষতির পরিমাণ **৮২,৪৬,৬২৬/- (বিরাশি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার ছয়শত ছাব্বিশ টাকা)**।	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং স্থানীয় কাউন্সিলরের দেয়া প্রতিশ্রুতি পত্র অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। SIF তহবিলের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়য়েন ক্ষেত্রে অবশ্যই জমির মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		প্যারা ৫. ডিপিপি বিধান ব্যত্যয় করে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের হার্ডশিপ ভাতা প্রদানের জন্য প্রকল্প অর্থের ক্ষতি পরিমাণ **১৪,৮৯,০০০/-(চৌদ্দ লক্ষ উননব্বই হাজার টাকা)**।	প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে এবং কোভিড-১৯ এর জন্য জরুরি অবস্থার জন্য জারিকৃত সার্কুলার অনুসারে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের হার্ডশিপ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ডিপিপি সংশোধন করে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সমন্বয় করতে হবে।আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
		প্যারা ৬. প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ডিপিপি বিধানের বাইরে **২৬,১৮,৮৩৭.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ আঠারো হাজার আটশত সাইত্রিশ টাকা)** ব্যয় করেছে।	প্রধান কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে অডিট আপত্তির জবাব দেয়া হবে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ডিপিপি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

অডিট কর্তৃপক্ষ	বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত কার্যক্রম	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায় ও মন্তব্য
		প্যারা ৭. কোভিড-১৯ জনিত অতিরিক্ত বিতরণের কারণে প্রকল্পের অর্থের ক্ষতির পরিমাণ **১০,৪০,৪০০/- (দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশত টাকা)**।	নথিপত্র যাচাই পূর্বক অডিট আপত্তির জবাব দেয়া হবে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। জবাব সন্তোষজনক নয়।
		প্যারা ৮. সিডিসির সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত অনুসারে সময়মতো কাজ করা হয়নি।	কোভিড-১৯ মহামারি জনিত পরিস্থিতির কারণে যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন করা যায়নি।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং চুক্তির সময়কাল ও তফসিলের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
		প্যারা ৯. নগর দরিদ্র এবং চরম দরিদ্র কমিউনিটি এবং উপকারভোগীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনিয়ম।	নথিপত্র যাচাই পূর্বক অডিট আপত্তির জবাব দেয়া হবে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী নগর দরিদ্র এবং চরম দরিদ্র কমিউনিটি এবং উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে।
		প্যারা ১০. ফিনেন্সিয়াল স্টেটমেন্ট (এফএস)-এ অনিয়মিতভাবে **৯,৯৫,০০০/- (নয় লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা)** ব্যয় দেখানো হয়েছে কিন্তু সেই পরিমাণ অর্থ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অব্যয়িত ছিল।	কোভিড-১৯ সহায়তা হিসেবে টাউন ফেডারেশনকে আংশিক বিল পরিশোধ করেছে। প্রধান কার্যালয়ের আপত্তির কারণে বকেয়া বিল এখনও পরিশোধ করা হয়নি।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ফিনেন্সিয়াল স্টেটমেন্ট সংশোধন পূর্বক অডিট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।
		প্যারা ১১. কোভিড-১৯ প্রতিরোধে হাত ধোয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ না থাকার কারণে প্রকল্প অর্থ ক্ষতির পরিমাণ **২৯,৩০,০০০/- (উনত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা)**।	প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ক্রমে এবং অনুমোদিত চুক্তি অনুযায়ী কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে হাত ধোয়া সুবিধার সেট-আপ স্থাপন করেছে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য কোভিড-১৯ প্রতিরোধের নিমিত্তে হাত ধোয়া সুবিধার সেট-আপ -সম্পর্কিত সকল ভাউচার পর্যালোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
		প্যারা ১২. বিধি বহির্ভুত কোটেশন তৈরির মাধ্যমে প্রকল্প অর্থ ক্ষতি **৪৮,৫৫৮/- (আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত আটান্ন টাকা)**।	পরবর্তীতে অডিট আপত্তির জবাব দেয়া হবে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং SIF তহবিলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের জন্য জাল

অডিট কর্তৃপক্ষ	বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত কার্যক্রম	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায় ও মন্তব্য
				ভাউচার/রশিদ উপস্থাপন করা যাবে না।
FAPAD	২০২১	প্যারা ১. কাজ সম্পাদন ব্যতীত, আর্থিক বিবরণীতে (FS)-**৯৬,৮৬,৯৫৯/- (ছিয়ানব্বই লাখ ছিয়াশি হাজার নয়শত পঞ্চানব্বই টাকা)** ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	কভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে কার্যক্রম যথাযথ সময়ে টাউন ফেডারেশন, সিডিসি এবং ক্লাস্টারসমূহ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেনি।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। আর্থিক বিবরণী (FS) সংশোধন পূর্বক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করতে হবে।
		প্যারা ২. ডিপিপি বিধান এবং পিপিআর-২০০৮ লঙ্ঘন করে, সিডিসি, ক্লাস্টার এবং ফেডারেশনকে **৩,৩৮,৩৫,০১২/- (তিন কোটি আটত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার বারো টাকা)** মূল্যের CRMIF এবং SIF তহবিল বিতরণ করা হয়েছে।	ডিপিপি অনুযায়ী প্রণীত গাইডলাইন অনুযায়ী সিআরএমআইএফ এবং এসআইএফ তহবিল সিডিসি, ক্লাস্টার, এবং টাউন ফেডারেশনের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। গাইডলাইন অনুযায়ী ৭.৫০ লক্ষ টাকার নিচের কার্য হওয়াতে টেন্ডারিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়নি।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ইস্যুগুলোকে বিধিসম্মতভাবে নিয়মিত করতে হবে এবং প্রামাণিক নথিসহ অডিট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।
		প্যারা ৩. আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬৯ (১) লঙ্ঘন করে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনভুক্ত টাউন ফেডারেশন কোটেশন পদ্ধতিতে পণ্য সংগ্রহ করেছে যার পরিমাণ **১৫,৯১,৯৯৪/- (পনের লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শত চুরানব্বই টাকা)**।	সিডিসি আর্থিক গাইডলাইনে কোন ধরনের আর্থিক সীমার কথা উল্লেখ নেই।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ইস্যুগুলোকে বিধিসম্মতভাবে নিয়মিত করতে হবে এবং প্রামাণিক নথিসহ অডিট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।
		প্যারা ৪. যথাযথ বিক্রেতা বা পরিষেবা প্রদানকারীর পরিবর্তে অন্য প্রতিষ্ঠানকে বিল প্রদানের কারণে **১৪,৪৩,২৩৫/- (চৌদ্দ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশত পঁয়ত্রিশ টাকা)** অনিয়মিত ব্যয় দেখানো হয়েছে।	নিরক্ষর দরিদ্র উপকারভোগী কমিউনিটির মাধ্যমে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে এবং ভেন্ডারের ব্যাংক একাউন্ট না থাকাতে তাদের পরিচিত কারও ব্যাংক একাউন্টের বিপরীতে চেক গ্রহণ করেছে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ইস্যুগুলোকে বিধিসম্মতভাবে নিয়মিত করতে হবে এবং প্রামাণিক নথিসহ অডিট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।
		প্যারা ৫. পিপিআর-২০০৮-এর বিধি-১৭(১) লঙ্ঘন করে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়) অনুমোদন এড়াতে দুটি প্যাকেজে বিভক্ত করেছে যার পরিমাণ **১৬,৯৯,২২,৯৩৫/-(ষোল কোটি নিরানব্বই লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত পঁয়ত্রিশ টাকা)** এবং **১৬,৭১,৯৮,০১৭/- (ষোল কোটি একাত্তর লক্ষ আটানব্বই হাজার সতের টাকা)**।	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ দুটোকে NUPRP/W2 ও NUPRP/W2.1 প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে অবিলম্বে অডিট কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিষয়টি নিয়মিত করতে হবে।
		প্যারা ৬. পিপিআর-২০০৮-এর ১৬(৫) বিধি লঙ্ঘন করে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পারস্পরিক যোগসাজোশের (collusive practice) মাধ্যমে **১৫,২৯,৩০,৬৪১.৫০**	আইটিটি ধারা ৪৩.৩ অনুসারে প্রস্তাবনা প্রাক্কলনের চেয়ে ১০% এর চেয়ে বেশি বা কম হতে পারবে না।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি।

অডিট কর্তৃপক্ষ	বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত কার্যক্রম	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায় ও মন্তব্য
		টাকা (পনের কোটি উনত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয়শত একচল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) এবং **১৫,০৪,৭৮,২১৫.৩০ টাকার (পনের কোটি চার লক্ষ আটাত্তর হাজার দুইশত পনের টাকা ত্রিশ পয়সা)** ০২টি (দুইটি) চুক্তি করেছে।		দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে অবিলম্বে অডিট কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিষয়টি নিয়মিত করতে হবে। প্রকল্পভুক্ত এজাতীয় টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য গোপন রাখার ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮-এর ১৬(৫) বিধি প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
		প্যারা ৭. ডিপিপি বিধান লঙ্ঘন করে, আর্থ-সামাজিক তহবিল/স্যোশিও-ইকোনোমিক ফান্ড (SEF)-এর মাধ্যমে ব্যবসা অনুদানের জন্য অতিরিক্ত **২৮,৪০,০০০/- (আঠাশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা)** প্রদান করা হয়েছে।	প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে এবং অনুমোদিত চুক্তি অনুযায়ী প্রতি উপকারভোগীকে ১০,০০০.০০ টাকা করে ব্যবসা অনুদান বাবদ প্রদান করেছে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ডিপিপি সংশোধন করে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সমন্বয় করতে হবে।
		প্যারা ৮. ডিপিপি বিধান লঙ্ঘন করে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্বল্প আয়ের পরিবারের জন্য বেসিক সার্ভিসযুক্ত জলবায়ু সহিষ্ণু ৫-তলা ভবন নির্মাণের কাজটি সম্পাদন করেছে।	ডিপিপিতে সাধারণভাবে প্রটো-টাইপ ভবন নির্মাণের উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে ডিপিপিতে উল্লিখিত ২/৬ তলা ভবনের মাধ্যমে প্রটোটাইপ ভবনের একটি ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ডিপিপি সংশোধন করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করতে হবে।
		প্যারা ৯. অযথার্থ প্রকল্প নির্বাচনের কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।	SIF গাইডলাইন অনুযায়ী গর্ভবতী মহিলাকে প্রাধান্য দিয়ে ফুটপাথ নির্মাণ করতে হবে। অন্যদিকে কমিউনিটির দরিদ্র, ধনী, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী নারী সকলেই নির্মিত ফুটপাথ, ড্রেন সুবিধা পায়।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে আপত্তি নিষ্পত্তি করতে হবে।
		প্যারা ১০. চুক্তির মেয়াদে সেটেলমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড (SIF) ব্যবহার না করার কারণে প্রকল্পের অর্থ ব্যবহার করা হয়নি এবং **৬,৫৮,৪৯১/-(ছয় লক্ষ আটান্ন হাজার চারশত একানব্বই টাকা)** অব্যয়িত থাকে।	পূর্ব রাখাইনপাড়া সিডিসি টিউবওয়েলের পরিবর্তে ফুটপাথ নির্মাণ করতে চাওয়াতে ডিজাইন এবং প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করতে বিলম্ব হয়ে গেছে। গৈয়ামতলি সিডিসির নির্ধারিত স্থানের উপর ইনজাংশন জারি হওয়াতে কাজটি বাতিল হয়ে গেছে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ইস্যুগুলোকে বিধিসম্মতভাবে নিয়মিত করতে হবে এবং প্রামাণিক নথিসহ অডিট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।
		প্যারা ১১. ডিপিপি বিধানের বাইরে অনিয়মিতভাবে মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজ ফান্ড (MSEF) **৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা)** বিতরণ করা হয়েছে।	ডিপিপি-তে উল্লিখিত ব্যবসা অনুদান এবং প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ডিপিপি সংশোধন করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করতে হবে।
		প্যারা ১২. স্বাক্ষরিত চুক্তিতে আরসিসি আইটেম হিসেবে স্টোন চিপসের উল্লেখ	সাইক্লোন আম্ফান জনিত কারণে উক্ত সিডিসিতে নির্মাণ কার্যের	অডিট আপত্তি বহাল আছে।

অডিট কর্তৃপক্ষ	বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত কার্যক্রম	অডিট নিষ্পত্তির পর্যায় ও মন্তব্য
		থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ইটের খোয়া ব্যবহার করায় আনুমানিক **৩,৯১,৩৮৪/- (তিন লক্ষ একানব্বই হাজার তিনশত চুরাশি টাকা)** অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে।	আকার বৃদ্ধি, নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির জন্য স্টোন চিপসের পরিবর্তে ইটের খোয়া ব্যবহৃত হয়েছে।	ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ইস্যুগুলোকে বিধিসম্মতভাবে নিয়মিত করতে হবে এবং প্রামাণিক নথিসহ অডিট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।
		প্যারা ১৩. স্বাক্ষরিত চুক্তি ও সেটেলমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড (SIF) গাইডলাইনের নির্দেশনা অনুসরণ ব্যতি রেখে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) অব্যয়িত **১,৪৯,৩৫৩/- (এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত তেপ্পান্ন টাকা)** অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি স্থানীয় ইউএনডিপি অ্যাকাউন্টে জমা করেনি।	গাইডলাইন অনুসারে উল্লিখিত অর্থ জমা দেয়া হবে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ইস্যুগুলোকে বিধিসম্মতভাবে নিয়মিত করতে হবে এবং উল্লিখিত অর্থ যথাযথ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে।
		প্যারা ১৪. আর্থ বক্স কাটিং আইটেমের ক্ষেত্রে LGED রেইট শিডিউলের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ব্যয় করায় অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে **৮০,৫৬০/- (আশি হাজার পাঁচশত ষাট টাকা)**।	যেহেতু এই কার্যটি সীমিত পরিসরে সম্পন্ন হচ্ছে তাই DRS কোড অনুসরণ করে নির্মাণ কাজ করা হয়েছে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। উল্লিখিত অর্থ প্রকল্পের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পূর্বক অডিট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।
		প্যারা ১৫. উদ্ধৃত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে এবং প্রাক্কলিত আইটেম ব্যতীত অন্য M/S ডিফর্মড বার ক্রয়ের কারণে অনিয়মিত ব্যয় **৮১,৯৩৫/-(একাশি হাজার নয়শত পঁয়ত্রিশ টাকা)**।	হঠাৎ রডের মূল্যবৃদ্ধির কারণে উদ্ধৃত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে M/S ডিফর্মড বার ক্রয় করতে হয়েছে।	অডিট আপত্তি বহাল আছে। ব্রডশীটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়নি। ইস্যুগুলোকে বিধিসম্মতভাবে নিয়মিত করতে হবে এবং অডিট কর্তৃপক্ষকে অতিসত্বর অবহিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস

সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় অডিট কর্তৃপক্ষের অধিকাংশ আপত্তির প্রেক্ষিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী বিভাগের জবাবসমূহ যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত নয়। আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পণ্য, কার্য ও সেবার সার্বিক গুণগতমান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অডিট আপত্তিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। যাহোক, প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতার মানোন্নয়নে মানসম্মত ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অডিট সম্পাদন করা অতীব জরুরি। প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে FAPAD অডিটগুলোর গুণগতমান সন্তোষজনক।

৩.৮ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যালোচনা

প্রকল্পের জন্য শহর নির্বাচন থেকে শুরু করে উপকারভোগী নির্বাচন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। শহর নির্বাচন করার সময় সমস্ত সিটি কর্পোরেশন এবং A-শ্রেণির পৌরসভাকে তাদের মোট জনসংখ্যা এবং নগর দরিদ্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়। অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য ফিল্ড ভিজিটের মাধ্যমে আবারও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই ব্যাপক প্রক্রিয়ার সমাপ্তির পর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ২০টি শহর নির্বাচন করা হয়েছে।

উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভায় একটি অংশগ্রহণমূলক দারিদ্র্য ম্যাপিং পরিচালিত হয়, যা অনুসরণ করে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের দরিদ্র বসতিগুলি চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে, মানচিত্র এবং

ডাটাবেস স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা যাচাই করা হয় এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং মেয়র দ্বারা অনুমোদিত হয়। এই অনুশীলনটি নিশ্চিত করে যে নগর কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে শহুরে দরিদ্র বসতিগুলিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। দারিদ্র্য ম্যাপিং অনুশীলনটি ১৬ টি বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের ভিত্তিতে তৈরি, যা স্ট্যান্ডার্ড ডেমোগ্রাফিক ডেটা ছাড়াও লিভিং সূচককে প্রতিফলিত করে।

দারিদ্র্য ম্যাপিং অনুশীলন চূড়ান্তকরণের পরে, দারিদ্র্য সূচকগুলি একটি কর্মশালার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, যেখানে স্থানীয় প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে শহরের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়। প্রতিটি দরিদ্র জনবসতির জন্য একটি দারিদ্র্য স্কোর দেয়া হয় এবং একটি ওয়ার্ড দারিদ্র্য সূচক নির্ধারণের জন্য পুনরায় গণনা করা হয়। একটি ওয়ার্ডের মধ্যে সমস্ত দরিদ্র বসতিগুলির একটি সামগ্রিক দারিদ্র্য স্কোর নির্ধারণ করে চারটি স্কেলে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। যেমন: Q1- মারাত্মকভাবে অনুন্নত, Q2- খুবই কম উন্নত, Q3- স্বল্প উন্নত, এবং Q4- অপেক্ষাকৃত উন্নত। এই প্রকল্পে উপকারভোগী নির্বাচনের মূল মানদন্ড হল বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (MPI) স্কোর। উচ্চ এবং মাঝারি MPI দারিদ্র্য স্কোর প্রাপ্ত পরিবারগুলিকে সাধারণত সহায়তার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন হল একটি জটিল এবং অনন্য প্রক্রিয়া, যা সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়, যার মধ্যে প্রতিবন্ধী, জলবায়ু উদ্বাস্তু, বিধবা, এবং বয়স্ক সহ সবচেয়ে দুর্বলদের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি বিশদ মানদন্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ওয়ার্ড দারিদ্র্য সূচক প্রকল্প এবং শহর উভয় কর্তৃপক্ষই ওয়ার্ডগুলির প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিনিয়োগ করতে এবং দারিদ্র্য হ্রাসের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে৷

প্রকল্পের একটি অনন্য সম্পদ হলো, LIUPCP প্রতিটি হাউজিং ইউনিটের মালিককে ৯৯ বছর স্থায়ী একটি সুরক্ষিত মেয়াদের সুবিধা প্রদান করে এই শর্তে যে, তারা ইউনিট ভাড়া দেবে না, অথবা বিক্রি বা স্থানান্তর করবে না। এই বিধানটি নির্বাচিত উপকারভোগীকে এই নিরাপত্তা প্রদান করে যে তারা মেয়াদকালের জন্য উচ্ছেদ হবে না, এবং তারা সরকারের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী পৌরসভার সম্পত্তির আইনি মালিক হয়ে যাবে। অধিকন্তু, হাউজিং কমপ্লেক্সের টেকসইকরণের জন্য বাড়ির মালিকদের নিয়ে পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং সমস্ত ইউনিট মালিকদের কাছ থেকে মাসিক চাঁদার ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে অর্থায়ন করা হয়।

গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উপকারভোগীরা তথ্য গোপন করায় এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পক্ষপাতিত্বের কারণে অনেক সময় সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন করা যায় না। এ প্রসঙ্গে অডিট আপত্তি পর্যালোচনায় দুজন উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি গোচরীভূত হয়। দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত দিরাশ্রম পশ্চিম সিডিসি এবং রথখোলা সিডিসি দুটি পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে মোসা. রেহানার জমিতে সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। তিনি দিরাশ্রম পশ্চিম সিডিসির হিসাবরক্ষক। তার স্বামী সৌদি আরব প্রবাসী। তিনি এটাসড বাথরুম সহ একটি বিল্ডিংয়ে বাস করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি একজন অবস্থাপন্ন মহিলা, গরিব বা চরম দরিদ্র নন। একইভাবে, রথখোলা সিডিসিতে ৪টি বাথরুম অনুমোদিত হয়েছে। ৪টি বাথরুমের মধ্যে একই বাড়িতে ২টি বাথরুম নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত বাড়ির মালিক জনাব শফিকুল ইসলাম এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার একজন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। জনাব শফিকুলও ঐ বাড়িতেই থাকেন। তিনি দরিদ্র বা চরম দরিদ্র নন, বরং অবস্থাপন্ন। বাথরুমের জন্য জমিদাতা শফিকুল ইসলাম কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি পত্র পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে প্রতিশ্রুতি পত্রের স্বাক্ষরটি তার নিজের নয়। ভাড়াটিয়া জনাব আলীর কাছ থেকে জানা যায়, প্রতিবছর বাড়িভাড়া বাড়ানো হচ্ছে, যা প্রতিশ্রুতি পত্রের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, দরিদ্র ও হতদরিদ্র নগরবাসীদের মধ্য থেকে উপকারভোগী নির্বাচনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে এটা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৩.৯ স্পেসিফিকেশন, BOQ/TOR, গুণগতমান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

গোপালগঞ্জ পৌরসভায় প্রকল্পের মোট ৪টি ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। চলমান এ নির্মাণ কাজে দেশীয় ২টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার, পৌরসভার একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং স্থানীয় প্রকল্প কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি টেকনিক্যাল কমিটি নিয়মিতভাবে নির্মাণ কাজ

তদারকির করছে। এছাড়াও, একটি স্বাধীন সুপারভিশন ফার্মও নিয়মিতভাবে নির্মাণ কাজ মনিটরিং করে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করছে। প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কার্যক্রমের মধ্যে ডাম্পিং এরিয়ার ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, মাটি ভরাট, ৪টি ভবন নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, পুকুর, বাগান, খেলার মাঠ নির্মাণ, ইত্যাদি অন্যতম। প্রকল্পের নির্মাণ কাজগুলোর বাস্তব অগ্রগতির অবস্থা, ডিজাইন ড্রইং, স্পেসিফিকেশন, BOQ/TOR. সিভিল এবং ওয়াটার রিসোর্স নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ (রড, বালি, সিমেন্ট, খোয়া, ইট প্রভৃতি) ও সামগ্রী (যন্ত্রপাতি), উপকরণের গুণগতমান ও পরিমাণ, নির্মাণ কাজের গুণগতমান, পরিবেশ সুরক্ষা, বর্জ্য অপসারণ, শ্রমিকদের নিরাপত্তা উপকরণ ব্যবহার, এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণলব্ধ মতামত ও সুপারিশ প্রতিবেদনের এই অংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.৯.১ "লো-কস্ট হাউজিং" নির্মাণ কাজের অগ্রগতি বিশ্লেষণ

প্রকল্পের আওতায় যে সকল স্থানে ভবন নির্মাণ কাজে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে e-GP সিস্টেমে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান নির্মাণ কাজের মধ্যে রয়েছে ৬ তলা এবং ২ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ। এছাড়া রয়েছে বর্জ্য অপসারণ, মাটি ভরাট, সেন্ট্রাল কোর্ট, কম্পাউন্ড ড্রেন, এপ্রোচ রোড, ভূমি পরীক্ষা, উপাদান পরীক্ষা, বাগান / ল্যান্ডস্কেপিং, ইত্যাদি। ইতোমধ্যে ভবনের নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং দরপত্রের শর্তানুযায়ী ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হয়েছে। গোপালগঞ্জ পৌরসভার আওতায় নির্মাণাধীন ৫ তলা বিশিষ্ট চারটি ভবনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। চুক্তিকৃত ভৌত কাজের অগ্রগতি কোন পর্যায়ে আছে তা নিচের সারণি ৩.১০, এবং ৩.১১-তে উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৩.১০

ভৌত কাজের অগ্রগতি: NUPRP/W2- Construction of 5-storied "Climate resilient housing and basic services for the low-income household" at Gopalganj Pourashava (building 1 and 2)

কাজের বিবরণ/বর্ণনা	বাস্তবায়নের প্রকৃত অবস্থা, মার্চ ২০২২ পর্যন্ত
ময়লা আবর্জনা অপসারণ এবং বালু ভরাট	সম্পন্ন (১০০%)
টেস্ট পাইল ড্রাইভ	সম্পন্ন (১০০%)
লোড টেস্ট	সম্পন্ন (১০০%)
সার্ভিস পাইল	শুরু হয়নি

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

বিগত ২৬/০৩/২০২২ থেকে ২৮/০৩/২০২২ তারিখে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় প্যাকেজ নং NUPRP/W2 আওতাভুক্ত বিল্ডিং ১ এবং ২-এর ভবন নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বর্জ্য অপসারণ, বালুভরাট, লোড টেস্ট, এবং টেস্ট পাইল ড্রাইভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে, এখনো সার্ভিস পাইলের কাজ শুরু হয়নি। চুক্তিপত্রে বর্ণিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের বাস্তব অগ্রগতি যৎসামান্য। কন্সট্রাকশন এলাকায় নির্মাণ সামগ্রী রাখার কোন গোডাউন এবং নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কোন কার্যক্রম দেখা যায়নি। তাই বলা যায় যে, প্রকল্প মেয়াদকালে (৩০ জুন ২০২৩-এর মধ্যে) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না (সারণি ৩.১০ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ৩.১১

ভৌত কাজের অগ্রগতি: NUPRP/W2.1- Construction of 5-storied "Climate resilient housing and basic services for the low-income household" at Gopalganj Pourashava (building 3 and 4)

কাজের বিবরণ/বর্ণনা	বাস্তবায়নের প্রকৃত অবস্থা, মার্চ ২০২২ পর্যন্ত
ময়লা আবর্জনা অপসারণ এবং বালু ভরাট	সম্পন্ন (১০০%)
টেস্ট পাইল ড্রাইভ	সম্পন্ন (১০০%)
লোড টেস্ট	সম্পন্ন (১০০%)
সার্ভিস পাইল	চলমান (৫টি পাইল সম্পন্ন হয়েছে)

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

প্যাকেজ নং **NUPRP/W2.1** আওতাভুক্ত বিল্ডিং ৩ এবং ৪-এর ভবন নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে বর্জ্য অপসারণ, বালুভরাট, লোড টেস্ট, এবং টেস্ট পাইল ড্রাইভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সার্ভিস পাইলিং-এর কাজ শুরু হয়েছে এবং চুক্তিপত্রে বর্ণিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের বাস্তব অগ্রগতি নগণ্য। প্রকল্পের সময়সীমার মধ্যে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ করা কিছুতেই সম্ভব নয় (সারণি ৩.১১ দ্রষ্টব্য)।

প্রকল্প এলাকার বিবরণ: লো-কস্ট হাউজিং-এর আওতায় নির্মাণাধীন আবাসন প্রকল্পটি গোপালগঞ্জ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের চরসোনাকুর নামক স্থানে অবস্থিত। পৌরসভা কার্যালয় থেকে এর অবস্থান ৫ কি.মি. দূরে। এই জায়গাটি দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভার ডাম্পিং সেন্টার হিসেবে ছিল। নির্মাণাধীন আবাসনের মোট আয়তন ৩.৪৫ একর। চারটি বহুতল আবাসিক ভবনের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমির পরিমাপ সারণি ৩.১২-তে দেয়া হয়েছে।

সারণি ৩.১২
চারটি বহুতল ভবনের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমির পরিমাপ

বিবরণ	পরিমাণ (একর)
এপ্রোচ রোড	০.৩০ একর
বিল্ডিং ১ ও ২	১.৩১ একর
বিল্ডিং ৩ ও ৪	১.৮৪ একর
মোট	৩.৪৫ একর

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস

চিত্র ৩.১
গোপালগঞ্জ শহরে সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন -এর জন্য নির্ধারিত জমির পূর্বের অবস্থা

চিত্র ৩.২
গোপালগঞ্জ শহরে সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন -এর জন্য নির্ধারিত জমির বর্তমান অবস্থা (বিল্ডিং ৩ এবং ৪)

চিত্র ৩.৩
গুগল ম্যাপে গোপালগঞ্জ শহরে সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন -এর জন্য নির্ধারিত জমির বর্তমান অবস্থা

চিত্র ৩.৪
গোপালগঞ্জ শহরে সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন -এর জন্য সার্ভিস পাইলের কাস্টিং পর্যবেক্ষণ (বিল্ডিং ৩ এবং ৪)

৩.৯.২ প্রকল্প এলাকার সার্বিক পর্যবেক্ষণ

ডিপিপিতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের নকশায় প্রতিটি ফ্ল্যাটের জন্য আলাদা আলাদা রান্নাঘর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গুলগুলি, ক্রস ভেন্টিলেশন, জানালার উপর সানসেট, ইত্যাদির সংস্থান রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ পর্যন্ত লো-কস্ট হাউজিং-এর আওতায় কোন ভবনই নির্মাণ করা হয়নি, তাই পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ভবন নির্মাণের গুণগত মান সম্পর্কে কোন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ ব্যত্যয়।

অবকাঠামোর ড্রইং বা নকশা পর্যালোচনা

প্রতিটি ভবনের ড্রইং বা নকশা পর্যালোচনা করা হয়েছে। ভবনের স্থাপত্য নকশা, কাঠামো ও ইলেকট্রিক্যাল নকশা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। নকশা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নকশা অনুযায়ী সার্ভিস পাইলিং-এর কাজ করছে যাতে কোন ব্যত্যয় হয়নি।

নির্মাণাধীন চারটি ভবনে যে সব সুবিধা থাকার কথা তা হলো:

- ৩৩৬টি পরিবারের জন্য ফ্ল্যাট
- শিশু/প্রতিবন্ধী/বয়োবৃদ্ধ বান্ধব আবাসন
- সৌর বিদ্যুৎ
- পর্যাপ্ত পানির সরবরাহ
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং
- ছোট হাট
- পুকুর
- কমিউনিটি সেন্টার
- খেলার মাঠ
- আঙ্গিনা।

ভবনগুলোর নকশা নান্দনিক। নকশা অনুসারে ভবনে যথেষ্ট আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি ভবনের সিঁড়ি ১টি, প্রতিটি ফ্লোরে ২০টি ফ্ল্যাটের প্রতিটিতে ১টি মাস্টার বেড, ১টি লিভিং রুম, ১টি বাথরুম, কিচেন রুম ১টি। টাইপ এ ফ্ল্যাটের আয়তন ২৭৮.২৫ বর্গফুট এবং টাইপ ইউএনআই ফ্ল্যাটের আয়তন ২৯৮.১৬ বর্গফুট। নকশা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রতিটি ফ্ল্যাটে যথেষ্ট পরিমাণে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশে বড় শহরগুলোতে সুপেয় ও ব্যবহারযোগ্য পানির স্বল্পতা বর্তমান সময়ের একটি বড় সমস্যা। একই সঙ্গে বর্ষাকালের জলাবদ্ধতাও মানুষের জন্য বড় ভোগান্তি। ভূগর্ভের পানি উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে পানযোগ্য পানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়বে। বৃষ্টির পানি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে তা পরবর্তীতে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে পারলে এ সমস্যাগুলো সহজেই সমাধান করা সম্ভব। তাই, এই ৪টি ভবনের ডিজাইনে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং-এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, ড্রেনেজ সুবিধা ছাড়াও ১টি সেন্ট্রাল কোর্ট, ২টি ইন্টারনাল কোর্ট, ৮টি কিচেন গার্ডেন সমৃদ্ধ এই ভবনগুলো আদর্শ জলবায়ু সহিষ্ণু আবাসন হিসেবে পরিগণিত হবে।

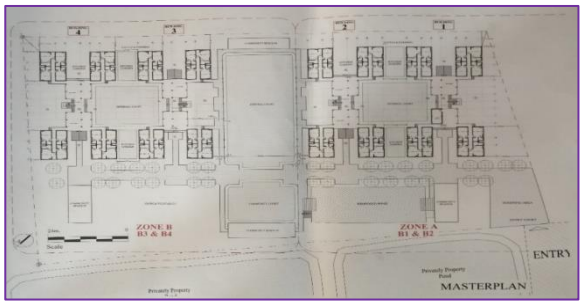

চিত্র ৩.৫
মাস্টার প্ল্যান: বিল্ডিং ১ (বি১) ও ২(বি২), বিল্ডিং ৩(বি৩) ও ৪(বি৪)

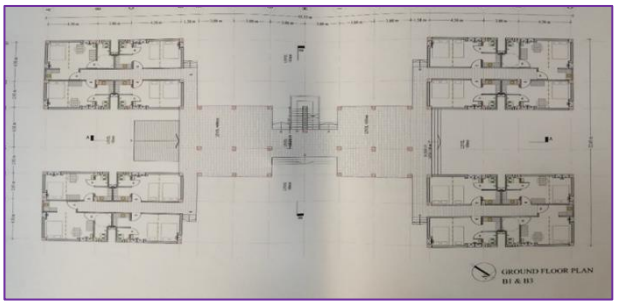

চিত্র ৩.৬
গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান

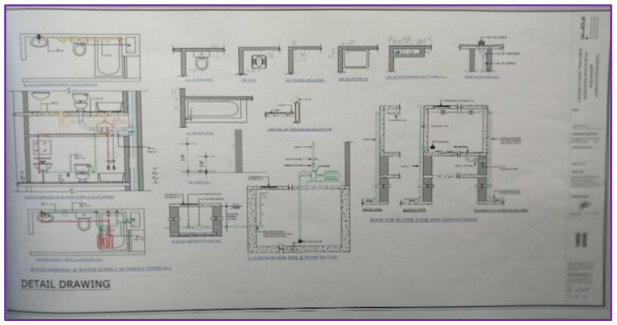

চিত্র ৩.৭
প্লাম্বিং ড্রইং

৩.৯.৩ পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণের টেস্ট রিপোর্ট পর্যালোচনা

ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ অনুযায়ী পণ্য ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। কংক্রিট,স্টোন চিপস, বালি এবং ডি-ফর্মড বারের শক্তি নির্ণয়ের কিছু সংখ্যক রিপোর্ট পাওয়া গেছে, যা কুয়েট এবং এলজিইডি- গোপালগঞ্জ কর্তৃক প্রদত্ত। নিয়মানুযায়ী, প্রতিটি ধাপে কংক্রিট প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে সিলিন্ডার টেস্টের প্রয়োজন হয় এবং BNBC Section 5.12.2 অনুযায়ী যে কোন প্রকল্পে কংক্রিটং এর ক্ষেত্রে

প্রতিদিন বা প্রতি ৬০ ঘনমিটার কংক্রিট বা প্রতি ২৫০ বর্গমিটার ক্ষেত্রফলের কংক্রিট-এর মধ্যে যেটি সর্বনিম্ন তার ভিত্তিতে সিলিন্ডার টেস্ট করতে হবে। আলোচ্য প্রকল্পে এই ধরনের কোন টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

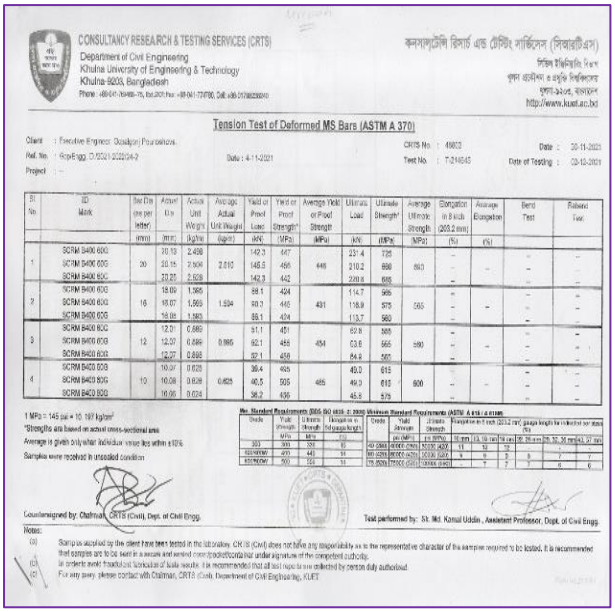

CONSULTANCY RESEARCH & TESTING SERVICES (CRTS)
Department of Civil Engineering
Khulna University of Engineering & Technology
Khulna-9203, Bangladesh

Tension Test of Deformed MS Bars (ASTM A 370)

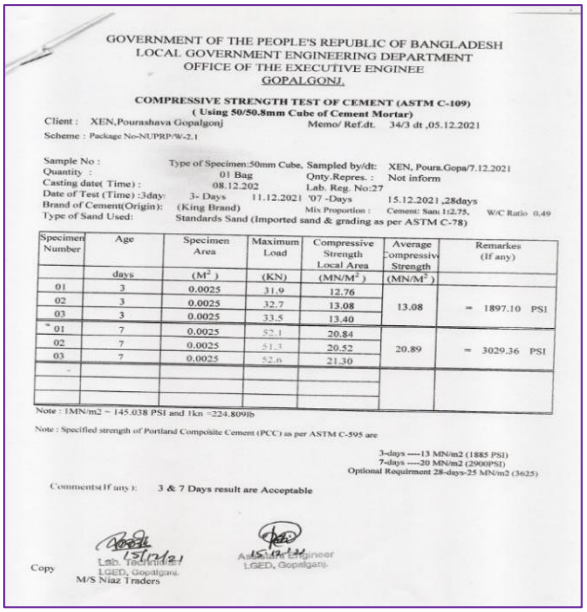

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
GOPALGONJ.

COMPRESSIVE STRENGTH TEST OF CEMENT (ASTM C-109)
(Using 50/50.8mm Cube of Cement Mortar)

Client : XEN,Pourashava Gopalgonj   Memo/ Ref.dt. 34/3 dt ,05.12.2021
Scheme : Package No-NUPRP/W-2.1

Specimen Number	Age (days)	Specimen Area (M^2)	Maximum Load (KN)	Compressive Strength Local Area (MN/M^2)	Average Compressive Strength (MN/M^2)	Remarks (If any)
01	3	0.0025	31.9	12.76	13.08	= 1897.10 PSI
02	3	0.0025	32.7	13.08		
03	3	0.0025	33.5	13.40		
01	7	0.0025	52.1	20.84	20.89	= 3029.36 PSI
02	7	0.0025	51.3	20.52		
03	7	0.0025	52.6	21.30		

Comments(If any) : 3 & 7 Days result are Acceptable

তথ্যসূত্র: স্থানীয় প্রকল্প অফিস

চিত্র: ৩.৮
পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণের টেস্ট রিপোর্ট

NUPRP/W2.1 প্যাকেজের প্রাপ্ত ৯ টি এবং NUPRP/W2 প্যাকেজে প্রাপ্ত ৬ টি টেস্ট রিপোর্টের তারিখ অনুযায়ী সবই সমসাময়িক। উল্লেখ্য যে, রিপোর্ট অনুযায়ী কোন টেস্ট-স্যাম্পল সীল অবস্থায় দেয়া হয়নি। তবে, যে টেস্ট রিপোর্টগুলো পাওয়া গেছে, তাতে পণ্যের শক্তিমান বিবেচনায় প্রায় সব ক্ষেত্রেই তা গ্রহণযোগ্য ছিল। নিচের সারণিতে টেস্টের নাম ও তারিখ দেখানো হলো:

ক্র.নং.	টেস্টের নাম	পণ্য	রিপোর্টের তারিখ	
			প্যাকেজ নং NUPRP/W2	প্যাকেজ নং NUPRP/W2.1
১	Tension Test of Deformed MS Bars	রড	০২/১২/২০২১	২২/০৩/২০২২
২	Compressive Strength Test of Cement	সিমেন্ট	০১/১২/২০২১	১১/১২/২০২১
৩	Water Absorption Test of Bricks	ইট	০২/১২/২০২১	১২/১২/২০২১
৪	Compressive Strength Test of Bricks	ইট	০২/১২/২০২১	১২/১২/২০২১
৫	Normal Consistency (ASTM C-187) & Setting Time (ASTM C-19) Determination of Cement	সিমেন্ট	০৫/১২/২০২১	১৫/১২/২০২১
৬	Sieve Analysis (Combine of FM of Sand)	বালি	০২/১২/২০২১	১২/১২/২০২১
৭	Resistance to Abrasion of Aggregate by the use of Los Angeles Abrasion Test	স্টোন চিপস		১২/১২/২০২১
৮	Grain Size Analysis	স্টোন চিপস		১২/১২/২০২১
৯	Load Test			জানুয়ারি'২০২২

তথ্যসূত্র: স্থানীয় প্রকল্প অফিস

নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পর্যবেক্ষণ

এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজে যে সকল উপকরণ যেমন: রড, বালি, স্টোন চিপস, সিমেন্ট, ইট, পানি, ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে তার স্পেসিফিকেশন থেকে শুরু করে নির্মাণ কাজের পরিমাণ ও গুণগতমান যাচাইয়ের সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছে, যা পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র ৩.৯

সিমেন্ট (কিং ব্র্যান্ড), রড (এস.এস. টাইগার ৪০০ ডি.ডাব্লিও.আর. ৬০গ্রেড ২০/১৬/১০ মি.মি.), বালি (সিলেট সেন্ট) এবং স্টোন চিপস (স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী)-উপরের বাম দিক থেকে শুরু (ঘড়ির কাঁটার দিকে)।

সিমেন্ট: স্পেসিফিকেশন অনুসারে নির্মাণ কাজে কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

রড: টাইগার ব্র্যান্ডের রড ব্যবহার করা হয়েছে।

বালি: ঢালাইয়ের কাজে সিলেট বালি এবং সাইট ভরাটের ক্ষেত্রে লোকাল বালি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে।

স্টোন চিপস: আমদানীকৃত স্টোন চিপস ব্যবহার করা হয়েছে।

পানি: নির্মাণ কাজে সাবমারসিবল ওয়াটার ব্যবহার করা হয়েছে।

চিত্র ৩.১০

সিলিন্ডার টেস্টের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে

চিত্র ৩.১১

মানোত্তীর্ণ স্লাম্প টেস্ট

লো-কস্ট হাউজিং-এর আওতায় ভবন নির্মাণ কাজের সামগ্রিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের দরপত্র, এবং চুক্তি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২৯/০৪/২০২১ তারিখে দরপত্রে অংশগ্রহণ করার ৪ মাস পর ১৭/০৮/২০২১ তারিখে দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে কাজের সাইটের লে-আউট শুরু করে (সারণি ৩.১৩ দ্রষ্টব্য)। অতঃপর সাইটের ময়লা আবর্জনা অপসারণ ও বালু ভরাটের কাজ সম্পন্ন করা হয়। বিগত ০৪/১১/২০২১ইং তারিখে টেস্ট পাইল কাস্টিংয়ের কাজ শুরু হয়, এবং ১১/১২/২০২১ইং তারিখে টেস্ট পাইল ড্রাইভিং শুরু হয় ও লোড টেস্ট এর কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রায় তিন মাস পর ০২/০২/২০২২ইং তারিখে পাইলের সংশোধিত ডিজাইন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয়। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ করে এবং প্রকল্প নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করে জানা যায়

যে, ২০২১ সালে ৩ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হয়েছে। ফলে, কার্যাদেশ প্রাপ্তি এবং অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রম বিলম্ব হওয়ায় ভবন নির্মাণ কাজ কর্মপরিকল্পনা আনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

সারণি ৩.১৩
কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা

কাজের বিবরণ	সময়কাল		মোট সময়		মন্তব্য
	পরিকল্পনা	বাস্তব	পরিকল্পনা	বাস্তব	
ভবন নির্মাণের মোট সময়কাল	আগস্ট'২১- জুন'২২	-	২৩মাস	-	ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়নি (সবেমাত্র শুরু হয়েছে)
লে-আউট, ময়লা আবর্জনা অপসারণ ও বালু ভরাট (প্যাকেজ নং **NUPRP/W2.** এবং **NUPRP/W2.1**)	সেপ্টেম্বর ২০২১- ফেব্রুয়ারি ২০২২	সেপ্টেম্বর ২০২১- ফেব্রুয়ারি ২০২২	৬মাস	৬মাস	সম্পন্ন হয়েছে
সার্ভিস পাইল (প্যাকেজ নং **NUPRP/W2**)	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২- ১৫ এপ্রিল ২০২২	শুরু হয়নি	২মাস		সার্ভিস পাইল নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। পরিকল্পিত সময়ের চেয়ে নির্মাণ কাজ ২মাস পিছিয়ে আছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।
সার্ভিস পাইল (প্যাকেজ নং **NUPRP/W2.1**)	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২- ১৫ এপ্রিল ২০২২	শুরু ২৮ মার্চ ২০২২	২মাস		সার্ভিস পাইল নির্মাণ কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। পরিকল্পিত সময়ের চেয়ে নির্মাণ কাজ ২মাসের চেয়ে কিছুটা কম পিছিয়ে আছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

- ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং বাজার দর বিশ্লেষণ করে জানা যায় নির্মাণ সামগ্রী বিশেষভাবে রড, সিমেন্ট, এবং স্টোন চিপস এর দাম প্রস্তাবিত শিডিউলের দরের তুলনায় ক্ষেত্রবিশেষে দেড়গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ দ্রুত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

৩.৯.৪ বেসিক ফ্যাসিলিটি পর্যবেক্ষণ

নিরাপদ খাবার পানির ফ্যাসিলিটি পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মোট ২০টি নিরাপদ খাবার পানির সুবিধা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি (৯০%) ডিপ টিউবওয়েল, শ্যালো টিউবওয়েল ১টি (৫%), এবং পাইপের পানি ১টি (৫%)। সুপেয় পানি পাওয়া গিয়েছে ৯৫% ফ্যাসিলিটিতে, একটি ফ্যাসিলিটিতে আয়রনযুক্ত পানি পাওয়া গিয়েছে। তবে, ৩টি (১৫%) খাবার পানির ফ্যাসিলিটিতে কোন প্লাটফর্ম ছিল না, ১টি (৫%) ফ্যাসিলিটির প্লাটফর্ম আছে কিন্তু ব্যবহৃত পানি নিরাপদ দূরত্বে প্রবাহিত হওয়ার জন্যে কোন নালা নেই। ল্যাট্রিন থেকে নিরাপদ দূরত্বে দেখা গেছে ১৮টি খাবার পানির উৎস (৯০%)। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে ১১টি ফ্যাসিলিটিতে (৫৫%)। প্রতিটি খাবার পানির ফ্যাসিলিটি গড়ে ২০টি উপকারভোগী পরিবার ব্যবহার করছে (সারণি ৩.১৪ ও সারণি ৩.১৫)।

সারণি ৩.১৪
খাবার পানির উৎস এবং গুণগতমান

বিবরণ	খাবার পানির উৎস			পানির গুণগত মান		ওয়াটার ফ্যাসিলিটির প্লাটফর্ম			টিউবওয়েলের মাথায় ঢাকনা আছে
	ডিপ টিউবওয়েল	শ্যালো টিউবওয়েল	পাইপের পানি	সুপেয় পানি	আয়রন যুক্ত পানি	পাকা প্লাটফর্ম এবং পাকা নালা আছে	পাকা প্লাটফর্ম আছে কিন্তু পাকা নালা নেই	কোন প্লাটফর্ম নেই	
সংখ্যা	১৮	১	১	১৯	১	১৬	১	৩	১৯

শতকরা হার %	৯০%	৫%	৫%	৯৫%	৫%	৮০%	৫%	১৫%	১০০%

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

সারণি ৩.১৫

খাবার পানির উৎস এবং ব্যবহারযোগ্যতা

বিবরণ	ল্যাট্রিন থেকে টিউবওয়েলের দূরত্ব		বৈদ্যুতিক আলোর/বাল্বের ব্যবস্থা আছে		নির্মাণ/স্থাপনের সময়কাল			দুর্যোগ সময় গোসলখানা ব্যবহারের উপযোগী থাকে	প্রতিটি নিরাপদ খাবার পানির উৎস গড়ে প্রায় ২০টি উপকারভোগী পরিবার ব্যবহার করছে
	১০ মিটারের বেশি	১০ মিটারের কম	হ্যাঁ	না	২০১৯	২০২০	২০২১		
সংখ্যা	১৮	১	১১	৯	১০	৩	৭	২০	
শতকরা হার %	৯৪.৭%	৫.৩%	৫৫%	৪৫%	৫০%	১৫%	৩৫%	১০০%	

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত খাবার পানির ফ্যাসিলিটির স্থিরচিত্র

চিত্র ৩.১২
খাবার পানির ফ্যাসিলিটি,
বুড়িগঙ্গা ক্লাস্টার, হিন্দুপাড়া,
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

চিত্র ৩.১৩
টিউবওয়েলের পাশেই ল্যাট্রিন,
কালিয়াজুড়ি সিডিসি,
কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন

চিত্র ৩.১৪
খাবার পানির ফ্যাসিলিটি,
কলেজ সিডিসি,
পটুয়াখালি পৌরসভা

গোসলখানা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মোট ১৫টি গোসলখানা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ১৩টি (৮৬.৭০%) গোসলখানার মেঝেতে কোন ফাটল নেই, এবং নিরাপত্তা ইস্যু বিবেচনা করে দেখা গেছে প্রতিটি গোসলখানাতেই ছিটকিনির মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায়। তিন-চতুর্থাংশ গোসলখানায় (৭৩.৩০%) সাপ্লাইয়ের পানির ব্যবস্থা বিদ্যমান । বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে ১৩টি (৮৬.৭০%) গোসলখানায়। এছাড়া ১৩টি (৮৬.৭০%) গোসলখানা নারী-পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে। গড়ে ৫টি পরিবার একটি গোসলখানা ব্যবহার করে (সারণি ৩.১৬ ও সারণি ৩.১৭)।

সারণি ৩.১৬

গোসলখানার সার্বিক পরিবেশ

বিবরণ	গোসলখানার ফ্লোরে ফাটল		গোসলখানায় পানির সরবরাহ ব্যবস্থা		গোসলখানার দরজা বন্ধ করা যায়	বৈদ্যুতিক আলোর/বাল্বের ব্যবস্থা আছে	
	আছে	নাই	সাপ্লাইয়ের পানি	বালতি/মগ		হ্যাঁ	না
সংখ্যা	২	১৩	১১	৪	১৫	১৩	২
শতকরা হার %	১৩.৩০%	৮৬.৭০%	৭৩.৩০%	২৬.৭০%	১০০%	৮৬.৭০%	১৩.৩০%

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

সারণি ৩.১৭

গোসলখানার ব্যবহারযোগ্যতা

বিবরণ	মহিলা পুরুষের জন্য পৃথক/আলাদা গোসলখানার সুবিধা			নির্মাণ/স্থাপনের সময়কাল			প্রাকৃতিক দুর্যোগ সময় গোসলখানা ব্যবহারের উপযোগী থাকে	প্রতিটি ল্যাট্রিন গড়ে প্রায় ৫ টি উপকারভোগী পরিবার ব্যবহার করছে
	উভয়ই	মহিলা	পুরুষ	২০১৯	২০২০	২০২১		
সংখ্যা	১৩	২	০	১	৯	৫	১৫	
শতকরা হার %	৮৬.৭%	১৩.২%	০%	৬.৭%	৬০.০%	৩৩.৩%	১০০%	

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গোসলখানার স্থিরচিত্র

চিত্র ৩.১৫
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গোসলখানা, লামা পাড়া সিডিসি, সিলেট সিটি কর্পোরেশন

চিত্র ৩.১৬
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গোসলখানা, হিন্দু পাড়া, সিরামিক রোড, কালসি, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

চিত্র ৩.১৭
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গোসলখানা, বেতের বাজার সিডিসি, সিলেট সিটি কর্পোরেশন

ল্যাট্রিন পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মোট ৩৭টি ল্যাট্রিন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিটি ল্যাট্রিনই স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন অর্থাৎ স্যানিটারি ল্যাট্রিন (১০০%)। নিরাপত্তা ইস্যু বিবেচনা করে দেখা গেছে প্রতিটি ল্যাট্রিনই ছিটকিনির মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায়। তবে, ৩টি ল্যাট্রিনে দুর্গন্ধ ছিল (৮.১০%), এবং ৮১.১০% (৩০টি) ল্যাট্রিনে পানির ব্যবস্থা বিদ্যমান। ল্যাট্রিন পরিষ্কার করার সরঞ্জামাদি পাওয়া গেছে ৩১টিতে (৮৩.৮০%), বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে ২৯টিতে (৭৮.৪%), প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যেমন বন্যা, পাহাড়ি ঢল, ইত্যাদি) সময় ব্যবহার উপযোগী থাকে ১০০% ল্যাট্রিন। এছাড়া ৯১.৯০% ল্যাট্রিন নারী-পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে। গড়ে ৫টি পরিবার একটি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে (সারণি ৩.১৮ ও সারণি ৩.১৯)।

সারণি ৩.১৮
ল্যাট্রিনের সার্বিক পরিবেশ

বিবরণ	স্যানিটারি ল্যাট্রিন	ল্যাট্রিনের দরজা বন্ধ করা যায়	ল্যাট্রিন দুর্গন্ধযুক্ত		ল্যাট্রিনের পানির ব্যবস্থা বিদ্যমান		ল্যাট্রিনে পরিষ্কার করার সরঞ্জামাদি বিদ্যমান		বৈদ্যুতিক আলোর/বাল্বের ব্যবস্থা বিদ্যমান	
			হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
সংখ্যা	৩৭ টি	৩৭	৩	৩৪	৩০	৭	৩১	৬	২৯	৮
শতকরা হার %	১০০%	১০০%	৮.১%	৯১.৯%	৮১.১%	১৮.৯%	৮৩.৮%	১৬.২%	৭৮.৪%	২১.৬%

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

সারণি ৩.১৯
ল্যাট্রিনের ব্যবহারযোগ্যতা

বিবরণ	ব্যবহারকারী অনুযায়ী ল্যাট্রিন			নির্মাণ/স্থাপনের সময়কাল			প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ল্যাট্রিন ব্যবহারের উপযোগী থাকে	প্রতিটি ল্যাট্রিন গড়ে প্রায় ৫ টি উপকারভোগী পরিবার ব্যবহার করছে
	উভয়ই	মহিলা	পুরুষ	২০১৯	২০২০	২০২১		
সংখ্যা	৩৪	২	১	১১	১২	১৪	৩৭	
শতকরা হার %	৯১.৯%	৫.৪%	২.৭%	২৯.৭%	৩২.৪%	৩৭.৯%	১০০%	

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ল্যাট্রিনের স্থিরচিত্র

চিত্র ৩.১৮
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ল্যাট্রিন,
গেটপাড়া সিডিসি, গোপালগঞ্জ পৌরসভা

চিত্র ৩.১৯
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ল্যাট্রিন,
টাউন জৈনকাঠি সিডিসি, পটুয়াখালি পৌরসভা

এপ্রোচ রোড পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মোট ৩১টি এপ্রোচ রোড পর্যবেক্ষণ করা হয়। এর মধ্যে ২টি (৬.৫০%) ইট বিছানো রাস্তা, পিচ ঢালাই ৪টি (১২.৯০%), এবং পাকা/সিমেন্ট ফিনিশিং রাস্তা ২৫টি (৮০.৬০%)। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৬টি (১৯.৪০%) রাস্তার সারফেস উঁচুনিচু, ৫টি রাস্তায় ফাটল (১৬.১০%), এবং ৪টি রাস্তার সারফেসে গর্ত পাওয়া গেছে (১২.৯%)। পর্যবেক্ষণকৃত রাস্তাগুলোর মধ্যে মাত্র ১টি (৩.২%) রাস্তায় পানি জমে থাকতে দেখা গেছে (সারণি ৩.২০)।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তার স্থিরচিত্র

চিত্র ৩.২০
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তা
(দৈর্ঘ্য: ৩০২ মি. এবং প্রস্থ: ৩.৫ মি.),
ছোটবয়রা, শ্মশানঘাট, খুলনা সিটি কর্পোরেশন

চিত্র ৩.২১
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তা,
মুসলিম পাড়া, ঋষিপাড়া,
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

চিত্র ৩.২২
প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তা,
১নং রোড, কড়াইল বস্তি,
আদর্শ নাগর সিডিসি, বনানী,
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

সারণি ৩.২০
এপ্রোচ রোডের ধরন/বর্ণনা

বিবরণ	রাস্তার ধরন			রাস্তার সারফেস উঁচু-নিচু (Undulation)		রাস্তার সারফেসে কোনরূপ ফাটল (crack) দেখা যাচ্ছে		রাস্তার পেভমেন্টের সারফেসে গর্ত (Pot holes) আছে		বর্ষায়, অথবা অন্য কোন কারণে রাস্তায় পানি জমে থাকে	
	ইট বিছানো	পিচ ঢালাই	পাকা রাস্তা	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
সংখ্যা	২	৪	২৫	৬	২৫	৫	২৬	৪	২৭	১	৩০
শতকরা হার %	৬.৫%	১২.৯%	৮০.৬%	১৯.৪%	৮০.৬%	১৬.১%	৮৩.৯%	১২.৯%	৮৭.১%	৩.২%	৯৬.৮%

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

৩.১০ পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

৩.১০.১.পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ

বয়স অনুযায়ী উপকারভোগীদের বিভাজন

বর্তমান সমীক্ষার জন্য ৬৬১ জন উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয় এর মধ্যে মাত্র ১২ জন (১.৮২%) পুরুষ এবং বাকি ৬৪৯ জন (৯৮.১৮%) নারী উপকারভোগী। পুরুষ উপকারভোগীদের গড় বয়স ৩৫.৪২ বছর, এবং নারী উপকারভোগীদের বয়সের গড় ৩৩.২৬ বছর, তবে, ৩৯.১৪% নারী উপকারভোগীর বয়স ৩০ বছরের নিচে। অন্যদিকে, ৬৫ বছরের অধিক বয়স্ক উপকারভোগীর সংখ্যা পরুষ ৮.৩৩%, এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে মাত্র ০.৩১% (সারণি ৩.২১, এবং লেখচিত্র ৩.১)।

সারণি ৩.২১
বয়সের গ্রুপ অনুযায়ী উপকারভোগী বিভাজন: পুরুষ ও মহিলা

বয়সের গ্রুপ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১৮ বছরের নিচে	১	৮.৩৩%	৬	০.৯২%	৭	১.০৬%
১৮-২৪ বছর	১	৮.৩৩%	১০১	১৫.৫৬%	১০২	১৫.৪৩%
২৫-২৯ বছর	২	১৬.৬৭%	১৪৭	২২.৬৫%	১৪৯	২২.৫৪%
৩০-৩৪ বছর	২	১৬.৬৭%	১০৬	১৬.৩৩%	১০৮	১৬.৩৪%
৩৫-৩৯ বছর	২	১৬.৬৭%	১৩২	২০.৩৪%	১৩৪	২০.২৭%
৪০-৪৪ বছর	২	১৬.৬৭%	৮০	১২.৩৩%	৮২	১২.৪১%
৪৫-৪৯ বছর	১	৮.৩৩%	৩২	৪.৯৩%	৩৩	৪.৯৯%
৫০-৫৪ বছর	০	০.০০%	২২	৩.৩৯%	২২	৩.৩৩%
৫৫-৫৯ বছর	০	০.০০%	১১	১.৬৯%	১১	১.৬৬%
৬০-৬৪ বছর	০	০.০০%	১০	১.৫৪%	১০	১.৫১%
৬৫ বছরের উপরে	১	৮.৩৩%	২	০.৩১%	৩	০.৪৫%
মোট	১২	১০০%	৬৪৯	১০০%	৬৬১	১০০%
গড় বয়স	৩৫.৪২		৩৩.২৬		৩৩.৩০	

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

লেখচিত্র ৩.১
বয়সের গ্রুপ অনুযায়ী উপকারভোগী বিভাজন: পুরুষ ও মহিলা

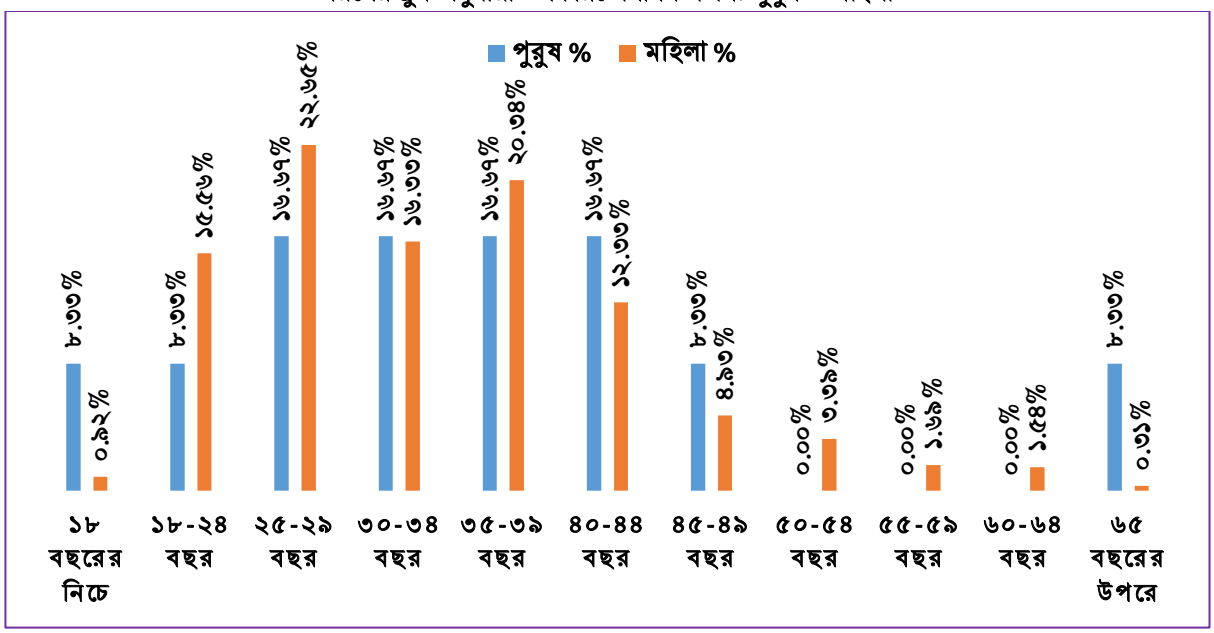

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

উপকারভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষা জাতীর ভিত গঠন এবং শক্তিশালী করে। উচ্চ সাক্ষরতার হার উন্নত সমাজের নির্দেশক। সাক্ষরতা বলতে এখন বোঝায় নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের বাইরেও লিখতে ও পড়তে পারার ক্ষমতা। পাই চার্ট ৩.২ অনুসারে জরিপকৃত উপকারভোগীদের মধ্যে ১২% উপকারভোগীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.এসি বা তদুর্ধ্ব। লক্ষণীয় যে, জরিপকৃতদের

মধ্যে নিরক্ষর বা শুধুমাত্র স্বাক্ষর করতে পারে ২৩%। বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪ অনুযায়ী সাক্ষরতার হার ছিল ৩৩.২৬%, সেখানে বর্তমান উপকারভোগীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৭৭%। অর্থাৎ, জরিপকৃত উপকারভোগীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪ এর তুলনায় ৪৩% অধিক। এ থেকে বোঝা যায়, নগর দরিদ্রদের মধ্যে যারা কমপক্ষে পড়তে ও লিখিতে পারে তাদেরকে উপকারভোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

পাই চার্ট ৩.২
শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী উপকারভোগীদের বিভাজন

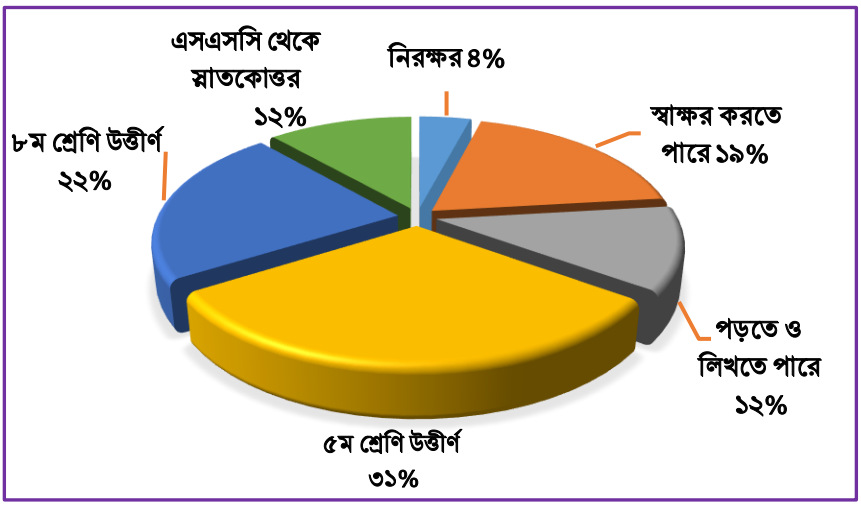

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

পরিবারের ধরন

মহিলা এবং পুরুষ উপকারভোগীদের মধ্যে ৭৬.৭০% একক পরিবার থেকে এসেছে এবং নগর দরিদ্রদের ক্ষেত্রে যৌথ পরিবার একচতুর্থাংশের চেয়ে কম (সারণি ৩.২২)। অর্থাৎ, বাংলাদেশ থেকে যৌথ পরিবার ক্রমশ: বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

সারণি ৩.২২
পরিবারের ধরন অনুযায়ী উপকারভোগীদের বিভাজন: পুরুষ ও মহিলা

পরিবারের ধরন	পুরুষ		মহিলা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
একক পরিবার	৬	৫০.০০%	৫০১	৭৭.২০%	৫০৭	৭৬.৭০%
যৌথ পরিবার	৬	৫০.০০%	১৪৮	২২.৮০%	১৫৪	২৩.৩০%
মোট	১২	১০০.০০%	৬৪৯	১০০.০০%	৬৬১	১০০.০০%

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

খানার সদস্য সংখ্যা

সারণি ৩.২৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে উপকারভোগী খানার গড় আকার ৪.৭২। উল্লেখ্য যে HIES, 2016 অনুযায়ী নগরে বসবাসরত খানার গড় সদস্য সংখ্যা ৪.০৬ জন।

সারণি ৩.২৩
খানার নারী ও পুরুষ সদস্য সংখ্যা

বয়স গ্রুপ	পুরুষ সদস্য সংখ্যা (গড়)	নারী সদস্য সংখ্যা (গড়)	মোট
০ থেকে ১৭ বছর	০.৮৫	০.৯৭	১.৮২
১৮ থেকে ৬৪ বছর	১.৩৩	১.৪১	২.৭৫
৬৫+ বছর	০.০৭	০.০৮	০.১৫
খানার গড় সদস্য সংখ্যা	২.২৫	২.৪৭	৪.৭২

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

কিন্তু বর্তমান সমীক্ষায় শুধুমাত্র বস্তি এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারের তথ্যই নেয়া হয়েছে, সুতরাং খানার আকার শহর এলাকায় সাধারণ জনগণের তুলনায় কিছুটা বেশি। কারণ দরিদ্র পরিবারের প্রজনন হার সচ্ছল পরিবারের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে।

বৈবাহিক অবস্থা

জনসংখ্যার গঠন এবং কাঠামোতে বৈবাহিক অবস্থা ও এর ভিন্নতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সারণি ৩.২৪ হতে স্পষ্ট যে, পুরুষ উপকারভোগীদের মধ্যে ৮৩.৩৩% বর্তমানে বিবাহিত এবং বাকি ১৬.৬৭% অবিবাহিত। অন্যদিকে মহিলা উপকারভোগীদের মধ্যে বিবাহিত ৮৯.৩৭%। মোট উপকারভোগীদের মধ্যে ৮৯.২৬% বর্তমানে বিবাহিত।

সারণি ৩.২৪
বৈবাহিক অবস্থা অনুযায়ী উত্তরদাতার বিভাজন: পুরুষ ও মহিলা

বৈবাহিক অবস্থা	পুরুষ %	মহিলা %	মোট %
বিবাহিত	৮৩.৩৩%	৮৯.৩৭%	৮৯.২৬%
অবিবাহিত	১৬.৬৭%	২.০০%	২.২৭%
বিধবা/বিপত্নীক	০.০০%	৬.৭৮%	৬.৬৬%
তালাকপ্রাপ্ত	০.০০%	০.৭৭%	০.৭৬%
বিচ্ছিন্ন	০.০০%	১.০৮%	১.০৬%
মোট	১০০%	১০০%	১০০%

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

জরিপকৃত মহিলা উপকারভোগীদের মধ্যে ৮.৬৩% বর্তমানে বিধবা/তালাক প্রাপ্ত, অথবা স্বামী পরিত্যাক্তা, এবং মাত্র ২% বর্তমানে অবিবাহিত।

উপকারভোগীদের পেশা

সারণি ৩.২৫ অনুসারে জরিপকৃত উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রকল্পভুক্তির পূর্বে যেখানে মাত্র ৪.৪৭% উপকারভোগী ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন, বর্তমানে উপকারভোগীদের মধ্যে ব্যবসায়ী ২৩.৫৭%, বৃদ্ধির হার ১৯.১০%। একইভাবে, প্রকল্পভুক্তির পূর্বে বেকার ছিল ১১.৪৯%, যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.১৫%। দর্জি/হস্তশিল্প/সেলাই পেশায় নিয়োজিত ১১.২৫%, যা পূর্বে ছিল ৪.৫৩%।

সারণি ৩.২৫
উপকারভোগীদের পেশার ধরন :
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে

পেশার ধরন	বর্তমান অবস্থা	প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বের অবস্থা
গৃহিণী	৫৩.৪৭%	৫৭.৭৮%
ব্যবসা	২৩.৫৭%	৪.৪৭%
দর্জি/ সেলাই/ হস্ত শিল্প	১১.২৫%	৪.৫৩%
গৃহকর্মী	৪.৩১%	৫.৭৫%
দিন মজুর	২.৯৩%	৩.৪৫%
চাকুরি	১.৬৯%	১.১৫%
রন্ধনকর্মী/বাবুর্চি	০.৭৭%	১.১৫%
ছাত্র/ছাত্রী	০.৬২%	৮.০৫%
অন্যান্য	০.৪৬%	০.৭৭%
পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০.৩১%	০.৩১%
গার্মেন্টস শ্রমিক	০.৩১%	১.১৫%
বেকার	০.১৫%	১১.৪৯%
অবসরপ্রাপ্ত	০.১৫%	০.০০%

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বের অবস্থার তুলনায় উপকারভোগীদের মাসিক আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৩.২৬ অনুসারে মহিলা উপকারভোগী খানার গড় মাসিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৪.০৩% (পূর্বের আয় **১০,২৫০** টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান আয় **১৩,৭৩৮** টাকা) এবং সারণি ৩.২৭ অনুসারে পুরুষ উপকারভোগী খানার গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৪.৫৫% (পূর্বের আয় **১১৪৫৮** টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান আয় **১৭,৭০৮** টাকা)।

সারণি ৩.২৬
মহিলা উপকারভোগী খানার গড় মাসিক আয় :
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে

মাসিক আয়ের গ্রুপ	বর্তমানে	পূর্বে
৫০০০ টাকা পর্যন্ত	৫.৩৯%	২২.৯৬%
৫০০১-১০০০০	৩৪.৩৬%	৪১.৪৫%
১০০০১-১৫০০০	৩১.৭৪%	২০.৩৪%
১৫০০১-২০০০০	১৫.৫৬%	৮.১৭%
২০০০১-২৫০০০	৫.২৪%	৩.৮৫%
২৫০০১-৩০০০০	৪.৬২%	১.৬৯%
৩০০০০ টাকার উপরে	৩.০৮%	১.৫৪%
মোট	১০০%	১০০%
গড় মাসিক আয়	**১৩,৭৩৮**	**১০,২৫০**

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

সারণি ৩.২৭
পুরুষ উপকারভোগী খানার গড় মাসিক আয় :
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পরে এবং পূর্বে

মাসিক আয়ের গ্রুপ	বর্তমানে	পূর্বে
৫০০০ টাকা পর্যন্ত	০.০০%	৩৩.৩৩%
৫০০১-১০০০০	৪১.৬৭%	২৫.০০%
১০০০১-১৫০০০	১৬.৬৭%	৮.৩৩%
১৫০০১-২০০০০	২৫.০০%	২৫.০০%
২০০০১-২৫০০০	০.০০%	০.০০%
২৫০০১-৩০০০০	৮.৩৩%	৮.৩৩%
৩০০০০ টাকার উপরে	৮.৩৩%	০.০০%
মোট	**১০০%**	**১০০%**
গড় মাসিক আয়	**১৭,৭০৮**	**১১,৪৫৮**

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান আয়ের যে চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা বাস্তব আয়ের চেয়ে অনেক কম। উত্তরদাতাসহ আমরা সবাই গত প্রায় দুই বছর ধরে কোভিড-১৯ এর কারণে এক দুঃসহ মহামারি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এই দুই বছরে সারা দেশে মানুষের কর্মসংস্থান এবং আয়-রোজগার দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে এবং শহর এলাকায়ও আয়-রোজগারের উপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিভিন্ন সময় পালাক্রমে লকডাউন আরোপের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পরিবহন খাত ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে উত্তরদাতাদের

আয়বর্ধক কর্মকান্ড দারুণভাবে বিঘ্নিত হয় এবং আয়-রোজগারও সাধারণ বছরের তুলনায় যথেষ্ট হ্রাস পায়। দলগত আলোচনা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয়, সমীক্ষায় প্রাপ্ত আয়ের তুলনায় উত্তরদাতাদের প্রকৃত আয় বেশি হওয়ার কথা, কিন্তু করোনা মহামারি জনিত কারণে আপাতত আয় কিছুটা কম যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প শুরু হওয়ার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করার পরও উপকারভোগীদের মাসিক আয় কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

লেখচিত্র ৩.২

উপকারভোগী খানার গড় মাসিক আয় : প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে

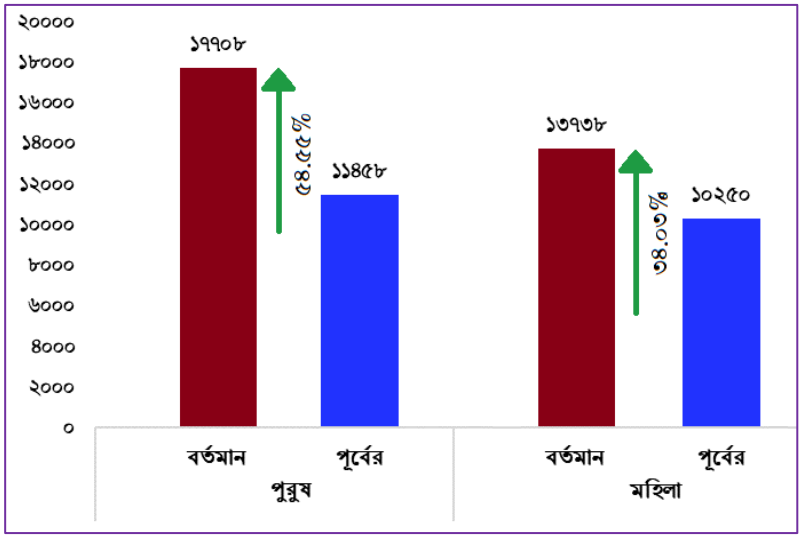

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স(সিপিআই), ইনফ্লেশন রেইট এন্ড ওয়েজ রেইট ইনডেক্স (ডব্লিয়ুআরআই) ইন বাংলাদেশ, মার্চ ২০২২ -রিপোর্ট অনুসারে মার্চ,২০২২-এ নগর মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৬৯%। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১ রিপোর্টের নগর মূল্যস্ফীতি বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে মার্চ ২০২২ এ মোট নগর মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ২৪.৯৭%। সমীক্ষায় প্রাপ্ত মহিলা উপকারভোগী খানার গড় আয় ছিল পূর্বে ১০,২৫০ টাকা এবং বর্তমান আয় ১৩,৭৩৮ টাকা। তবে, ২০১৭-১৮ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ২৪.৯৭% মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করে প্রকৃত আয় (Real Income) দাঁড়ায় ১০,৯৯৩ টাকা। অতএব, মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করার পর মহিলা উপকারভোগী খানার প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৪৩ টাকা (১০,৯৯৩-১০,২৫০) এবং বৃদ্ধির হার ৭.২৫%। একইভাবে, পুরুষ উপকারভোগী খানার গড় আয় পূর্বে ছিল ১১,৪৫৮ টাকা, যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান আয় ১৭,৭০৮ টাকা। মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করার পর প্রকৃত আয় দাঁড়ায় ১৪,১৭০ টাকা। অর্থাৎ, মূল্যস্ফীতি গণনায় নেয়ার পর, পুরুষ উপকারভোগী খানার প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৭১২ টাকা (১৪,১৭০-১১,৪৫৮) এবং বৃদ্ধির হার ২৩.৬৭%। সুতরাং, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বের তুলনায় উপকারভোগীদের প্রকৃত আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপকারভোগীদের বাসগৃহের ধরন

প্রকল্পের একটি মূল লক্ষ্য হচ্ছে উপকারভোগীদের জলবায় সহিষ্ণু অবকাঠামোতে বসবাস এবং ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি করা। যা নগর দরিদ্রদের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। সারণি ৩.২৮ থেকে এটা দৃশ্যমান হয় যে, জরিপকৃত উপকারভোগীদের মধ্যে প্রায় শতভাগ পরিবার (৯৯.০৯%) বর্তমানে ইট/কংক্রিট এবং টিন/ সিআই শিট নির্মিত ছাদের নিচে বসবাস করে, যা প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে ছিল ৯১.৮৬%। বাসস্থানের দেয়ালের ক্ষেত্রেও ৯৫.৩২% ইট/কংক্রিট এবং টিন/ সিআই শিট দিয়ে নির্মিত, যা প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে ছিল ৮২.৭৬%।

সারণি ৩.২৮

উপকারভোগী খানার বাসগৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত উপাদানের ধরন : প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে

উপকারভোগীর বাসগৃহের অবকাঠামোর উপাদান	বর্তমান অবস্থা (%)	প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বের অবস্থা (%)
ছাদে ব্যবহৃত উপাদান		
টিন/ সিআই শিট	৯০.৭৭%	৮৫.৩৩%
ইট/কংক্রিট	৮.৩২%	৬.৫১%
ছন/খড়	০.৯১%	৮.০২%
অন্যান্য		০.১৫%
দেয়ালে ব্যবহৃত উপাদান		
টিন/ সিআই শিট	৫৮.২৫%	৫৮.৫৫%
ইট/কংক্রিট	৩৭.০৭%	২৪.২১%
কাঁচা দেয়াল (বাঁশ/ছন/খড়)	৩.৯৩%	১৫.৪৩%
মাটি	০.৭৬%	১.৬৬%
অন্যান্য		০.১৫%

বাসস্থানের মেঝের ক্ষেত্রেও বর্তমানে ৩২.৮৩% উপকারভোগী পরিবার মাটির মেঝে যুক্ত গৃহে বসবাস করে, যা প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে ছিল ৫৩.১০%। এমনিভাবে, বর্তমানে উপকারভোগীদের মধ্যে ৩৯.৯৪% পাকা মেঝে (পূর্বে ২৬.৪৮%), ১৭.১০% কংক্রিট ঢালাই (পূর্বে ১৩.৬২%), ৯.৬৮% ইট বিছানো (পূর্বে ৬.৩৫%) গৃহে বসবাস করছে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রকল্পভুক্তির পর উপকারভোগীরা এখন উল্লেখযোগ্য হারে পাকা বাড়িতে/আধাপাকা বাড়িতে বসবাস করছে, যা তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার/আবাসনের উন্নতি নির্দেশ করছে।

উপকারভোগীর বাসগৃহের অবকাঠামোর উপাদান	বর্তমান অবস্থা (%)	প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বের অবস্থা (%)
মেঝের ধরন		
কংক্রিট ঢালাই	১৭.১০%	১৩.৬২%
পাকা মেঝে/ফ্লোর/নিট ফিনিশিং	৩৯.৯৪%	২৬.৪৮%
কাঁচা/মাটি	৩২.৮৩%	৫৩.১০%
ইট বিছানো	৯.৬৮%	৬.৩৫%
অন্যান্য	০.৪৫%	০.৪৫%

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

বৈদ্যুতিক সংযোগ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৮.৫০% খানা বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে, যা প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে ছিল ৯৩.০৪% (সারণি ৩.২৯), এবং বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪ অনুযায়ী ৮৯.৬৫% খানায় বিদ্যুৎ ব্যবহার হতো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণার সাথে এই তথ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সারণি ৩.২৯
উপকারভোগী খানার বৈদ্যুতিক সংযোগ: বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থা

খানায় বৈদ্যুতিক সংযোগ আছে/বিদ্যমান	বর্তমান অবস্থা	প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বের অবস্থা
	৯৮.৫০%	৯৩.০৪%

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

খাবার পানির উৎস

লেখচিত্র ৩.৩
উপকারভোগীর খানার খাবার পানির উৎস: বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থা

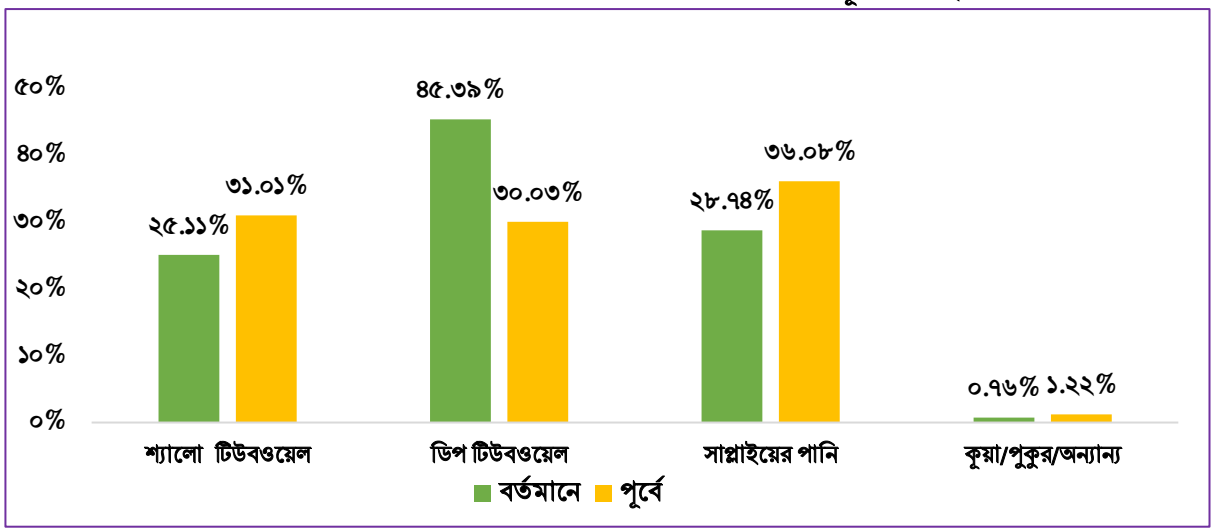

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

শহর এলাকায় নিরাপদ খাবার পানির সহজ লভ্যতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নগর দরিদ্রদের মধ্যে নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা। লেখচিত্র ৩.৩ থেকে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৫.৩৯% পরিবার ডিপ টিউবওয়েল থেকে খাবার পানি ব্যবহার করছে, যা প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে ছিল ৩০.০৩%। খাবার পানি হিসেবে সাপ্লাই বা ট্যাপের পানি ব্যবহার করছে ২৮.৭৪% খানা, যা পূর্বে ছিল ৩৬.০৮%। বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪ অনুযায়ী ৫২.৪৮% খানা টিউবওয়েল এবং ৪৫.২১% খানা সাপ্লাইয়ের পানি ব্যবহার করত। অর্থাৎ, প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগীদের মধ্যে নিরাপদ খাবার পানি সুবিধার প্রাপ্যতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পর বাসস্থান থেকে খাবার পানির উৎসের গড় দূরত্ব প্রায় ৩০ ফুট কমে গেছে (১০৮.৫১ ফুট বনাম ১৩৯.৩৫ ফুট), যা নিচের সারণি ৩.৩০-এ দেখানো হলো।

সারণি ৩.৩০
বাসস্থান থেকে খানার খাবার পানির প্রধান উৎসের দূরত্ব : বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থা

বাসস্থান থেকে খাবার পানির প্রধান উৎসের দূরত্ব	গড় দূরত্ব (ফুটে)
বর্তমান অবস্থা	১০৮.৫১
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বের অবস্থা	১৩৯.৩৫

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

পয়:নিষ্কাশন সুবিধা

পয়:নিষ্কাশন সুবিধাকে নগরদরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের নির্ণায়ক হিসেবে দেখা হয়। বর্তমান প্রকল্পটি নগর দরিদ্রদের মধ্যে স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্তে কাজ করছে। লেখচিত্র ৩.৪ অনুসারে বর্তমানে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে ৫৪.৩১% উপকারভোগী খানা, যা প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে ছিল ৩৫.৫৫%। উপকারভোগীদের মধ্যে মাত্র ৬.৮% পরিবার এখনও কাঁচা ল্যাট্রিন এবং খোলা মাঠসহ অন্যান্য ভাবে তাদের প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করছে। তবে, এখনও ওয়াটার সিল ছাড়া ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবার রয়েছে ৩৮.৮৮%। বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪ অনুযায়ী স্যানিটারি ল্যাট্রিন (ওয়াটার সিলসহ) ব্যবহারকারী খানা ছিল ২৬.২৫%। অর্থাৎ, উপকারভোগী খানার সদস্যদের মধ্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন (ওয়াটার সিলসহ) ব্যবহারকারীর হার ২০১৪ তুলনায় দ্বিগুণের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখচিত্র ৩.৪
উপকারভোগী খানার ল্যাট্রিনের ধরন : বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থা

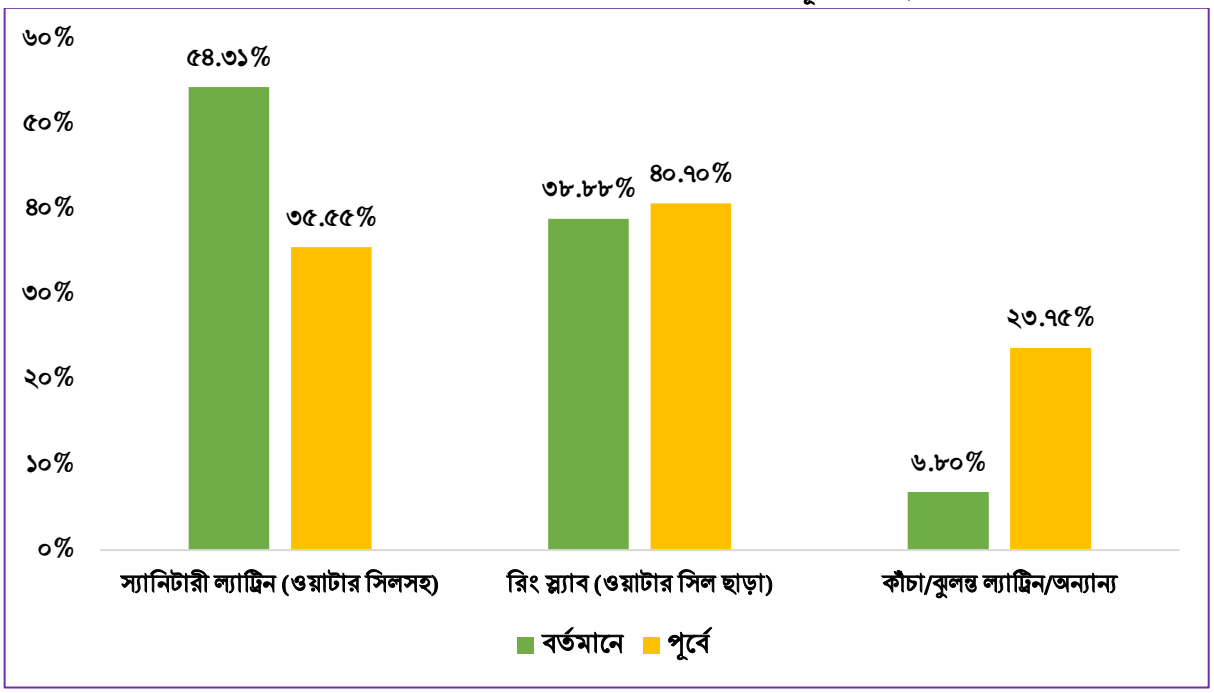

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

রান্নার জ্বালানির উৎস

নিচের লেখচিত্র ৩.৫ অনুসারে এখনও রান্নার জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করছে ৪৮.৭১% উপকারভোগী পরিবার, যা প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে ছিল ৫৩.৭১%। রান্নার কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করছে ২৩.৯০% উপকারভোগী, যা পূর্বে ছিল ১৮.৪৬%। খড়/লতা/পাতা/ঘাস বা গুল্ম জাতীয় জ্বালানি ব্যবহার করছে ১৯.৩৬% উপকারভোগী, যা পূর্বে ছিল ২২.৬৯%। তবে, রান্নার জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩.১৮%।

লেখচিত্র ৩.৫
উপকারভোগী খানার রান্নার জ্বালানির উৎস : বর্তমান এবং পূর্বের অবস্থা

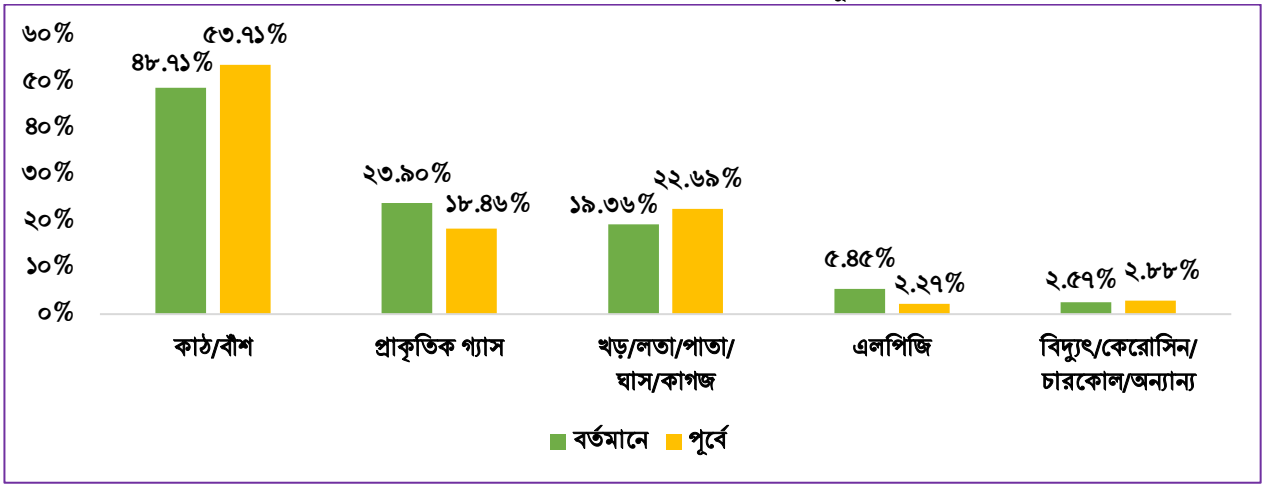

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

CHDF ঋণের মাধ্যমে বাসগৃহের উন্নয়ন/সংস্কার

লেখচিত্র ৩.৬ অনুসারে উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৮ জন CHDF ঋণের মাধ্যমে বাসগৃহের উন্নয়ন/সংস্কার করেছেন বলে তথ্য দিয়েছেন। তারা গড়ে ঋণ পেয়েছেন ১,৪৫,৮৩৩ টাকা। সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ২,৫০,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ঋণের পরিমাণ ২০,০০০ টাকা।

লেখচিত্র ৩.৬
বাসগৃহ উন্নয়ন/সংস্কারের জন্য CHDF থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ

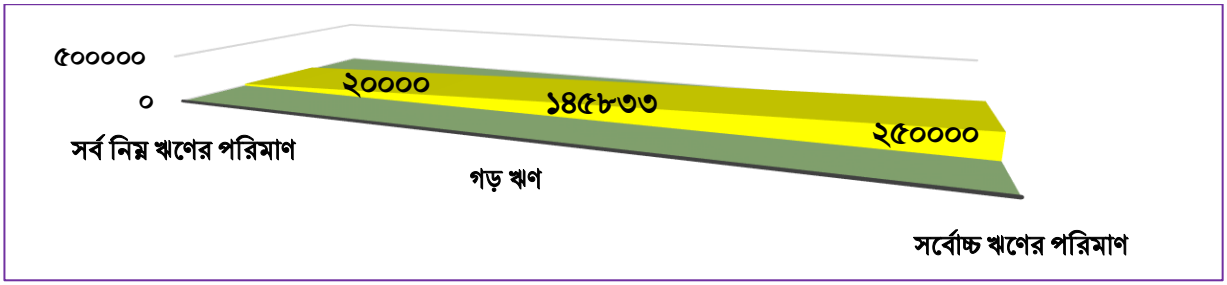

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

জরিপে অংশ নেয়া উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ ট্রেড ভিত্তিক বিন্যাস

সারণি ৩.৩১ অনুসারে জরিপকৃত উপকারভোগী মহিলাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি (৫৭.৬৬%) টেইলারিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন/নিয়েছেন। ব্লক-বাটিক, বিউটি পার্লার ট্রেডে ১০.২২%, ছাগল পালনে ৭.৩০% এবং বেসিক কম্পিউটার ট্রেডে ৫.৮৪% মহিলা উপকারভোগী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পুরুষদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ উপকারভোগী টেইলারিং ট্রেডে, প্রতি সাতজনের মধ্যে একজন (১৪.২৯%) বেসিক

সারণি ৩.৩১
জরিপে অংশ নেয়া উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ ট্রেড

প্রশিক্ষণ ট্রেড	পুরুষ (n=৭) %	মহিলা (n=১৩৭) %	মোট (n=১৪৪) %
টেইলরিং	২৮.৫৭%	৫৭.৬৬%	৫৬.২৫%
বিউটি পার্লার	০.০০%	১০.২২%	৯.৭২%
ছাগল পালন	০.০০%	৭.৩০%	৬.৯৪%
বেসিক কম্পিউটার ট্রেনিং	১৪.২৯%	৫.৮৪%	৬.২৫%
ব্লক বাটিক	০.০০%	২.১৯%	২.০৮%
পোল্ট্রি (ডিম)	০.০০%	২.১৯%	২.০৮%
মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	১৪.২৯%	১.৪৬%	২.০৮%
রিপেয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল মেসিনারিজ	০.০০%	০.৭৩%	০.৬৯%
ফুড প্রসেসিং	০.০০%	০.৭৩%	০.৬৯%
অন্যান্য	৪২.৮৬%	১১.৬৮%	১৩.১৯%
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, এবং ১৪.২৯% পুরুষ উপকারভোগী মোবাইল সার্ভিসিংয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে লিঙ্গভেদে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ ট্রেডও ভিন্ন ভিন্ন হয়।বেসিক কম্পিউটিং ট্রেনিং এবং মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণে মহিলাদের অংশগ্রহণ পুরুষ উপকারভোগীদের তুলনায় যথেষ্ট কম। অন্যদিকে, বিউটি পার্লার, ছাগল পালন, ব্লক-বাটিক, পোল্ট্রি, ইত্যাদি ট্রেডে মহিলাদের অংশগ্রহণ পুরুষ উপকারভোগীদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি।

ব্যবসা অনুদান

নগর দরিদ্রদের আয়মূলক কাজের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যে ব্যবসা অনুদান প্রকল্পের উপকারভোগীদের জন্য একটি অন্যতম সুবিধা। প্রকল্প থেকে সর্বোচ্চ ১০,০০০.টাকা অফেরতযোগ্য অনুদানের মাধ্যমে প্রকল্প উপকারভোগীরা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। সারণি ৩.৩২ থেকে দেখা যায় যে ১৮৯ জন উপকারভোগী প্রকল্প থেকে ব্যবসা অনুদান পেয়েছে, (পুরুষ ২ জন এবং ১৮৭ জন মহিলা)। পুরুষ উপকারভোগীদের মধ্যে একজন পেয়েছেন ৯,০০০ টাকা এবং অন্যএকজন পেয়েছেন ১০,০০০টাকা। তবে, মহিলা উপকারভোগীদের মধ্যে ৪,২০০ টাকা অনুদান পেয়েছে ১ জন। ৪,৫০০ টাকা পেয়েছেন ১ জন, এবং ৫,৫০০ টাকা পেয়েছেন ১ জন। অন্যদিকে ৪ জন পেয়েছেন গড়ে ৬,৫০০ টাকা করে, ২৭ জন পেয়েছেন গড়ে ৭,০০০ টাকা করে, ৮ জন পেয়েছেন গড়ে ৯,০০০টাকা করে, এবং প্রায় তিন-চতুর্থাংশ উপকারভোগী (৭৪.৭৩%) ব্যবসা অনুদান পেয়েছেন প্রতিজন ১০,০০০ টাকা করে। সারণি ৩.৩১ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সর্বোচ্চ সংখ্যক উপকারভোগী গড়ে ১০,০০০ টাকা করে ব্যবসা অনুদান পেয়েছে। তবে, ডিপিপি-তে ব্যবসা অনুদান খাতে প্রতি উপকারভোগীকে সর্বোচ্চ ৮,০০০ টাকা প্রদানের পরিকল্পনা বর্ণিত আছে। সংগৃহীত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, ব্যবসা অনুদান খাতে ডিপিপি-র ব্যত্যয় হয়েছে।

সারণি ৩.৩২
প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ব্যবসা অনুদান : পুরুষ ও মহিলা উপকারভোগী

ব্যবসা অনুদানের (গড়)	পুরুষ উপকারভোগী (n=২)		মহিলা উপকারভোগী (n=১৮৭)	
	সংখ্যা	(%)	সংখ্যা	(%)
৪২০০	০	০.০০%	১	০.৫৪%
৪৫০০	০	০.০০%	১	০.৫৪%
৫৫০০	০	০.০০%	১	০.৫৪%
৬৫০০	০	০.০০%	৪	২.১৫%
৭০০০	০	০.০০%	২৭	১৪.৫২%
৮০০০	০	০.০০%	১	০.৫৪%
৯০০০	১	৫০.০০%	৮	৪.৩০%
১০০০০	১	৫০.০০%	১৪৪	৭৪.৭৩%
মোট (n=১৮৯)	২ জন	১০০.০০%	১৮৭ জন	১০০.০০%
গড় অনুদান	৯,৭৫০.০০ টাকা		৯২৩২.৬৪ টাকা	

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ থেকে প্রাপ্ত ঋণ

প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগীদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব মূলধন তৈরির অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে প্রতিটি সিডিসিতে সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। সঞ্চয়ের পাশাপাশি উপকারভোগীরা এই তহবিল থেকে ঋণও নিতে পারেন। প্রকল্পভুক্তির পর মহিলা উপকারভোগীরা সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ থেকে ঋণ পেয়েছেন গড়ে ১২,৯২২ টাকা (সারণি ৩.৩৩)। তবে, প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। দশ হাজার টাকা ঋণ পেয়েছেন দুই-তৃতীয়াংশ উপকারভোগী (৬৭.৭৮%)। গড়ে ২০ হাজার টাকা ঋণ পেয়েছেন ৬ জন, ৩০ হাজার টাকা করে ঋণ পেয়েছেন ৪ জন, ৪০ হাজার টাকা করে ঋণ নিয়েছেন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা করে ঋণ পেয়েছেন ২ জন উপকারভোগী।

সারণি ৩.৩৩
সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ : মহিলা উপকারভোগী

প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ	মহিলা উপকারভোগী (n=৯০)	
	সংখ্যা	(%)
১০০০	১	১.১১%
৫০০০	৮	৮.৮৯%
৯০০০	৩	৩.৩৩%
১০০০০	৬১	৬৭.৭৮%
১৫০০০	২	২.২২%
২০০০০	৬	৬.৬৭%
৩০০০০	৪	৪.৪৪%
৩৫০০০	১	১.১১%
৪০০০০	২	২.২২%
৫০০০০	২	২.২২%
মোট	৯০ জন	১০০.০০%
গড় ঋণের পরিমাণ		১২,৯২২ টাকা

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

খাদ্য নিরাপত্তা

লেখচিত্র ৩.৭
উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যদের দৈনিক খাদ্য গ্রহণ :
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং পরে

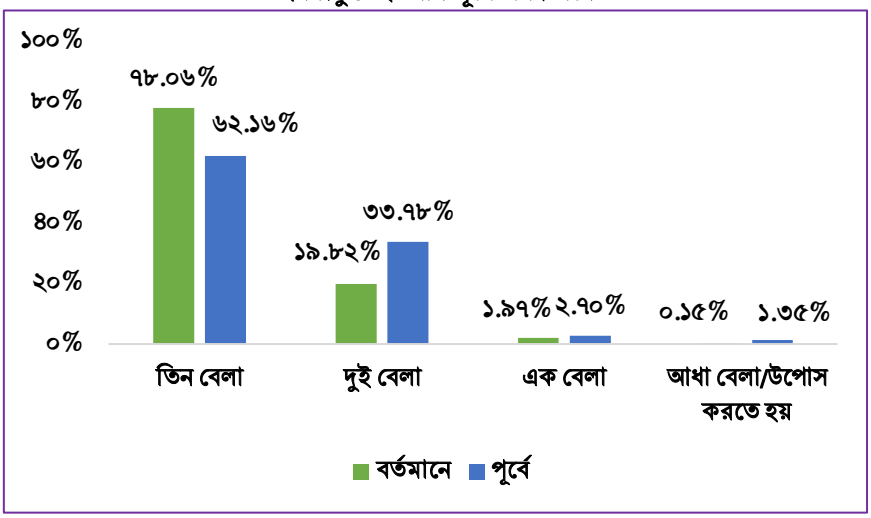

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বের অবস্থার তুলনায় উপকারভোগী পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। উপকারভোগীদের মধ্যে প্রায় তিন-চতুর্থাংশের বেশি (৭৮.০৬%) পরিবারে সকল সদস্য বর্তমানে তিন বেলা খেতে পাচ্ছেন, প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বের যা ছিল ৬২.১৬%। পক্ষান্তরে, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩৩.৭৮%) উপকারভোগী পরিবারের সদস্যগণ পূর্বে দুই বেলা খেতে পারতেন, যা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১৯.৮২%-এ দাঁড়িয়েছে। যে সব পরিবারে এক বেলা বা তার কম খাবারের সংস্থান ছিল তা ৪.০৫% থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে মাত্র ২.১২%। সুতরাং, প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ফলে সদস্যদের পরিবারে খাদ্য ঘাটতি পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে (লেখচিত্র ৩.৭)।

পুষ্টি সহায়তা

এই প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য ১০০০ দিনের পুষ্টি অনুদান। এই কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীদের মাসে ৩০টি ডিম, ১ কেজি ডাল এবং ১ লিটার ভোজ্য তেল বিতরণ করার কথা। জরিপকৃত উপকারভোগীদের মধ্যে সবাই গতমাসে ৩০ টি করে ডিম পেয়েছেন। তবে, ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে ১ লিটার করে পেয়েছেন ৬০.৩৪% এবং ৫০০ মি.লি করে পেয়েছেন ৩৯.৬৬% উপকারভোগী। একইভাবে, ১ কেজি ডাল পেয়েছেন ৫৬.৯০% উপকারভোগী (সারণি ৩.৩৪, ও সারণি ৩.৩৫)। ডিম, ডাল, এবং ভোজ্যতেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও মনিটরিং-এর দুর্বলতা এই ব্যত্যয়ের কারণ। প্রকল্পভুক্ত গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য অবশ্যই প্রতিমাসে মাসে ৩০টি ডিম, ১ কেজি ডাল এবং ১ লিটার ভোজ্য তেল বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে, এবং প্রয়োজন হলে এই খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিতে হবে।

সারণি ৩.৩৪
ফুড বাস্কেট সুবিধার আওতায় গতমাসে প্রাপ্ত ডিম, ভোজ্য তেল এবং ডালের পরিমাণ

ক) ডিম	
সংখ্যা	উপকারভোগী (%)
৩০	১০০%
মোট (n=১১৬)	১০০%
গড়	৩০টি
খ) ভোজ্য তেল	
পরিমাণ(মি.লি.)	উপকারভোগী (%)
৫০০	৩৯.৬৬%
১০০০	৬০.৩৪%
মোট(n=১১৬)	১০০%
গড়	৮০১.৭৪ মিলি
গ) ডাল	
পরিমাণ (গ্রাম)	উপকারভোগী (%)
১২৫-৪০০	১৬.৩৮%
৫০০	১৭.২৪%
৫৫০	৪.৩১%
৫৭০	১.৭২%
৭০০	০.৮৬%
৭৫০	১.৭২%
৯০০	০.৮৬%
১০০০	৫৬.৯০%
মোট(n=১১৬)	১০০%
গড়	৭৫২.৯৩ গ্রাম

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

সারণি ৩.৩৫
ফুড বাস্কেটের আওতায় প্রদত্ত সামগ্রী বিতরণের সময়কাল

বিতরণের সময়কাল	ডিম (%)	ডাল, ভোজ্য তেল (%)
পাক্ষিক (পনের দিন অন্তর)	৪২.১৬%	১১.৩৫%
মাসিক (১ মাস অন্তর)	৫৭.৩০%	৮৮.১১%
দ্বিমাসিক (২ মাস অন্তর)	০.৫৪%	০.৫৪%
মোট (n=১৮৫)	১০০%	১০০%

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

উপকারভোগীদের উপর প্রকল্পের সার্বিক প্রভাব

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে পরিবারের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে সে ব্যপারে উপকারভোগীদের মতামত দিতে বলা হয়। তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের আয়ের বিকল্প উৎস তৈরি, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি, সন্তানের শিক্ষা প্রসারে প্রকল্প উপবৃত্তি, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টির নিশ্চয়তা, বাল্য বিবাহ হ্রাস, নারী নির্যাতন হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন, উচ্ছেদের ভীতি থেকে মুক্তি, সদস্যদের চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্পের অবদান যথেষ্ট ইতিবাচক।

লেখ চিত্র ৩.৮
উপকারভোগীদের উপর প্রকল্পের সার্বিক প্রভাব

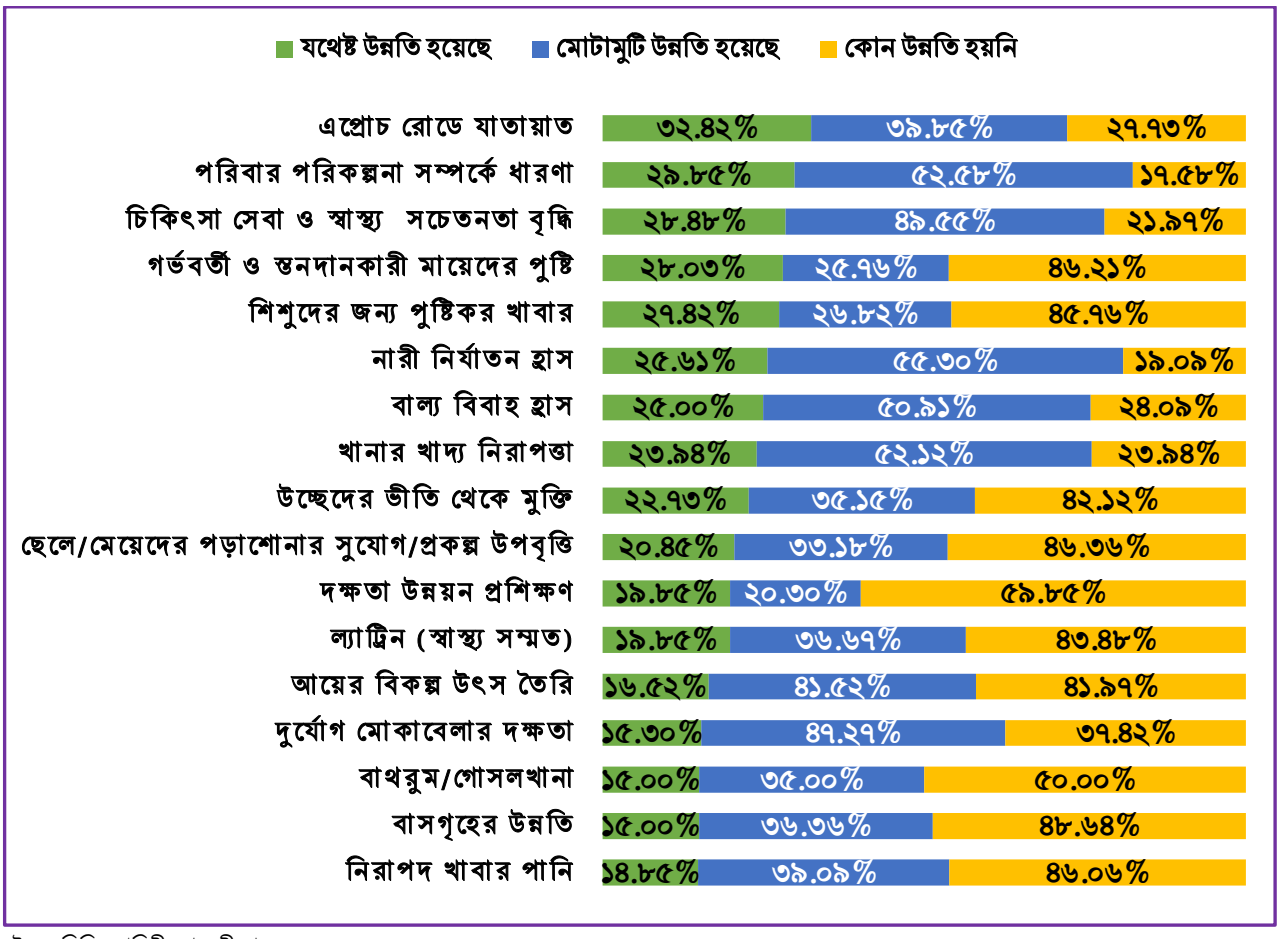

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

অভাব অনটনে বেড়ে উঠা দরিদ্র পরিবারগুলো প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পর তাদের জীবন-মানের কি ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে তা লেখচিত্র ৩.৮ থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়-রোজগার বৃদ্ধি,

খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং জীবনমান উন্নয়নে এই প্রকল্পের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতার মতে (৫১.৩৬%) প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বের তুলনায় বর্তমানে তাদের বাসগৃহের অবস্থার উন্নতি হয়েছে । প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ফলে ৫৮.০৩% উপকারভোগী খানার আয়ের বিকল্প উৎস তৈরি হয়েছে। তিন-চতুর্থাংশ (৭৬.০৬%) উপকারভোগী মনে করেন খানার খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুপেয় পানির সুবিধা উন্নত হওয়ার মতামত দিয়েছেন ৫৩.৯৪% উত্তরদাতা। এছাড়া, বাথরুম, এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন যথাক্রমে ৫০%, এবং ৫৬.৫২% উত্তরদাতা।

নারীর ক্ষমতায়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি

লেখচিত্র ৩.৯
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পর নারীর অধিকার এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা/ধারণা সংক্রান্ত মতামত

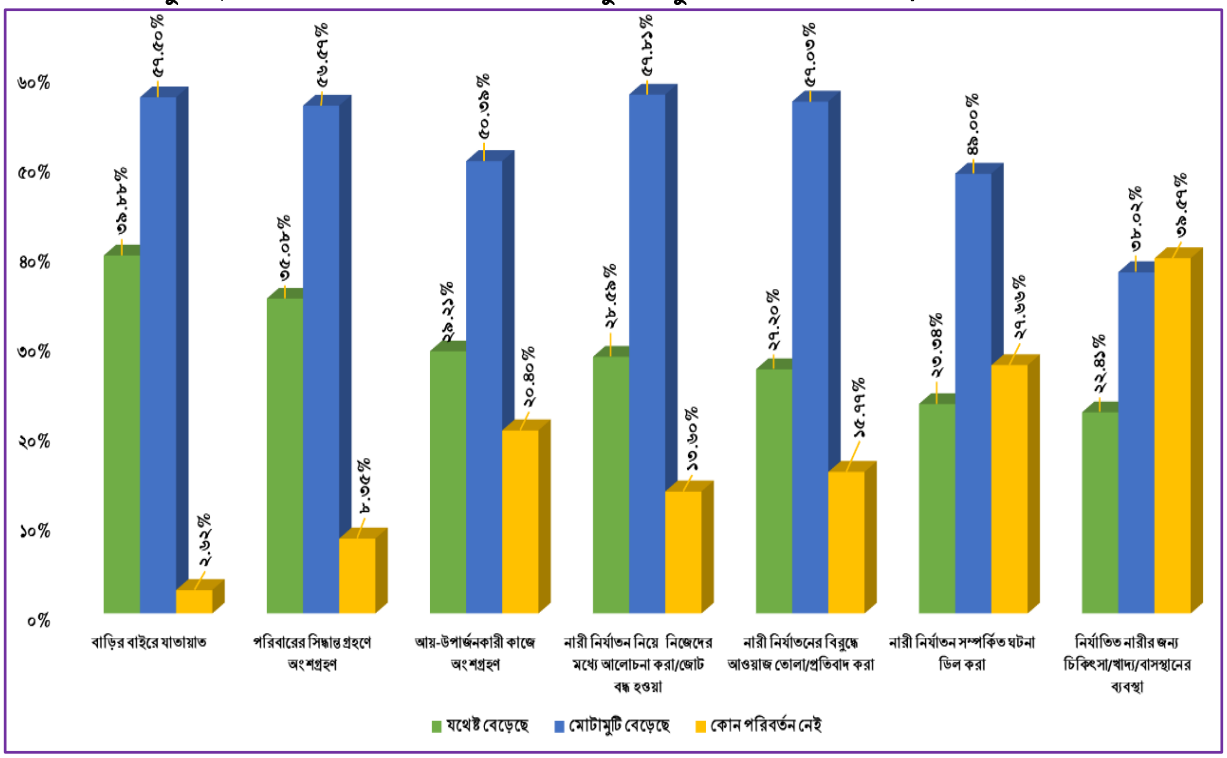

উৎস: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ২০২২

নারীর অধিকার এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে নারী উপকারভোগীদের সচেতনতা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচের লেখচিত্র থেকে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ইস্যুতে এই বৃদ্ধির হার ৬০% থেকে ৯০% পর্যন্ত (লেখচিত্র ৩.৯)।

৩.১০.২ ক্রস কাটিং ইস্যু

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপকারভোগীদের জীবনমান উন্নয়নের যে চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা শুধুমাত্র LIUPCP প্রকল্পের কারণেই নয়। কারণ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, এবং স্থানীয় অনেক সংগঠনও শহুরে দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ এবং ঋণ কার্যক্রম সহ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান প্রকল্পের উপকারভোগী অনেকে হয়তো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। সুতরাং, উপকারভোগীদের জীবন-মান উন্নয়নের পুরো কৃতিত্ব বর্তমান প্রকল্পের এককভাবে নাও হতে পারে। প্রকল্পের 'অবদান' আসলে কতটুকু তা চিহ্নিত করার জন্য আরো গভীরভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন। কিন্তু সীমিত সময় এবং বাজেট স্বল্পতার কারণে বর্তমান সমীক্ষায় এই ব্যাপারে কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি।

৩.১০.৩ গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ

কে আই আই হতে প্রাপ্ত ফলাফলের সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, সার্ভিসসমূহের এবং নির্মাণ কাজের গুণগত মান, বাস্তবায়নে সমস্যা, ইত্যাদি জানার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সাথে ৪৯টি নিবিড় আলাপচারিতা/KII (Key Informant Interview) করা হয়েছে। KII হতে প্রাপ্ত তথ্য নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

- গোপালগঞ্জ পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে মোট ৩৩৬টি পরিবারকে বিনামূল্যে দুই কক্ষবিশিষ্ট বাসস্থান দেয়ার নিমিত্তে উপকারভোগীদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২৫৫ জন হতদরিদ্র নামের তালিকা লং লিস্টে আনা হয়েছে। দেয়া হবে। বর্তমানে এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

  একইভাবে, চাঁদপুর পৌরসভায় ৭৮টি দরিদ্র পরিবারকে দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাসস্থান দেয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তবে, এখনো ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি।

  অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে দুই কক্ষবিশিষ্ট বাসস্থান কার্যক্রম শুরু হয়নি। স্থানীয় জনসাধারণের বাধার কারণে কক্সবাজার শহরে সাশ্রয়ী ব্যয়ের আবাসন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা যায়নি।

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে CHDF-এর ঋণের মাধ্যমে ২৫০টি দরিদ্র পরিবারকে বাসস্থান সংস্কার/উন্নত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। লক্ষ্যমাত্রা বিপরীতে এ পর্যন্ত অর্জন ৪০। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০টি, অর্জন হয়েছে ৫টি। ফান্ড স্বল্পতার কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। নারায়ণগঞ্জে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪, বর্তমানে ২৪টি দরিদ্র পরিবারকে CHDF ঋণ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, অন্য কোন এলাকায় CHDF ঋণের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের বাসস্থান সংস্কার/উন্নত করার কার্যক্রম শুরু করা হয়নি।

- সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীরা জানান- মাতৃস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সিডিসি কর্মীদের দ্বারা মাঠ জরিপের মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদানকারী মায়েদের চিহ্নিত করা হয় এবং উপকারভোগীদের তালিকা তৈরি করা হয়। তালিকা অনুযায়ী ফুড বাস্কেট বিতরণ করা হয়।

- গোপালগঞ্জে সাংগঠনিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি) ১টি, ওয়ার্ড কমিটি ৯টি, স্ট্যান্ডিং কমিটি (মহিলা ও শিশু বিষয়ক কমিটি, দরিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি) ৩টি, ভ্যাকুটাগ পরিচালনা ও মেইনটেনেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১টি, টাউন স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ ১টি, এলজিআই এর স্টাফদের অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের উপর ওরিয়েন্টেশন ১টি, পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২টি, এবং পুষ্টি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন ১টি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

- কুমিল্লায় উপকারভোগীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ট্যাক্স কালেকশন এ্যান্ড অডিট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ নিয়েছেন। এছাড়া, অবকাঠামো কাজ দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তবে, ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এবং পটুয়াখালী পৌরসভায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এখন পর্যন্ত কোন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা আয়উপার্জনমূলক কাজে জড়িত হতে পারছেন এবং সংগঠন পরিচালনা করার মতো সক্ষমতা অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছেন। তবে, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা বিকাশে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান এবং সুষ্ঠু উদ্যোক্তা বিকাশের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

- নিয়মিতভাবে সেভিংস ও ক্রেডিট গ্রুপের মাসিক রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়, এবং তা প্রকল্প অফিস পর্যালোচনা করে থাকে। প্রকল্পের কমিউনিটি পর্যায়ের কর্মী, স্থানীয় প্রকল্প কর্মকর্তা, পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফেডারেশন, ক্লাস্টার ও সিডিসি নেতৃবৃন্দ সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপের কার্যক্রম যৌথভাবে মনিটরিং করে। তবে, করোনা মহামারি জনিত কারণে সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপের কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার ফলে নিয়মিত মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। ফলে, সঞ্চয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে, এবং ঋণ আদায় বাধাগ্রস্থ হয়েছে। উপকারভোগীদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পিআইসি সভা, সিডিসি সভা, এবং ক্লাস্টার পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। সঞ্চয় তহবিলের হিসাব সংরক্ষণের জন্য এখনও প্রকল্প কর্মীদের সহায়তার প্রয়োজন হয়।

- টাউন ফেডারেশনের মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের সহায়তা নিয়ে উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও এলাকার মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা সমূহ বিন্যাস করে তা বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা হয়। টাউন ফেডারেশনের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার মেয়র, কাউন্সিলর, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তাসহ সরকারি এবং বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে কাজ করেন।

- বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টারগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা উপবৃত্তি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন (যেমন- রাস্তা, ড্রেন, ল্যাট্রিন, বাথরুম), ব্যবসা অনুদান, পুষ্টি কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পানির ব্যবস্থা, ঋণ প্রদান, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে সহায়তা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পরামর্শ প্রদান সহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়।

- কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনা বা CAP প্রণয়নের জন্য প্রাইমারি গ্রুপ, সিডিসি, ও ক্লাস্টারের উপকারভোগী সদস্যদের সাথে জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। ওয়ার্ড কাউন্সিলর, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এলাকা পরিভ্রমণ করে সামাজিক মানচিত্র তৈরি ও সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়। বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের ক্রম অনুসারে কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনা বা CAP প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি/অবকাঠামো নির্মাণ, ব্যবসা অনুদান, শিক্ষা উপবৃত্তি, কর্মদক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। সিডিসি পর্যায়ে CAP (কমিউনিটি কর্মপরিকল্পনা) এর মাধ্যমে কমিউনিটির চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাকে ত্রৈমাসিক ও মাসিক ভিত্তিতে ভাগ করে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিটি কাজের জন্য সিডিসি/ক্লাস্টার/ফেডারেশনের সাথে চুক্তি করা হয়, এবং চুক্তি অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ইত হচ্ছে কিনা, তা মনিটরিং করা হয়।

- তিন পর্যায়ে কাজের সমন্বয় করা হয়ে থাকে, যথা- (ক) কমিউনিটি, (খ) কাউন্সিলর অফিস, (গ) পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন অফিস। নিয়মিত ভাবে কমিটি সমূহের সাথে প্রকল্পের কর্মীদের সভা আয়োজন করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা, এবং অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। প্রকল্পকর্মীগণ নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে।

- অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে উপকারভোগী মহিলারা নিজেরাই মালামাল ক্রয় থেকে শুরু করে কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ তদারকি করেন এবং কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণেও সচেষ্ট থাকেন। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দরিদ্রবান্ধব সেবা প্রদানে ভূমিকা রাখছে।

- প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করার সময় অনেক ক্ষেত্রে কমিউনিটি লিডারদের দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ ও টেকনিক্যাল গাইডেন্স প্রদানের মাধ্যমে এ ধরনের দুর্বলতাগুলো অতিক্রম করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কমিউনিটি ভিত্তিক ফ্যাসিলিটি নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির মালিকদের কাছ থেকে অঙ্গীকারনামা নেয়া হয়েছে। জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত সম্মতিপত্র নেয়া হয়েছে।

- অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন সমস্যা দেখা দিলে কমিউনিটি, স্থানীয় কউন্সিলর, মেয়র ও সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তা সমাধান করা হয় এবং প্রয়োজন হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তন করা হয়। আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ভূমিস্বত্ব বিষয়ক সমস্যাগুলি মেয়র মহোদয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমধান করে থাকেন। অবকাঠামো কাজের কোন প্ল্যান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ব্যত্যয় হলে টিপিবি (টাউন প্রজেক্ট বোর্ড) এর অনুমোদনক্রমে এবং স্থানীয়ভাবে পিআইসি'র সুপারিশক্রমে ভ্যারিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা হয়ে থাকে, যা প্রকল্পের সদর দপ্তর কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

- তবে, পৌর অফিস এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যে যথাযথ সমন্বয় না থাকার কারণে কখনও কখনও প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা তৈরি হয়। এক্ষেত্রে টাউন ম্যানেজারের উদ্যোগে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কমিটি ও ক্রয় কমিটির সদস্যদের জন্য সমন্বয় মিটিং এর আয়োজন করা হয়।

- প্রতিটি সিডিসি'র আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের সংস্কার এবং মেরামতের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) নামক ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে। এই তহবিলের (O&M) মাধ্যমে সিডিসিসমূহ ভবিষ্যতে যেকোন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করতে পারবে।

- প্রকল্পের অবকাঠামো কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিএনবিসি অনুযায়ী গুনগত মান বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। মান বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারগণ মাঠ পর্যায়ে প্রত্যেকটি বিষয়ে পরীক্ষা করে থাকেন, যেমন: মাটি পরীক্ষা, সিলিন্ডার টেস্ট, সিমেন্ট টেস্ট, পানি টেস্ট, পাথর, বালি, ব্রিক টেস্টসহ বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করা হয়েছে।

- প্রকল্প ও সরকারি বিধিমালা অনুসরণ করে মালমাল ক্রয়সহ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। LIUPC প্রকল্পটি একটি কমিউনিটি লিড প্রজেক্ট, যেখানে কমিউনিটি সকল নির্মাণ কাজের মালামাল ক্রয় করে, তবে কারিগরি দক্ষতার অভাবে মলামাল ক্রয় করতে বিলম্ব হয়। অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে উল্লিখিত মূল্যের তুলনায় নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে। সুতরাং, নির্মাণ

কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারি গাইড লাইন (LGED Rate Schedule Guide Line) দ্রুত হালনাগাদ করা দরকার।

- সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সভাপতিত্বে PIC (Project Implementation Committee) সভা আয়োজন করা হয়। তবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে করোনা কালীন লকডাউন ও লোক সমাগম নিষিদ্ধ থাকায় পিআইসি মিটিং পরিকল্পনা মাফিক আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

- অডিট সংক্রান্ত কিছু তথ্য:

  - ✓ সিলেট সিটি কর্পোরেশনে LIUPC-এর টাউন ম্যানেজার জানান যে, তার এলাকায় প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৪টি অডিট সম্পন্ন হয়েছে, এবং ৬টি অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে । ভবিষ্যতে এ ধরনের অডিট আপত্তি যাতে না উত্থাপিত হয়, সে লক্ষ্যে প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্টের জন্য মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশনের একাউন্টেন্টকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ইনভয়েসে পেইড/পরিশোধ সিল দেয়া হচ্ছে, সম্পদের ফিজিক্যাল ভ্যারিফিকেশন করে সম্পদের গায়ে আইডেন্টিফিকেশন নম্বর দেয়া হচ্ছে, এবং ১,০০০ টাকার উপরে প্রতিটি বিলে রেভিনিউ স্ট্যাম্প লাগানো হচ্ছে।

  - ✓ পটুয়াখালী পৌরসভায় ২০২১ সালের অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত ক্ষেত্রে মালমাল ক্রয়ের ভাউচারে বিক্রেতার স্বাক্ষরের মিল না থাকার কারণে একটি অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছিল।

  - ✓ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে এ পর্যন্ত ৩টি অডিট সম্পন্ন হয়েছে। তবে, এখানে বড় ধরনের কোন অডিত আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।

  - ✓ চাঁদপুর পৌরসভায় ৩টি অডিট হয়েছে। এখানে কয়েকটি ছোট অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল। আপত্তিগুলোর প্রেক্ষিতে ম্যানেজমেন্ট থেকে উত্তর দেয়া হয়েছে।

  - ✓ রাজশাহীতে প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত স্পট চেকিংয়ে ২বার এবং FAPAD কর্তৃক ১বার অডিট হয়েছে। কোন অডিট আপত্তি নেই।

  - ✓ গোপালগঞ্জে FAPAD কর্তৃক ২০২১ বর্ষের অডিট ২০২২ সালের ২৭, ২৮ ফেব্রুয়ারী এবং ১, ও ২ মার্চে সম্পন্ন হয়েছে। অডিট আপত্তি প্রকল্প সদর দপ্তরে নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

  - ✓ চট্টগ্রামে এই পর্যন্ত ৪টি অডিটি হয়েছে। একটি অডিট চলমান রয়েছে।

- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের টাউন ম্যানেজারের মতে, LIUPC একটি বহুমাত্রিক এবং একই সাথে বহু চ্যালেঞ্জের একটি প্রকল্প। একটি প্রকল্পে বহুসংখ্যক কম্পোনেন্ট থাকার ক্ষেত্রে LIUPC- একটি উদাহরণ। একটি প্রকল্পের মাধ্যমে একই সাথে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়ন, সমাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন, নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, নেতৃত্বের বিকাশ, সংগঠন সম্পর্কে ধারণা দেয়া, ও সংগঠন পরিচালনা বিষয়ে উৎসহিত করা অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপে। LIUPC-এর এক একটি কম্পোনেন্ট একটি প্রকল্পের সমতুল্য। সীমিত সময়সীমার মধ্যে এত বড় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল নিয়ে আসা দুরূহ ও চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার।

- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের টাউন ম্যানেজার জানান যে, সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় কোটি টাকার কাছাকাছি। কিন্তু এই সঞ্চয়ের টাকা সঠিক উপায়ে কাজে লাগানো এখন একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হতে খুব অল্প সময় বাকি আছে। এই স্বল্প সময়ে সদস্যদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে সঞ্চয় ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা সচল রাখা যথেষ্ট দুরূহ। তবে, এই কাজটি সম্পন্ন করা গেলে সিডিসিগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারবে। বর্তমানে প্রকল্প থেকে যে সকল অনুদান দেয়া হয় তা সিডিসিগুলো নিজেদের সঞ্চয় থেকেই প্রকল্প শেষ হওয়ার পর দিতে পারবে।.

- কেআইআইতে অংশগ্রহণকারীদের মতে, প্রকল্পের কিছু দুর্বল বা নেতিবাচক দিক রয়েছে, যেমন- উপকারভোগী তালিকা তৈরির সময় কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটরদের কাছে তথ্য গোপন করার ফলে সঠিকভাবে উপকারভোগীদের চিহ্নিত করে তালিকা করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের আওতায় সকল দরিদ্র, বিশেষ করে যারা পৌরসভার ভোটার নন তাদেরকে কোন কোন ক্ষেত্রে তালিকায় সম্পৃক্ত করা যায়নি। CDC, CDC ক্লাস্টার এবং টাউন ফেডারেশনের নেতাদের শিক্ষাগত অবস্থার কারণে ডকুমেন্টেশন ক্ষমতা এখনও সীমিত যা একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। সঞ্চয় ও ঋণ হিসাব জটিল হওয়ার কারণে স্বল্প শিক্ষিত সিডিসি সদস্যদের পক্ষে হিসাব পরিচালনা

করা কঠিন। ফলে, সিডিসি, ক্লাস্টার ও টাউন ফেডারেশনগুলো দাপ্তরিক কাজ এবং হিসাব পরিচালনার জন্য এখনও প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল। দেরিতে ফান্ড সরবরাহ হওয়ায় কমিউনিটি লিডারগণ কাজে নিরুৎসাহিত বোধ করেন, উপকারভোগী পর্যায়ে অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। চাহিদার তুলনায় অনুদানের অর্থ অপ্রতুল হওয়ায় সকল উপকারভোগীকে চাহিদা মতো অনুদান দেয়া সম্ভব হয় না। সংগঠনগুলোর মিটিং রুম/বসার জন্য কোন স্থান না থাকায় পারস্পারিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।

- কেআইআইতে অংশগ্রহণকারীগণ প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে কিছু সুপারিশ করেছেন। সেগুলো হলো: পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সিটিজেন চার্টার এর সঠিক বাস্তবায়ন করা, পৌরসভা কর্তৃক দরিদ্রবান্ধব বাজেট প্রণয়ন করা, সিটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী কমিটিগুলোকে আরো কার্যকর করা, পৌরসভার/সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় গঠিত সংগঠন সমূহের নেতৃত্ব ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, কমিউনিটি সংগঠনগুলার নেতৃত্বসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এছাড়া, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনগুলোর সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমে পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন সম্পৃক্ততা ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা, পৌরপরিষদ ও এলজিআই স্টাফদের প্রকল্পের মাধমে বাস্তবায়িত কাজের প্রতি একাত্মতা বোধ তৈরি করতে হবে। ফ্রন্ট লাইন কর্মীগণ (সিএফ, এসইএনএফ) পৌরসভার রিসোর্স হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

  প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্রজেক্ট ম্যানেজার ও পৌর মেয়রের মধ্যে "চেক এন্ড ব্যালেন্স" সম্পর্ক থাকতে হবে।

  প্রকল্প থেকে গৃহীত চলমান কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন, টেকসইকরণ এবং এর পূর্নাঙ্গ সুফল পেতে হলে অন্তত আরো পাঁচ বছর প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে কেআইআই-তে অংশগ্রহণকারীরা মতামত ব্যক্ত করেন।

দলগত আলোচনার ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের আওতাভুক্ত ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৮টি পৌরসভায় মোট ৩১টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনে ২টি এবং প্রতিটি পৌরসভায় কমপক্ষে ১টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪৬৫ জন। চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগীরা কতটুকু উপকৃত হয়েছেন, তা নিরুপণ করার জন্য প্রকল্প এলাকায় এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন/ দলগত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং সুপারিশমালার সারাংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

আবাসন কার্যক্রম

গোপালগঞ্জের মধুমতি ক্লাস্টারভুক্ত সদস্যদের মতে:

- প্রাথমিকভাবে ২৫৫ জনের নামের তালিকা দেয়া হয়েছে। বাসস্থান নির্মাণ কাজ চলমান।
- তবে, অন্যান্য এলাকায় উপকারভোগীরা জানিয়েছেন, প্রকল্প থেকে তাদের এলাকায় বিনামূল্যে দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাসস্থান প্রদান সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম শুরু হয়নি।

CHDF ঋণ প্রদান পদ্ধতি:

- নারায়ণগঞ্জে ৯৫টি পরিবার CHDF- থেকে ঋণ পেয়েছেন।
  - ✓ যারা ঋণ গ্রহণ করেছেন, কোভিড-১৯ মহামারিকালীন সময়ে আয়-রোজগারের সুযোগ সীমিত থাকায়, অনেকে ঋণ পরিশোধে সমস্যায় পড়েছেন।
- চট্টগ্রামের পাহারতলীতে ৪টি পরিবার CHDF ঋণ পেয়েছেন।
  - ✓ চট্টগ্রামের বাকলিয়ার বক্সিরহাটে এখনো কেউ CHDF ঋণ পায়নি। তবে, প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে, এবং যাচাই-বাছাই এর কাজ চলছে।
- ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোন সমস্যা হয়নি।
- এছাড়া অন্য কোন জেলার CHDF থেকে বাসস্থান সংস্কার/উন্নত করার জন্য কেউ কোন ঋণ পায়নি।

কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট কমিটি (সিডিসি)

দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মতে:

> *'কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট কমিটির প্রায় ৯৫ ভাগ সদস্যই মহিলা, পুরুষ সদস্যের সংখ্যা খুবই কম। এলাকার বেশির ভাগ স্বল্প আয়ের পরিবারই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে, কিছু কিছু বস্তি এলাকায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পরিবারের আগমনের ফলে কিছু সংখ্যক পরিবার এখনও প্রকল্পের বাইরে রয়ে গেছে।'*

- নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সিডিসিগুলোর মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তবে, কোভিড-১৯ মহামারিকালে লকডাউন এবং সরকারি বিধিনিষেধ জনিত কারণে সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় হয়েছে।
- সিডিসি-তে আয়োজিত সভাগুলোতে সঞ্চয় জমা, পুষ্টি কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপবৃত্তি, ব্যবসা অনুদান, অবকাঠামো নির্মাণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন হ্রাস, কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, যৌতুক বিষয়ে সচেতনতা, ইভটিজিং প্রতিরোধ, শিশুশ্রম, প্রতিবন্ধী সদস্য, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

চিত্র ৩.২৩
এফজিডি চলাকালীন একটি স্থির চিত্র, খাকডহর ঈদগাহ মাঠ, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

সিডিসি ক্লাস্টার

- ক্লাস্টারের সব সদস্যই মহিলা, শুধুমাত্র ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের একটি ক্লাস্টারে ১২ জন পুরুষ সদস্য রয়েছেন। ক্লাস্টারগুলোতে মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত আয়োজন করা হয়। এসব সভায় সিডিসি এবং ক্লাস্টারের সদস্যদের নিয়ে কমিউনিটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন বিশেষ দিবস, যেমন- পরিবেশ দিবস, নারী দিবস, হাত ধোয়া দিবস এর প্রতিপাদ্য ও করণীয় সম্পর্কে সভায় আলোচনা করার ফলে সদস্যরা সচেতন হতে পারছে। এছাড়া সদস্যদের বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা, অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসায় সহায়তা, কারো রক্তের প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা, নারী নির্যাতনের কোন ঘটনা ঘটলে সিডিসি ক্লাস্টার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করে থাকে।

টাউন ফেডারেশন

- ক্লাস্টার সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নয় (৯) সদস্য বিশিষ্ট টাউন ফেডারেশন কমিটি গঠন করা হয়। টাউন ফেডারেশন প্রাইমারি গ্রুপ, সিডিসি ও ক্লাস্টারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। কোভিড-১৯ মহামারিকালীন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া নিয়মিতভাবে টাউন ফেডারেশনের মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করা হয়ে থাকে।
- অধিকাংশ এলাকাতেই টাউন ফেডারেশন সম্পর্কে সদস্যদের মোটামুটি ধারণা আছে। তবে, খুলনা সিটি কর্পোরেশন-এর ১৮নং ওয়ার্ড, কুষ্টিয়া সদরের ১০নং ওয়ার্ড, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৬২নং ওয়ার্ড, এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০নং ওয়ার্ড, এবং ২নং ওয়ার্ডের সদস্যদের টাউন ফেডারেশনের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে খুব একটা ধারণা নেই।

সেভিংস এড ক্রেডিট গ্রুপ

- সকল সঞ্চয় দল বা গ্রুপগুলোতে সদস্যদের সুবিধার্থে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
  - ✓ উপযুক্ত সদস্যদের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ সাধারণত ২,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে, ক্ষেত্র বিশেষে ঋণের পরিমাণ বেশিও হতে পারে। অধিকাংশ সদস্য এই ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। যেমন- কাপড় বা থ্রিপিস ব্যবসা, ঠোংগা তৈরি, ইত্যাদি। কেউ কেউ ব্যক্তিগত কাজে, যেমন-চিকিৎসা ব্যয় কিংবা শিক্ষা খরচ মেটাতেও ঋণের টাকা ব্যয় করেন।

- ✓ বেশিরভাগ সদস্যই সঠিক নিয়মে যথা সময়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করছেন। তবে, কিছু সংখ্যক সদস্য বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারি জনিত সময়ে আয়-রোজগার বন্ধ কিংবা হ্রাস পাওয়ার ফলে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি।

দলগত আলোচনায়
অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মতে:
'প্রতিটি সিডিসিতে ১০ থেকে ২০ জন সদস্য নিয়ে একটি সঞ্চয় দল গঠন করা হয়। প্রতি মাসে একবার সঞ্চয় দলের মিটিং হয়। এসকল মিটিংয়ে কীভাবে সঞ্চয় করতে হবে, সঞ্চয়ের উপকারিতা, ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সিডিসির সভাপতি এই সঞ্চয় দলের দায়িত্বে থাকেন এবং ক্যাশিয়ার হিসাব সংরক্ষণ করেন। সঞ্চয় দলগুলোতে সদস্যগণ ঐচ্ছিক ভিত্তিতে নিজেদের আয় এবং পারিবারিক অবস্থার বিবেচনায় সঞ্চয় করতে পারেন। সদস্যরা সাধারণত প্রতি মাসে ৫০ টাকা থেকে শুরু করে ১০০ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয় জমা করেন।'

- ➢ সঞ্চয় দলের সদস্যদের মতে গ্রুপ থেকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়, এবং এত অল্প টাকায় ব্যবসা করা বেশ কঠিন। সে কারণে গ্রুপ থেকে ঋণ নেয়ার পরও অনেক ক্ষেত্রে অন্য উৎস থেকে আবার ঋণ নিতে হয়। সঞ্চয় গ্রুপ টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রায় সকল সদস্যই একমত।
- ➢ কোভিড-১৯ মহামারিকালীন সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত থাকলেও সঞ্চয় বন্ধ হয়নি।

প্রশিক্ষণ

- ➢ প্রকল্পের আওতায় বহুসংখ্যক উপকারভোগী পরিবারের সদস্যকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে- সেলাই, বিউটি পার্লার, মোবাইল সার্ভিসিং, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, ড্রাইভিং, কম্পিউটার, ব্লক-বাটিক, কারচুপি, ফ্রিজ মেকানিক, ইত্যাদি বিষয়।

দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মতে:
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে অনেক পরিবারে আর্থিক অনটন, দারিদ্র্য ও অশান্তি বিরাজ করছিল। অনেকেই পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটাতে হিমসিম খাচ্ছিল। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পর অনেক সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের দক্ষতা উন্নয়ন করেছে, বেশির ভাগই আয়-উপার্জনমূলক কোন কাজে যোগ দিয়েছে, আবার অনেকে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেছে। এর ফলে তাদের পরিবারে আর্থিক অনটন দূর হচ্ছে। তারা নিজেরা আয় করছে, পরিবারকে সাহায্য করছে, ভালোভাবে খেতে পারছে, সন্তানদের পড়াশোনা এবং চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে সক্ষম হচ্ছে।

- ➢ সিডিসি ভেদে প্রশিক্ষণ ট্রেডে ভিন্নতা রয়েছে। সব সিডিসিতে সব ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। বেশিরভাগ সদস্য মনে করেন, এলাকার কাজের পরিবেশ ও চাহিদা বিবেচনায় নতুন কিছু প্রশিক্ষণ ট্রেড যুক্ত করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ বিবেচনায় রেখে তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত ট্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এতে করে তারা কাঙ্ক্ষিত ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত হবে এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে উপার্জনমূলক কাজে জড়িত হতে পারবে।

চিত্র ৩.২৪
এফজিডি চলাকালীন একটি স্থির চিত্র. ফরিদপর পৌরসভা।

- ✓ নতুন যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যায় তার মধ্যে রয়েছে- ইলেকট্রিসিয়ান, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, হস্তশিল্প, শাক-সবজি চাষ, কবুতর পালন, নকশি কাঁথা তৈরি, ইত্যাদি।
- ✓ কম্পিউটারের বিভিন্ন বিষয়ে আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কাঙ্ক্ষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহয়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য ব্যবসা অনুদান

- বিভিন্ন সিডিসিতে বহুসংখ্যক উপকারভোগী প্রকল্প থেকে আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য অনুদান পেয়েছেন। অনুদানপ্রাপ্ত সদস্যদের প্রায় নব্বই ভাগই সফলতার সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য অনুদান পেতে তাদের কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।
  - ✓ কমিউনিটিগুলোতে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য অনুদান প্রাপ্তদের প্রায় সবাই বিবাহিত মহিলা। কয়েকজন বিধবা এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী মহিলাও উদ্যোক্তা হিসাবে অনুদান পেয়েছেন। অনুদান প্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে বেশির ভাগই বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত। এসকল ক্ষুদ্র ব্যবসার মধ্যে রয়েছে- কাপড়ের ব্যবসা, সেলাই কাজ বা টেইলারিং, মুদি দোকান, ঠোংগা তৈরি, ভাঙ্গারি ব্যবসা, ইত্যাদি।
  - ✓ উপকারভোগী সিডিসি সদস্যরা পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের কাছে সরাসরি পণ্য বিক্রয় করেন। অন্যদিকে, ব্যবসার মালামাল ক্রয়ের জন্য নিজেরা পাইকারি বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করেন। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সদস্যরা কোন ধরনের অনলাইন ওয়েবসাইট, ই-কমার্স সাইট, সমাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন না।
  - ✓ কোভিড-১৯ মহামারিজনিত অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বেশ কিছু সদস্য লোকসানের সম্মুখীন হয়েছেন (অনুদানের টাকা সহ)।

শিক্ষা উপবৃত্তি

- নিম্ন আয়ের হতদরিদ্র পরিবার গুলোতে অনেক সময় অর্থের অভাবে সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয়। ফলে, বস্তিবাসী শিশুরা শিশু শ্রমের শিকারে পরিণত হয়, এবং বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহসহ বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা উপবৃত্তির ব্যবস্থা করার ফলে দরিদ্র পরিবারের অনেক শিক্ষার্থী তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে।
  - ✓ শিশুশ্রম এবং বাল্যবিবাহের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।
  - ✓ প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক দরিদ্র পরিবারের অষ্টম থেকে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মেয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি কিস্তিতে ৪,৫০০ টাকা করে দুইকিস্তিতে বছরে মোট ৯,০০০ টাকা শিক্ষা উপবৃত্তি দেয়া হয়।
- তবে, অনেক শিক্ষার্থী এখনো উপবৃত্তির বাইরে রয়ে গেছে। যারা যোগ্য কিন্তু এখনো উপবৃত্তি পায়নি তাদেরও এই শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় নিয়ে আসা দরকার বলে উপকারভোগীরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে, শিক্ষা উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। একদিকে উপকারভোগী পরিবারগুলোতে দারিদ্রের কারণে আর্থিক অনটন। অন্যদিকে, করোনার প্রভাবে তারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ, এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে বর্তমান বাজার দর বা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যের উল্লম্ফন। এই প্রেক্ষিতে শিক্ষা উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, শিক্ষা উপবৃত্তি শুধু মাধ্যমিক পর্যারে সীমিত না রেখে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও এটি চালু করা প্রয়োজন বলে তারা মতামত দিয়েছেন।

চিত্র ৩.২৫
পুষ্টি উপকারভোগী হাস্যোজ্জ্বল রেহানা ও তার শিশু সন্তান, আদর্শনগর, ২০ নং ওয়ার্ড, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

১০০০ দিনের পুষ্টি অনুদান

- গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য প্রকল্প এলাকায় পুষ্টি অনুদান দেয়া হয়েছে। প্রকল্পভুক্তির পূর্বে অনেক দরিদ্র পরিবার এই পুষ্টি অনুদানের আওতায় এসেছে। তারা প্রতি মাসে ডিম, তেল, ও ডাল পাচ্ছে। এগুলো তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে সাহায্য করছে। অনেক পরিবারেই পুষ্টিকর খাবার তো দূরের কথা, দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াই কঠিন বিষয় ছিল। বর্তমানে এই পুষ্টি অনুদান পেয়ে উপকারভোগী মায়েদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে এবং তাদের বাচ্চাদের পুষ্টির ঘাটতিও মেটাতে পারছে।
  - ✓ কিশোরীদেরকে ঋতুকালীন প্যাড, প্যান্টিসহ আয়রন, ফলিক এসিড, ক্যালসিয়াম, কৃমির ট্যাবলেট, ইত্যাদি দেয়া হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীরা জানান, পূর্বে কিশোরী মেয়েরা সংকোচের কারণে নিজের

সমস্যা নিয়ে কারো সাথে আলোচনা করতো না। প্রকল্প থেকে কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে কার্যক্রম নেয়ার ফলে তারা স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপন সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।

পৌরসভা/ সিটি কপোরেশনের সার্ভিস পাপ্তি সহজ হয়েছে

বেশিরভাগ সিডিসি সদস্যরা মনে করেন –

'জন্ম সনদ/মৃত্যু সনদ/ট্রেড লাইসেন্স/ওয়ারিশান সার্টিফিকেট/চারিত্রিক সনদ/হোল্ডিং ট্যাক্স/গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ পানি সরবরাহ সেবা সমূহ পাওয়া আগের তুলনায় সহজ হয়েছে। তবে গাজীপুর, ঢাকা দক্ষিণ, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত উপকারভোগী সদস্যরা জানান, এসকল সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে আগের তুলনায় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এসব সেবা পেতে এখনো দিনের পর দিন ঘুরতে হয়। একবার বাইরের অনলাইন দোকানগুলোতে, আবার কখনো সিটি কর্পোরেশনে যেতে বলা হয়। একটি জন্ম সনদ নিতে কখনো কখনো ১৫ থেকে ২০ দিন পর্যন্ত সময় লেগে যায়।'

প্রকল্প সম্পর্কিত সার্বিক মতামত

অংশগ্রহণকারীদের মতে, প্রকল্পের সবল বা ইতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে- কমিউনিটি পর্যায়ে দরিদ্রদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি; দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ; কমিউনিটি সংগঠনের নেত্রীদের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি; সামাজিকভাবে ও পৌরসভা কর্তৃক নারী নেতৃত্ব স্বীকৃতি; এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

উপকারভোগীদের কাছে অনুদানের শতভাগ অর্থ সরাসরি পৌঁছে যায়, ফলে অনিয়মের কোন সুযোগ নাই। ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমের ফলে নিজেদের সঞ্চয় বাড়ছে এবং ঋণের টাকা বিনিয়োগ করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের ভাসমান পরিববারগুলোর জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিভিন্ন সার্ভিস পাওয়া (যেমন- সুপেয় পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) পূর্বের তুলনায় অনেক সহজ হয়েছে। দরিদ্র গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদানকারী মা ও শিশুদের পুষ্টি অনুদান প্রাপ্তির ফলে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বাল্য বিবাহ হ্রাস ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে মহিলাদের সরাসরি অংশগ্রহণের ফলে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত সহ নির্মাণ কাজে মনিটরিং দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অংশগ্রহণকারীদের মতে প্রকল্পের সুযোগগুলো হচ্ছে, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিডিসি, ক্লাস্টার, ফেডারেশন) তৈরি করা ও আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করা। সিডিসি, ক্লাস্টার, টাউন ফেডারেশনকে সংগঠন হিসাবে পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশনের মূলধারায় যুক্ত করা। দরিদ্র মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা। পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের বাজেটে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ নিশ্চিত করা। জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে দরিদ্রদের মবিলিটি বেড়েছে এবং তাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত উন্নয়নের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। দরিদ্র মানুষের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত হবে। স্থানীয়ভাব উদ্যোক্তা তৈরি করা। সরকারি-বেসরকারি ও কমিউনিটি সংগঠনগুলোর মধ্যে কার্যকর লিংকেজ ও পার্টনারশিপ তৈরি হবে। পৌরসভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা ব্যবস্থা কার্যকর করা।

প্রকল্পের ঝুঁকির বিষয়ে তারা জানান, গভার্নেন্স সিস্টেম/সুশাসন প্রত্যাশিত মাত্রায় অর্জিত হয়নি। সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন, কমিউনিটিতে ব্যক্তিগত জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সেভিংস ও ক্রেডিট গ্রুপ থেকে নেয়া ঋণ অনাদায়ী হওয়ার সম্ভাবনার ফলে সিডিসিসমূহের স্থায়ীত্ব নিয়ে আশঙ্কা। প্রকল্পের শেষে কাজের গতি ধরে রাখা এবং টেকসইকরণ।

- অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ এলাকার সিডিসি সদস্যরা প্রকল্পটি চালু রাখার আহ্বান জানান। তারা মনে করেন বিভিন্ন এলাকায় এখনো অনেক দরিদ্র পরিবার প্রকল্প সেবার বাইরে রয়ে গেছে। এসকল পরিবারগুলোকে সেবা দেয়ার জন্য প্রকল্প চলমান রাখা প্রয়োজন।
  - ✓ সিডিসি সদস্যরা মনে করেন, প্রত্যেকটি হতদরিদ্র পরিবারকে স্বাবলম্বি করে তারপর প্রকল্প শেষ করলে ভালো হয়।
- প্রকল্প টেকসইকরণের জন্য এখন থেকেই কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। তাদের মতে- ব্যবসা অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, অধিক সংখ্যক উপকারভোগীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা উপবৃত্তি চালু রাখা ও মেয়াদ বৃদ্ধি, পয়নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা, সঞ্চয় গ্রুপ টিকিয়ে রাখার জন্য হিসাব রক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- দু-একটি এলাকা ছাড়া কোথাও দুই রুম বিশিষ্ট বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি এবং CHDF ঋণ বিতরণও লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় একেবারে নগণ্য। সদস্যরা মনে করেন- হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে দুই রুম বিশিষ্ট

বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং দরিদ্র পরিবারকে CHDF ঋণ প্রদান করা হলে তাদের আবাসন সমস্যা দূর হওয়ার মাধ্যমে এই প্রকল্প আরো টেকসই হবে। শহর এলাকায় অনেক দরিদ্র পরিবারেরই নিজস্ব আবাসন ব্যবস্থা নেই; এমনকি মানসম্মত পরিবেশে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকার সামর্থ্যও নেই। ফলে, এসব পরিবারগুলো অস্বাস্থ্যকর, নোংরা পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। তাই এ ধরনের পরিবারগুলোর জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রকল্প থেকে আবাসন কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন।

৩.১১ স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা

'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উপর ০৭/০৪/২০২২ তারিখে নগর ভবন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন'র বুড়িগঙ্গা হলে একটি স্থানীয় পর্যায়ে মত বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সভাপতি, ড. সোহেল ইকবাল, টাউন ম্যানেজার, এলআইইউপিসিপি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর প্রধান অতিথি আইএমইডি'র সেক্টর-৩ এর মহাপরিচালক জনাব মো. আব্দুল মজিদ, এনডিসি-র সম্মতিক্রমে 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উপর পান্না কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে টিম লিডার কর্তৃক সমীক্ষা কাজের উপর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়। পরিশেষে, সভাপতি প্রকল্পের অগ্রগতি এবং প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন ফাইন্ডিংসের ওপর সকলকে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। কর্মশালায় উপস্থিত উপকারভোগী এবং প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের বক্তব্য ও মতামত প্রদান করেন।

স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালার সারসংক্ষেপ

১. প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে এলাকায় নারী নেতৃত্বের বিকাশ, ও নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। তারা এখন নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে দলগত ভাবে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করেছেন। সঞ্চয় করছেন, এবং ব্যবসা অনুদান নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে পরিবারে সচ্ছলতা আনতে পেরেছেন।

২. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অনেক উপকারভোগী টেইলারিং, বিউটি পার্লার, ড্রাইভিংসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ পেয়ে চাকুরী কিংবা আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, এবং পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছেন।

৩. আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানান- বস্তি এলাকাগুলোতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে ছিল, তাদের সচেতনতার অভাব ছিল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্ধারিত বিরতিতে ক্যাম্পেন পরিচালনা, বিভিন্ন কমিটির মিটিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং কোন সমস্যা হলে কীভাবে সমধান করতে হবে, এই ব্যাপারে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. অংশগ্রহণকারীদের মতে প্রকল্পে তালিকাভুক্ত উপকারভোগীরা সঠিকভাবে সেবা পাচ্ছেন। তবে, এখনো সেবা পাওয়ার যোগ্য অনেক বস্তিবাসী প্রকল্পের সেবার বাইরে রয়ে গেছে। এদেরও প্রকল্পের আওতায় আনা প্রয়োজন বলে তারা মনে করেন। বিশেষ করে পুষ্টি, ব্যবসা অনুদান ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫. তারা জানান সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ থেকে ঋণ অনুদান পেতেও প্রায় তিন সপ্তাহ সময় প্রয়োজন। একক ব্যবসার ক্ষেত্রে ১০,০০০ টাকা এবং গ্রুপের জন্য ২০,০০০ টাকা ব্যবসা অনুদান দেয়া হয়। সকল লেনদেন ব্যাংক একাউন্ট কিংবা রকেট-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

৬. সিডিসিতে অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে লিডাররা দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। ক্রয় কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে পণ্যের দাম নির্ধারণ করা হয়। কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি যে ভেন্ডার সবচেয়ে কম মূল্যে সরবারহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়, সেখান থেকে ক্রয় করা হয়।

৭. উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় ভোটার হওয়া আবশ্যক। এর ফলে উপকারভোগীরা কে কোন এলাকার, এবং কোন ওয়ার্ডের অধিবাসী তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মী, ও কাউন্সিলররা সহজেই চিহ্নিত করতে পারেন।

৩.১২ জাতীয় কর্মশালা

'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদনের উপর ২৩/০৫/২০২২ তারিখে আইএমইডি'র সম্মেলন কক্ষে একটি জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সভাপতি জনাব মো. আব্দুল মজিদ, এনডিসি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর প্রধান অতিথি, মাননীয় সচিব, আইএমইডি, জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান-এর সম্মতিক্রমে 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে নিয়োজিত পান্না কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণীত সংশোধিত ২য় খসড়া প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। পরিশেষে, সভাপতি খসড়া প্রতিবেদনের

ওপর সকলকে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিবেদনের উপর তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন যা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

জাতীয় কর্মশালার আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ:

১. মুখ্য আলোচক জনাব মো. মতিয়ার রহমান, মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩, আইএমইডি-এর মতে, সার্বিকভাবে প্রতিবেদনটি ভালো হয়েছে। তবে, প্রতিবেদনটি আরো সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি কিছু পরামর্শ প্রদান করেন।
প্রতিবেদনের প্রচ্ছদের প্রথম ছবিটি পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং নির্বাহী সার-সংক্ষেপটি আরো পরিমার্জন করা প্রয়োজন। নির্ঘণ্ট বা Glossary অংশটুকু বাংলা রিপোর্টের ক্ষেত্রে বাংলায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো বাদ দিয়ে প্রতিবেদনটি আরও সংক্ষিপ্ত করার সুযোগ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়নযোগ্য এই প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজনে পরামর্শক ব্যয় যথেষ্ট বেশি, কিন্তু এ সম্পর্কে কোন পর্যবেক্ষণ নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি আরো বলেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২.১৪ অনুচ্ছেদটি চূড়ান্ত রিপোর্ট থেকে বাদ দিতে হবে এবং একই অধ্যায়ের উপ-অনচ্ছেদ ২.৩.৯ থেকে 'যদি থাকে' শব্দগুচ্ছ বাদ দিতে হবে। এছাড়া কেস স্টাডিতে প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে যারা সফল হতে পারেনি (যদি থাকে), এমন দুই/একটি কেসস্টাডি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এবং প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা নং ২৬ ও ২৭-এর চিত্র নং-২.৩, ২.৪, ২.৫-এ বর্তমান ছবির পরিবর্তে চূড়ান্ত রিপোর্টে রঙিন ছবি যুক্ত করা বাঞ্চনীয়।

২. বিশেষ অতিথি ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, মহাপরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, তৃতীয় অধ্যায়ের ৩.১.২ উপ-অনুচ্ছেদের পর্যালোচনায় জিওবি অংশের প্রাক্কলনের বিপরীতে অর্থছাড় ও ব্যয়ের অংশটুকু পরিমার্জন করতে হবে এবং একই অধ্যায়ের ৩.২ অনুচ্ছেদের বড় প্যারাগুলো ভেঙ্গে ছোট প্যারায় নিয়ে আসতে হবে। FAPAD অডিট সংক্রান্ত তথ্যে বছর ভিত্তিক কয়টি অডিট ছিল, এবং অডিট আপত্তির মোট অর্থের পরিমাণ কত তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের ৩.২ অনুচ্ছেদের সারণি ৩.৩ এর ৫ ও ৬ নং কলাম প্রয়োজন না থাকলে বাদ দিতে হবে এবং ৩.৪ অনুচ্ছেদের সারণি ৩.৪, ৩.৫, ও ৩.৬-এর পর্যালোচনা অংশে কলেবর ছোট হয়েছে।

৩. প্রধান অতিথি জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান, মাননীয় সচিব, আইএমইডি মহোদয় বলেন, চতুর্থ অধ্যায়ের "দুর্বল দিকসমূহের" 'কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের আওতায় সকল দরিদ্র পরিবার বিশেষ করে যারা স্থানীয় ভোটার নয় তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে না পারা' অংশটি প্রতিবেদনের "ঝুঁকিসমূহ" অংশে স্থানান্তর করতে হবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের সুপারিশসমূহে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ দিতে হবে এবং লো-কস্ট হাউজিং এর ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত অন্য কি কারণে বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়নি।
কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভবিষ্যতে নেয়া প্রকল্পের জন্য কোন ব্যাক-আপ প্ল্যান সুপারিশ করা গেলে ভালো হয় বলে মত দেন, এবং "পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রভাব" অনুচ্ছেদে মাসিক আয় গ্রুপে আয়ের যে গড় বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে তা সময়ের গ্যাপ, ও মূল্যস্ফীতির হার বিবেচনায় যথেষ্ট কিনা তার পর্যালোচনা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. সভাপতি ও আইএমইডি'র সেক্টর-৩ এর মহাপরিচালক জনাব মো. আব্দুল মজিদ, এনডিসি, বলেন যে, পঞ্চম অধ্যায়ের ৫.১.১ থেকে ৫.১.২২ উপ-অনুচ্ছেদের স্থলে ৫.১ থেকে ৫.২২ অনুচ্ছেদ আকারে দিতে হবে এবং একই অধ্যায়ের ৫.১.১৬, ৫.১.১৭, ও ৫.১.১৮ উপ-অনচ্ছেদকে পরিমার্জন করে লিখতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে প্রতিবেদনটি তুলনামূলক ভালো হয়েছে প্রতীয়মান হলেও প্রতিবেদনে বানান ও ভাষাজনিত কিছু ত্রুটি রয়েছে, যা সংশোধন করা প্রয়োজন। একজন পেশাদার Proof Reader এর মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের বানান ও ভাষাজনিত ত্রুটি পরিহার করার বিষয়ে তিনি পরামর্শ দেন। তিনি কর্মশালায় উপস্থিত বিভিন্ন বক্তার মন্তব্যের আলোকে প্রতিবেদনটি যথাযথ সংশোধন করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.১৩ কেস স্টাডি

উপকারভোগীদের উপর প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য কিছু কেস স্টাডিও করা হয়েছে। নিচে কয়েকটি কেস স্টাডি তুলে ধরা হলো।

কেস স্টাডি-১: জাহেদার জীবনে বিপর্যয়ের অমানিশা ও উত্তরণের আলোক বিন্দু

চিত্র ৩.২৬
নিজের সবজির দোকানে জাহেদা বেগম

জাহেদা বেগম বয়স (৪০), পিজি- কাঁঠাল, সিডিসি-খাজা মঞ্জিল পশ্চিম, কক্সবাজার পৌরসভা, কক্সবাজার। তার স্বামী-গুরা মিয়া অসুস্থ এবং বর্তমানে উপার্জনে অক্ষম। জাহেদার নয় সদস্যের পরিবারের উপার্জনের একমাত্র ব্যক্তি ছিল তার বড় ছেলে আরিফ। আরিফ পেশায় ট্রাক ড্রাইভার এবং পাশাপাশি তাদের একটা ছোট সবজির দোকান আছে। কিন্তু করোনাকালীন সময়ে পুঁজির অভাবে সবজির দোকান বন্ধ হয়ে যায়। ছেলের উপার্জনে জাহেদার সংসার খুব ভালো ভাবেই চলছিলো। তাদের এই সুখের সময় বেশিদিন স্থায়ী না। বিগত ০১-০৮-২০২০ তারিখে হঠাৎ করে তার জীবনে নেমে এলো অমানিশার কালো রাত। প্রতিদিনের মত জাহেদা পরিবারের সাথে রাতে খাবার শেষে ঘুমাতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় মোবাইল বেজে উঠলো, মোবাইলের অপরপ্রান্ত থেকে বলে উঠলো, 'আপনার ছেলে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে।' জাহেদার পরিবারের উপার্জনক্ষম একমাত্র ব্যক্তির মৃত্যুর পর তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। সংসারের খরচ, ছেলেদের পড়াশোনার খরচ, তার মাঝে আবার মৃত ছেলের বৌ ছিলো গর্ভবতী, এমন অবস্থায় জাহেদার ঠিক কি করণীয় তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তখনি কিছুটা আশার আলো হয়ে উঠে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।

প্রকল্পের ব্যবসা অনুদান হতে ১০,০০০ টাকা অনুদান পেয়ে জাহেদা তার অন্য ছেলেকে নিয়ে বন্ধ সবজির দোকানটি আবার চালু করলেন। বর্তমানে তাদের দোকান বেশ ভালোভাবেই চলছে। দোকানের আয় দিয়ে তাদের পরিবারের খরচ, ছোট ছেলেদের পড়াশোনার খরচ ভালোভাবে মেটাতে পারছেন। জাহেদার ভাষায়-

'প্রকল্প থেকে পাওয়া এই আনুদান আজ আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, তাই আমি প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ।'

কেস স্টাডি-২: রুবি, একজন সফল সেলাই কর্মী

নারীর সফলতা অর্জনের পথে যুগ যুগ ধরে হাজারো প্রতিবন্ধকতার ইতিহাস রয়েছে। এসকল প্রতিবন্ধকতা জয় করে সমাজে যেসকল নারী নিজেকে সাফল্যের দুয়ারে নিয়ে এসেছেন তাদেরই একজন সাহসী খাদিজা আক্তার রুবি।

চিত্র ৩.২৭
সেলাই মেশিনে কর্মরত রুবি

অভাবের সংসার, পরিবারের চার সদস্য নিয়ে রুবি চট্টগ্রাম সিটিকোর্পরেশনের ২৬ নং ওয়ার্ডয়ের পাঁচঘর পাড়া সিডিসিতে বসবাস করেন। দিনমজুর স্বামী পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। স্বামীর একার রোজগারে পরিবারের সকল মৌলিক চাহিদা মিটানো খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। এহেন কষ্টকর পরিস্থিতিতে রুবি তার স্বামীর সাথে সংসারের হাল ধরার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। এমতাবস্থায়, কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে ২০১৮ সালে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন উপকারভোগী হিসেবে রুবির নাম চূড়ান্তভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়। রুবি রংধনু ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং সেন্টার থেকে দীর্ঘ ৬ মাস আন্তরিকতার সাথে সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেন। কোর্স চলাকালীন সময়ে তিনি যাতায়াত ও টিফিন বাবদ ৯,০০০ টাকা প্রকল্প থেকে অনুদান হিসেবে পান।

ছাব্বিশ বছর বয়সী রুবি প্রশিক্ষণ শেষ করে গার্মেন্টসে যোগদান না করে অনুদানের টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এই সেলাই মেশিনে তার দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় প্রতি মাসে কমপক্ষে ৬,০০০ টাকা আয় করছেন। বিভিন্ন উৎসব, পার্বণ, ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় তার আয় অনেক বেশি হয়। রুবি তার আয়ের টাকা দিয়ে এখন স্বামীর পাশাপাশি পরিবারের ভরণপোষণে অবদান রাখছেন। তিনি জানান- খাদিজা আক্তার রুবি তার সন্তানদের ভালোভাবে পড়াশোনা করিয়ে আলোকিত মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তিনি তার উদ্যোগকে আরও অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান, যাতে করে তার মতো সুবিধাবঞ্চিত নারীরা শোভন পরিবেশে কাজ করার সুযোগ পায়।

'লকডাউনে স্বামীর আয় রোজগার বন্ধ হয়ে গেলেও আমি সেলাই কাজ বন্ধ করিনি। আমি নিজের কাজ চালিয়ে গেছি। করোনা পরিস্থিতিতেও আমার পরিবার কখনো না খেয়ে থাকেনি।'

সফলতাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। তবে, যার যার ক্ষেত্র থেকে সফলতা ভিন্নমাত্রার হয়ে থাকে। এই ভিন্ন মাত্রার সফলতার স্বাদ আস্বাদন করতেই নিরলস পরিশ্রম করে এগিয়ে যাচ্ছেন খাদিজা আক্তার রুবির মতো একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।

কেস স্টাডি-৩: আমেনা বেগম, একজন সফল পুষ্টি এবং নারী বান্ধব উদ্যোক্তা

চিত্র ৩.২৮
নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পুষ্টি এবং নারী বান্ধব কর্নারে রক্তচাপ পরীক্ষায় ব্যস্ত আমেনা বেগম

আমেনা বেগম, গোপালগঞ্জ পৌরসভার ০৯ নম্বর ওয়ার্ডের মার্কাস মহল্লায় থাকেন। তার স্বামী রফিকুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছেন। তাদের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল মার্কাস মহল্লায় "মা স্টোর" নামক একটি ছোট মুদির দোকান। এই দোকান থেকে তারা অল্প কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। আমেনা বলছিলেন, ওই টাকা দিয়ে তাদের সংসারের খরচ, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ, এবং স্বামীর চিকিৎসা চালানো খুব কঠিন ছিল। সে সময় তিনি প্রতিনিয়ত চিন্তা করতেন, কীভাবে সংসারের খরচ জোগাড় করবেন।

২০২০ সালের জুন মাসে, তিনি হঠাৎ জানতে পারেন যে, LIUPC প্রকল্পের অধীনে ০৩ নং স্বস্তি ক্লাস্টারের নারী উপকারভোগীদেরকে পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় ফুড বাস্কেট বিতরণ করার লক্ষ্যে পুষ্টী উদ্যোক্তা তালিকাভুক্ত করা হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে, এটি তার আয়ের অন্যতম একটি উৎস হতে পারে। কিন্তু সেই সময়ে, ভেন্ডর নির্বাচন প্রক্রিয়ার মানদন্ড পূরণ করার জন্য তার ট্রেড লাইসেন্স এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। একজন কমিউনিটি নেত্রীর সহায়তায় তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে ট্রেড লাইসেন্স এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার কাজ সম্পন্ন করেন। LIUPC-এর একজন পুষ্টি উদ্যোক্তা হিসাবে ০৩ নং স্বস্তি ক্লাস্টারে ফুড বাস্কেট বিতরণের জন্য তিনি ভেন্ডর নির্বাচিত হন। ব্যবসা শুরু করার পূর্বে পুষ্টি পরিষেবা সম্পর্কে তার কোন ধারনণাই ছিলো না। পুষ্টি উদ্যোক্তাদের জন্য ০৩ নং স্বস্তি ক্লাস্টার কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সেই প্রশিক্ষণ থেকে তিনি শিখেছেন কীভাবে রক্তচাপ, রক্তে শর্করা পরিমাপ করা হয়, শিশুদের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের জন্য ওজন, এবং উচ্চতা নেয়া, গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদানকারী মা এবং দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য পুষ্টি কার্ড পূরণ করা, এবং পুষ্টি বার্তা প্রচার করার কৌশল এবং পদ্ধতি।

অক্টোবর ২০২০ থেকে, আমেনা বেগম তার নিজের ব্যবসার পাশাপাশি ০৩ নং স্বস্তি ক্লাস্টারে ফুড বাস্কেট বিতরণ, পুষ্টি, ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবসা শুরু করেন। তিনি পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় ফুড বাস্কেট বিতরণ (ডিম, তেল এবং ডাল), MNP, ORS, Zink, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, স্যানিটারি ন্যাপকিন, রক্তচাপ, এবং রক্তে শর্করা পরীক্ষা করার জন্য পরিবেশন ও বিক্রয় কর্নার খুলেন।

আমেনা বেগম বলেন, "০৩ নং স্বস্তি ক্লাস্টারের সাথে ব্যবসা করে এবং আমার নিয়মিত ব্যবসার মাধ্যমে প্রতি মাসে বেশ ভালো আয় করছি। যা আমার সংসারের খরচ, সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ, এবং স্বামীর চিকিৎসার জন্য অনেক সহায়ক হয়েছে। মানুষেরা আমার কাছে তাদের রক্তচাপ, রক্তে শর্করা পরীক্ষা করার জন্য আসছেন। এই কাজ আমাকে

আনন্দ দেয় কারণ এটি আমার সামাজিক দায়বদ্ধতা। আমি তাদের কাছ থেকে একটি ন্যূনতম ফি গ্রহণ করে যথাযথভাবে পরামর্শ প্রদান করি। আমি এখন ব্যবসা করার জন্য যথেষ্ট সক্ষম। এমনকি, যখন ০৩ নং স্বস্তি ক্লাস্টারের সাথে আমার ফুড বাস্কেট বিতরণের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখনও আমি এই ব্যবসা ও পরিষেবা চলমান রাখতে সক্ষম হবো। কারণ, LIUPCP এর সাথে কাজ করে ব্যবসায়ী হিসেবে আমি পূর্বের চেয়েও অনেক দক্ষ হয়েছি।"

কেস স্টাডি-৪: ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর মাঝে আলো দেখালো শিক্ষা উপবৃত্তি

দ্রুত নগরায়নের ফলে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ যতটুকু সাফল্য লাভ করেছে, ঠিক তার বিপরীতে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে মেয়ে শিশুদের বিবাহের মাত্রা, সামাজিক অস্থিরতা, নিরাপত্তার অভাব, ও পারিবারিক ভাঙন ও মূল্যবোধ অবক্ষয়। যেসব সুবিধাবঞ্চিত মেয়েরা স্কুলগামী হচ্ছে তারা ঝরে পড়ছে মাঝখানেই এবং ঠেলে দেয়া হচ্ছে বাল্যবিবাহ নামক একটা অনিশ্চিত জীবনের দিকে। ইউনিসেফের তথ্য মতে - বাংলাদেশে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সের দুই-তৃতীয়াংশ কিশোরী বাল্যবিবাহের শিকার হয়। এসকল বাল্যবিবাহের ফলে ৪১% মেয়ে মাঝপথে স্কুল ত্যাগ করে। জরিপে দেখা গেছে যে, বাল্যবিবাহের পাশাপাশি পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে ৬৩% মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

চিত্র ৩.২৯
স্বপ্নের ডানা রাঙাতে ব্যস্ত তাসলিমা

মেয়েদের পড়াশোনা শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক পিতামাতা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও অভাবের কাছে তাদের হার মানতে হয়। তবুও যে কয়েকজন কিশোরী তাদের অদম্য ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, তাদের মধ্যে তাসলিমা আক্তার অন্যতম।

অভাবের সংসারে দিনমজুর বাবার পক্ষে পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। অভাবের তাড়নায় তাসলিমার পরিবার নোয়াখালী ত্যাগ করে কাজের সন্ধানে চট্টগ্রামের ৩৬নং ওয়ার্ডের নিমতলা সোলেমান উকিল কলোনিতে ঠাঁই নেয়। এখানেও বাবার রোজগারে পরিবারের ব্যয়ভার নির্বাহ করা অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায়, তাসলিমার মা রানু বেগম মানুষের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ শুরু করেন। রানু বেগমের ইচ্ছা তার একমাত্র মেয়ে তাসলিমাকে পড়াশোনা করিয়ে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে রানু বেগম তার মেয়েকে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করান। পরিবারে অভাব যখন আরও তীব্রভাবে দেখা দেয়, তখন মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালানো রানুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বন্ধ হয়ে যায় তাসলিমার পড়াশোনা। এইদিকে মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য বাবা উঠে পড়ে লাগেন। নাছোড়বান্দা রানু বেগম উপায়ান্তর না দেখে মেয়ের পড়াশোনার ব্যয়ভার বহনের জন্য চারিদিকে কাজ খুঁজতে থাকেন। একটা সময় রানু বেগম ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়লে, তার আশা গুড়েবালিতে পরিণত হয়। আশাহত রানুর মেয়ের পড়াশোনার জন্য এগিয়ে আসে কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটি (সিডিসি)। তাদের একান্ত সহযোগিতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় তাসলিমার নাম চূড়ান্ত ভাবে নথিভুক্ত করা হয়।

শিক্ষা উপবৃত্তি হিসেবে প্রকল্প থেকে তাসলিমা ৯,০০০ টাকা পায়। উক্ত টাকা পেয়ে তাসলিমা তার মায়ের স্বপ্ন পূরণে নতুনভাবে পড়াশোনা শুরু করে। তাসলিমা এখন নবম শ্রেণিতে পড়ে। শিক্ষা উপবৃত্তির প্রাপ্ত টাকা থেকে তাসলিমা তার নিজের জন্য স্কুলের ড্রেস, খাতা কলম ও স্কুল ব্যাগ ক্রয় করছে। শিক্ষা উপবৃত্তি পাওয়ার অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ১৪ বছর বয়সী বয়সী তাসলিমা বলেন-

'টাকার অভাবে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেলে আব্বা বিয়ে দেয়ার খুব চেষ্টা করেছিলেন। উপবৃত্তি পেয়ে আমি এখন অনেক খুশি। পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমি আমার মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে চাই।'

প্রকল্পের মাঠকর্মীদের নিয়মিত পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণের ফলে তাসলিমা এখন পড়াশোনায় খুব মনোযোগী। রানু বেগম তার মেয়ে তাসলিমাকে জীবনের বিনিময়ে হলেও ভালভাবে পড়াশোনা করিয়ে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে বিয়ে দিবেন

বলে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, শহরের সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলোর মেয়েদের যদি শিক্ষা উপবৃত্তির পাশাপাশি কাজ শেখার জন্য কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়, তাহলে পরিবারগুলোতে অভাব থাকবে না। মেয়েদেরও তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হবে না।

কেস স্টাডি-৫: বাক প্রতিবন্ধী সুমনা শেখের গল্প

চিত্র ৩.৩০
বাক প্রতিবন্ধী সুমনার আলোকিত পথ যাত্রা

সুমনা শেখ, ১৬ বছরের কিশোরী। সে জন্মগতভাবে বাক প্রতিবন্ধী। জন্মের সময় তার প্রতিবন্ধিতার কথা বাবা-মা বুঝতে পারেনি। কিন্তু দুই বছর বয়সে সুমনার পরিবার বুঝতে পারেন যে সে কথা বলতে পারে না। সুমনার দরিদ্র বাবা-মা তখন স্থানীয় হাসপাতাল, কোয়াক ডাক্তার, এবং ঝারফুঁকের মাধ্যমে তার চিকিৎসা করান। তার প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে ডাক্তাররা নিশ্চিত হন এবং স্থানীয়ভাবে ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করার চেষ্টা করেন। স্থানীয় পর্যায়ে বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নত চিকিৎসার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় তারা সুমনার উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার করেন। কিন্তু দরিদ্র পিতা-মাতার পক্ষে ঢাকায় উন্নত চিকিৎসার ব্যয় বহন করার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। সুমনা তার সমস্যাগুলো নিয়েই ধীরে ধীরে তার বাবা-মায়ের বাড়িতে বেড়ে ওঠে। ২০১৩ সালে ৫ বছর বয়সে, সুমনার মা তাকে "বর্ণ প্রতিবন্ধী স্কুল" নামের একটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন যা, তাদের ভাড়া বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। স্কুল শিক্ষকদের বিশেষ যত্ন এবং তত্বাবধানে সুমনা তার পড়াশোনা চালিয়ে যায়। এখন সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী।

চিত্র ৩.৩১
বাক প্রতিবন্ধী সুমনার তৈরি হাতের কাজ

দুর্ভাগ্যবশত, সুমনারা দুই বোন ও এক ভাইও বাক প্রতিবন্ধী। তার বাবা জুবায়ের শেখ একজন দিনমজুর এবং মা শাবানা বেগম শহর এলাকায় চুক্তিভিত্তিক গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। স্বল্প উপার্জন থেকে ৬ সদস্যের পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করার মতো সামর্থ্য তাদের ছিল না। বেশির ভাগ সময়ই তারা কষ্টে দিন পার করেছে এবং দিনে একবার করে খাবার খেয়েছে।

গোপালগঞ্জ শহরে ২০১৯ সালে, LIUPCP প্রকল্প চালু হয়। কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রাথমিক দল এবং সিডিসি গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র লোকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করে। এই সাংগঠনিক পর্বে সুযোগ কড়া নাড়ে সুমনাদের দরজায়। সুমনার মা শাবানা বেগম গোপালগঞ্জ পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের অধীনে অন্যান্য দরিদ্র প্রতিবেশীদের সাথে জবাদল, আরামবাগ সিডিসিতে প্রাথমিক দল সদস্য হিসাবে নথিভুক্ত হন।

দারিদ্র্যের কারণে শাবানা বেগম পক্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ হয়নি এবং তার স্বামী শুধু নাম স্বাক্ষর করতে পারেন। কিন্তু দুজনেই তাদের সন্তানদের পড়াশোনা চালিয়ে নিতে আগ্রহী কারণ, তাদের পর্যাপ্ত পড়াশোনা না করার আক্ষেপ ছিল। বিশেষ করে সুমনার মা সন্তানদের পড়াশোনার ব্যাপারে আগ্রহী থাকলেও খরচ বহন করতে পারছিলেন না। LIUPCP প্রকল্পের আওতায় বাল্যবিবাহের হার কমাতে শিক্ষা অনুদান শুরু করে। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ এমপিআই স্কোর এবং প্রাক যাচাইকরণের ফলাফল অনুসারে সুমনাকে শিক্ষা অনুদানের জন্য অনুমতি দেয়। কারণ, সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী (PWD) ছিল।

২০২০ সালের কোভিড পরিস্থিতি এবং দেশব্যাপী লক ডাউনে সুমনার পরিবার আবার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। সুমনার মা যেখানে কাজ করতেন সেসব বাড়ির মালিক ৩ মাসের জন্য কাজ বন্ধ করে দেন এবং তার বাবাও দৈনিক শ্রমের কাজ হারায়। কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে স্কুলটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুসারে

১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে আবার চালু হয়। সুমনার মা মেয়েকে স্কুলে পাঠানোর প্রস্তুতি নিতে গিয়ে দেখলেন পুরানো স্কুল ড্রেস সুমনার শরীরের তুলনায় ছোট হয়ে গিয়েছিল। তার জন্য নতুন জামা, জুতা এবং কিছু শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন। এই সময়ের মধ্যে, সুমনা LIUPC প্রকল্প থেকে অন্য ৭৪ জন কিশোরীর সাথে শিক্ষা অনুদান হিসাবে নয় হাজার টাকা পেয়েছে এবং নতুন স্কুল ড্রেস, জুতো এবং শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহের জন্য এই অনুদানের টাকা ব্যবহার করেছে। সুমনা এখন আনন্দের সাথে নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। তার শ্রেণিশিক্ষকের মতামত অনুসারে, সুমনা তার পড়াশোনায় মনোযোগী, খুব সৃজনশীল, এবং ভদ্র মেয়ে; সে ক্লাসে প্রথম হয়েছে। লকডাউনের সময়, সুমনা বিভিন্ন ধরণের রঙিন উপকরণ তৈরি করেছে।

"বর্ণ প্রতিবন্ধী স্কুল"-এ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই স্কুলটিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। সুমনা এখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। গোপালগঞ্জে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য অষ্টম শ্রেণির পর আর শিক্ষার সুযোগ না থাকায় শেষ পর্যন্ত ঝরে পরতে হবে সুমনার মত সম্ভাবনাময় একটি শিশুকে। সুমনার মত এমন লক্ষ লক্ষ মেয়ে আজ স্কুলে যায় না; বৈষম্য, দারিদ্র, এবং সামাজিক সংস্কৃতির কারণে তারা শিক্ষার বাইরে রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, তার মা তাকে সেলাই মেশিন কেনার জন্য কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সহায়তা পেলে তাকে বাড়িতে কাপড় সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা ভাবছেন। এটি সুমনার দক্ষতা বিকাশের জন্য সহায়ক হবে। তার মা প্রতিজ্ঞা করেছেন মেয়েকে আঠারোর বছর বয়স হওয়ার আগে বিয়ে দেবে না। স্বাবলম্বী না হয়ে বিয়ে করবে না জানিয়ে সুমনা মাথা গিঁট (সাংকেতিক ভাষা) দ্বারা তার মতামত প্রকাশ করে।

কেস স্টাডি-৬: রিজিয়া: দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে এক যোদ্ধার নাম

রিজিয়ার স্বামী মো. ইদ্রিস আলী ২০০২ সালে একটি ফল গাছ থেকে পড়ে গেলে তার মেরুদন্ডের হাড় ভেঙ্গে যায়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর, তিনি ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটা শুরু করেন, কিন্তু পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করা তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাদের বড় ছেলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ত আর অন্যজনের বয়স আট মাস।

চিত্র ৩.৩২
পঙ্গু স্বামীর সাথে দাঁড়িয়ে রিজিয়া (বামে)
নিজের মুদি দোকানে ব্যস্ত রিজিয়া (ডানে)

তারা খুবই অসহায় হয়ে পরে। অন্য কোন বিকল্প না পেয়ে রিজিয়া ২০০৪ সালে তার বসার ঘরের পাশে একটি মুদির দোকান শুরু করেন। শুরু হয় তার কঠোর সংগ্রামের পথ চলা। ২০১২ সালে বারখাদা মধ্যপাড়া কুষ্টিয়া পৌরসভার অধীনে চলে গেলে পরবর্তীতে LIUPCP এই এলাকায় কাজ শুরু করে। রিজিয়া একটি প্রাথমিক গ্রুপের সদস্য হন। তিনি LIUPCP-এর অধীনে নারীবান্ধব ব্যবসায়িক কর্নারের একজন বিক্রেতা হিসেবে নির্বাচিত হন। পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে আজ তার বড় ছেলে এমবিএ পড়ছে এবং ছোট ছেলে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, করোনা তার ব্যবসাকে আবার হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে এবং মাস খানেক পূর্বে তার স্বামী স্ট্রোক করেন। এখন সে আবার নিজেকে অসহায় বোধ করলেও LIUPCP প্রকল্পের সাহায্যে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রিজিয়া বলেন, “LIUPCP -এর কাছ থেকে এই সহায়তা না পেলে আমি আমার পরিবার টিকিয়ে রাখতে পারতাম না”। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে একদিন তার সন্তানরা চাকরি পাবে আর শেষ হবে তার জীবন যুদ্ধের সংগ্রাম।

কেস স্টাডি-৭: করোনায় পুঁজি হারিয়েছেন ফাতেমা আক্তার

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের খোরাদিপাড়া সিডিসি এলাকায় বসবাস করতেন ২৯ বছর বয়সী ফাতেমা আক্তার। তার স্বামী মো. জাকির হোসেন একজন দিনমজুর। তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য।

চিত্র ৩.৩৩
করোনায় পুঁজি হারিয়েছেন ফাতেমা আক্তার

২০২০ সালে, পরিবাবের সচ্ছলতা ফেরাতে ফাতেমা আক্তার প্রকল্প থেকে ব্যবসায়িক অনুদান হিসাবে ১০,০০০ টাকা নিয়ে ছোট আকারে পোল্ট্রি ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারিকালীন লকডাউনের ফলে নগর দরিদ্রদের কাজের সুযোগ সীমিত হয়ে যায়, এবং তাদের জীবনযাত্রা চড়ম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। দিনের পর দিন ফাতেমার স্বামী ঘরে বেকার বসে থাকে। পরিবারের দৈনন্দিন ব্যয় ভার বহন করা দুরূহ হয়ে পড়ে; বাসা ভাড়াও ঠিকভাবে পরিশোধ করা যাচ্ছিল না। পারিবারিক খরচ মিটাতে গিয়ে ফাতেমা আক্তারের নিজের সঞ্চিত অর্থ এবং ব্যবসার পুঁজি ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়। একসময় পরিবারের দৈনন্দিন ভরণপোষণের ব্যয় কমাতে তারা খোরাদিপাড়া ছেড়ে অন্যত্র চলে যান।

কেস স্টাডি-৮: ফরিদা কাপড়ের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে

মিসেস ফরিদা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীন সায়দাবাদ ওয়াশ কলোনী সিডিসির পিজি সদস্য। তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য। তার স্বামী আয়-রোজগারের জন্য কোনো কাজ করেন না। চার সদস্যের পরিবারে, স্বামী ছাড়াও একজন ১৩ বছরের ছেলে এবং অন্যজন ১১ বছরের মেয়ে। ২০১৯ সালে, ফরিদা ব্যবসায়িক অনুদান হিসেবে ১০,০০০ টাকা পেয়েছিলেন। অনুদানের টাকায় তিনি কাপড় বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। সেই সময়েই কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে ব্যবসার কাজ বিঘ্নিত হয় এবং আয়-রোজগার হ্রাস পায়। দুই-তিন মাস ব্যবসা চালানোর পর অনেকদিন ব্যবসার কাজ বন্ধ থাকে এবং ব্যবসার পূঁজি দিয়ে সংসারের খরচ মিটাতে হয়েছে। এভাবে ধীরে ধীরে পুঁজি হারিয়ে তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ (SWOT) পর্যালোচনা

৪.১ প্রকল্পের সবলতা-দুর্বলতা-সুযোগ-ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ

SWOT বিশ্লেষণ যেকোন উন্নয়ন প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ বা মূল্যায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় চলমান প্রকল্পের SWOT Analysis অর্থাৎ প্রকল্পের সবলতা (Strenghts), দুর্বলতা (Weaknesess), সুযোগ (Opportunities) এবং ঝুঁকি (Threats) সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.১.১ সবল দিকসমূহ (Strenghts)

প্রকল্পের সবল দিক হলো উক্ত প্রকল্পটির অভ্যন্তরীন ইতিবাচক শর্তাবলী, যেগুলো সফলতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে চালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চলমান এই প্রকল্পের সবল দিকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- বেজলাইন স্টাডির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- সমজাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের পুর্ব অভিজ্ঞতা;
- কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্পের নিজস্ব অডিট টিম, ইউএনডিপির অডিট টিম এবং FAPAD কর্তৃক নিয়মিতভাবে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- প্রকল্প টেকসইকরণে ডিপিপি'তে সুনির্দিষ্ট এক্সিট প্ল্যানের সন্নিবেশ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৪.১.২ দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesess)

কোন উন্নয়ন প্রকল্প যত দক্ষতার সাথে প্রণয়ন/বাস্তবায়ন করা হোক না কেন প্রকল্পে কিছু না কিছু অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে, যেগুলোর কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মন্থর এবং বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ফলে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়। এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দুর্বলতাগুলো হলো:

- ডিপিপি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের কার্যক্রম, মেয়াদ এবং ব্যয় প্রাক্কলন যথাযথ না হওয়া; Log-frame-এ OVI'তে প্রকল্পের বর্ণনা, বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক, যাচাইয়ের মাধ্যম, গুরুত্বপূর্ণ অনুমান এবং লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট দেয়া থাকলেও, ইনপুট এবং বছর ভিত্তিক সময় নির্দেশক কোন সূচক দেয়া নেই;
- ডিপিপি-এর সংস্থান অনুযায়ী অর্থছাড় না হওয়া, এখানে উল্লেখ্য যে কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে দাতাসংস্থা (এফসিডিও) কর্তৃক প্রকল্পের বাজেট হ্রাস/পরিমার্জন করা হয়েছে;
- 'লো কস্ট হাউজিং'-এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে বাধা প্রদান;
- 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি' বিষয়ক পরিপত্র অনুযায়ী ডিপিপিতে পিআইসি এবং পিএসসি সভার আয়োজনের পরিকল্পনা না করা;
- কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের আওতায় সকল দরিদ্র পরিবার বিশেষ করে যারা স্থানীয় ভোটার নয় তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে না পারা;
- সংগঠনগুলোর স্থায়ীভাবে মিটিং রুম/বসার স্থান না থাকায় পারস্পারিক যোগাযোগ ব্যাহত হয়;
- পৌর অফিস এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সমন্বয় না থাকলে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি আছে, যেমন- প্রকল্পের ক্রয় কমিটি দক্ষ নয়;
- ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন।

৪.১.৩ সুযোগসমূহ (Opportunities)

সাধারণত বাহ্যিক ইতিবাচক শর্তাবলীসমূহ যেকোন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সুযোগগুলো হলো:

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে সামজিক সংগঠন তৈরি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- শিক্ষা উপবৃত্তির মাধ্যমে বাল্য বিবাহ এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ;
- আয়ের বিকল্প উৎস তৈরি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন;

- সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপের মাধ্যমে সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টি, ঋণ গ্রহণ এবং নিজের সুবিধামত সময় ও পরিমাণে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা;
- নারীর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব গড়ে ওঠা;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সিডিসি, ক্লাস্টার, ফেডারেশনকে সংগঠন হিসাবে পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশনের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা;
- ফ্রন্ট লাইন কর্মীগণ (সিএফ, এসইএনএফ) পৌরসভার রিসোর্স হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ।

৪.১.৪ ঝুঁকিসমূহ (Threats)

কোন উন্নয়ন প্রকল্পের ঝুঁকি মানেই হলো প্রকল্পটির বাহ্যিক শর্তাবলী বা ফ্যাক্টরসমূহ। এই প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো হলো:

- বৈশ্বিক মহামারি কোভিড- ১৯ জনিত সংকট এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ;
- ব্যক্তিগত জমিতে অবকাঠামো নির্মাণ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়;
- নগর এবং শহরের বস্তি এলাকাগুলো সাধারণত সরকারি খাস জমি, অথবা সরকারি বিভিন্ন বিভাগের জমির উপর গড়ে উঠে। তাই বস্তিবাসীরা নিয়মিতভাবে উচ্ছেদের শিকার হয়। একারণে বস্তি এলাকায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিসমূহের স্থায়িত্ব নিয়ে আশংকা; এবং
- করোনা মহামারি জনিত সংকটের কারণে সেভিংস ও ক্রেডিট গ্রুপের কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং এর ক্ষেত্রে গ্যাপ বিদ্যমান। ফলে সঞ্চয় কমে যায়, ঋণ আদায় বাধাগ্রস্থ হয়।

পঞ্চম অধ্যায়
পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১. প্রকল্পটি শুরু করার পর UNDP নিযুক্ত দেশি-বিদেশি দুটি ফার্মের মাধ্যমে বেইজ লাইন সার্ভে করা হয়েছে।

৫.২. ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের জন্য জিওবি বরাদ্দ আছে ১২৮,১৮.৫০ লক্ষ টাকা কিন্তু এপ্রিল২০২২ পর্যন্ত এই খাতে মোট অর্থ ছাড় দেয়া হয়েছে ২৭০.৫৩ লক্ষ টাকা, যা জিওবি খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ের মাত্র ২.১১% এবং ডিপিপি প্রাক্কলনের মাত্র ০.৩৩%। অন্যদিকে, প্রকল্প সাহায্য খাতে মোট বরাদ্দ ৬৯৭,৯৩.৫০ লক্ষ টাকা, যার বিপরীতে এপ্রিল২০২২ পর্যন্ত মোট অর্থ ছাড় দেয়া হয়েছে ৪৮৮,১৭.৪৬ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত প্রকল্প সাহায্য/ ডিপিএ-এর প্রায় ৬৯.৯৫% এবং মোট ডিপিপি প্রাক্কলনের ৫৯.০৯%। ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে মোট অর্থ ব্যয় হয়েছে ৮৯০,৮৭.৯১ লক্ষ টাকা যা মোট ডিপিপি প্রাক্কলনের ৫৯.৪২%। প্রকল্পের অবশিষ্ট ১ বছর ২ মাসের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রায় অসম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, ২৪-০৫-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভাকে দাতা সংস্থার (এফসিডিও) প্রতিনিধি অবহিত করেন যে, বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ জনিত অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সকল সাহায্য নির্ভর উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেট যুক্তরাজ্য সরকার উল্লেখ্যযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে।

৫.৩. ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উপকারভোগীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে মোট ৪০ লক্ষ নগর দরিদ্র। যার বিপরীতে প্রকল্পের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ৩৭ লক্ষ ৮৭ হাজার উপকারভোগীকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি/ অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ৯৪.৬৮%। প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব।

৫.৪. প্রকল্পের প্রধান দুটি কার্যক্রমের মধ্যে একটি হলো ৫,০০০ হত দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে দুই রুম বিশিষ্ট বাসস্থান প্রদান এবং অন্যটি হলো ১৫,০০০ দরিদ্র পরিবারকে গৃহ ঋণের মাধ্যমে বাসস্থান সংস্কার/উন্নয়নের জন্য সিএইচডিএফ থেকে ঋণ সহায়তা প্রদান। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই প্রকল্পের অগ্রগতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। প্রথম কার্যক্রমটির ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি প্রায় শূন্যের কোঠায়। বিনামূল্যে দুই রুম বিশিষ্ট বাসস্থান প্রদান কার্যক্রমের আওতায় গোপালগঞ্জ পৌরসভায় মাটি ভরাটের পর পাইলিং কাজ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে চাঁদপুর, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী পৌরসভায় বাস্তবায়নের জন্য স্থাপনা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জুন'২০২২-এর মধ্যে টেন্ডার আহ্বান করা সম্ভব হবে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। সামগ্রিক নির্মাণ কার্যক্রমের পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলা যায় এই নির্মাণ কার্যক্রম প্রকল্পের মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করে উপকারভোগীদের মধ্যে ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ২৪/০৫/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ পিএসসি সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন LGD এবং NHA প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি কমিটি লকডাউনের অব্যবহিতর পর উক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিয়মিত ভাবে সমন্বয় সাধন করবে। কিন্তু উক্ত কমিটি এখন পর্যন্ত মাত্র একটি সভায় মিলিত হয়েছে। ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় এই প্রকল্প বাবদ জিওবি প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় সম্পূর্ণ অংশটুকুই আবাসন নির্মাণ খাতের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের টেন্ডার প্রক্রিয়া বন্ধ রাখে। ফলশ্রুতিতে, বাসস্থান নির্মাণের কার্যক্রমটির জন্য অর্থছাড় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। অন্যদিকে, প্রকল্পের দ্বিতীয় প্রধান কার্যক্রম অর্থাৎ সিএইচডিএফ থেকে গৃহঋণ সহায়তার মাধ্যমে বাসস্থান সংস্কার/উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত ১৯টি শহরের মধ্যে ৩টি শহরে প্রতিটিতে ১টি করে মোট ৩টি কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ) গঠন করে গৃহঋণ দেয়া হচ্ছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ জনিত কারণে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা FCDO বিগত দুইবছরে সিএইচডিএফ খাতে অর্থছাড় বন্ধ রাখে। যার ফলে, গৃহঋণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি মাত্র ৩.৭৩%। বিনামূল্যে বাসস্থান সরবরাহ এবং সিএইচডিএফ ঋণের মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান নির্মাণ এবং উন্নত/সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন জুন ২০২৩ সালের মধ্যে কিছুতেই সম্ভব নয়। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রার সর্বোচ্চ ৫০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও বেশ দুরূহ।

৫.৫. ডিপিপি-এর ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য খাতে ২৪টি প্যাকেজ, পূর্ত/কার্য খাতে ২৮টি, এবং সেবা খাতে ৬টি প্যাকেজসহ সর্বমোট ৫৮টি প্যাকেজের ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত **পণ্য খাতে** ২০টি প্যাকেজের প্রত্যেকটি প্যাকেজই ডিপিপি বর্ণিত OTM(NCT) পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। এই প্যাকেজগুলো ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে ৪,২৩.৬৯ লক্ষ টাকা

(অগ্রগতি ৫৪.২৮%)। **কার্য খাতে** ২৮টি প্যাকেজের মধ্যে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১৭টি প্যাকেজ CPP পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। তবে, ডিপিপিতে ক্রয় পদ্ধতি হিসেবে CPP (Community Procurement Process) উল্লেখ থাকলেও পিপিআর ২০০৮-এ CPP নামক কোন ক্রয় পদ্ধতি নেই। বস্তুতপক্ষে, পিপিআর ২০০৮-এর DPM পদ্ধতির ৭৬(৩) ধারাটিকে (দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে উপকারভোগী সংগঠনের মাধ্যমে সরাসরি ক্ষুদ্র কার্য, মালামাল, শ্রম ক্রয়) ডিপিপিতে CPP ক্রয় পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাকি দুটি প্যাকেজ (NUPRP/W2 ও NUPRP/W2.1) CPP পদ্ধতিতে সংগ্রহ করার পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবে OTM (National) পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই প্যাকেজ দুটির ক্রয় প্রক্রিয়ায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক যোগসাজশের (Collusive Practice) মাধ্যমে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ফাঁস করা হয়। ফলশ্রুতিতে টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী একাধিক ফার্ম দাপ্তরিক মূল্যের চেয়ে ১০% কমে দরপত্র দাখিল করে। এক্ষেত্রে, পিপিআর ২০০৮-এর ১৬(৫খ) নং বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। যা একটি ব্যত্যয়। কার্য খাতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৩২১,৮৬.৫৮ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি ৬০.০৭%)। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত **সেবা খাতে** মোট ব্যয় হয়েছে ৬১,৫৯.৭০ লক্ষ টাকা (অগ্রগতি ৭০.৩৫%)। সেবা খাতের ৬টি প্যাকেজের ৪৭টি লটের মধ্যে ৩৩টি লট UNDP এর ক্রয়বিধি অনুযায়ী সংগ্রহের পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবে সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪টি লট ডিপিপিতে GOB ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও, বাস্তবে NUPRP/S5 প্যাকেজের তিনটি লট OTM পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। বাকি দুটি প্যাকেজের (NUPRP/S4, NUPRP/S6) ১১টি লটের ক্রয় প্রক্রিয়া প্রকল্পের অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রমের মতো প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অর্থাৎ, NUPRP/S4, এবং NUPRP/S6 প্যাকেজের মাধ্যমে কোন সেবা ক্রয় করা হয়নি। উপরিউক্ত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ডিপিপিতে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রণীত হয়নি। ফলে, সার্বিক ভাবে ডিপিপি-এর ক্রয় পরিকল্পনাটি যথেষ্ট পরিমার্জনের দাবি রাখে।

৫.৬. FAPAD কর্তৃক এই প্রকল্পের ২০১৮, ২০২০ ও ২০২১ বছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রকল্প অফিস থেকে জানানো হয়েছে। তবে, কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে ২০১৯ বছরের অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি। ২০১৮ সালে ১৪,১১.৬৮ লক্ষ টাকার ২টি অডিট আপত্তি, ২০২০ সালে ৬৯,৬৭.২০ লক্ষ টাকার ১২টি অডিট আপত্তি, এবং ২০২১ সালে ৬৯,১৭.৮৯ টাকার ১৫টি অডিট আপত্তি ছিল। অর্থাৎ, ৩ বছরে মোট ১৫২,৯৬.৭৭ লক্ষ টাকার ২৯টি অডিট আপত্তি উত্তাপিত হয়। তবে, শুধুমাত্র ২০১৮ সালের অডিট আপত্তির ব্রডশীট আকারে উত্তর FAPAD কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে। মোট ২৯টি অডিট আপত্তির মধ্যে মাত্র ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তি না হওয়া ২৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১০টি অডিট আপত্তি ডিপিপি সংশোধনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। অন্য ১৮টি অডিট আপত্তি অডিট কর্তৃপক্ষের মতামত অনুযায়ী দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যতে প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ এবং ছাড়করণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে উল্লিখিত আপত্তিগুলো বিবেচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.৭. গোপালগঞ্জে উপকারভোগী ৩৩৬টি পরিবারকে সাশ্রয়ী ব্যয়ে আবাসন সুবিধা দেয়ার জন্যে প্রাথমিক তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে। বিগত ৫/০৮/২০২১ তারিখে আবাসন এলাকায় চারটি পাঁচতলা ভবন নির্মাণের জন্য দুইটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে গোপালগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মহোদয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সার্ভিস পাইলিং-এর কাজ শুরু করেছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে এবং বাজার দর বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে নির্মাণ সামগ্রী, বিশেষভাবে রড, সিমেন্ট, স্টোন চিপস এর দাম প্রস্তাবিত শিডিউলের দরের তুলনায় ক্ষেত্রবিশেষে দেড়গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ দ্রুত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

৫.৮. ডিপিপি অনুযায়ী লো-কোস্ট হাউজিং এর আওতায় নির্মিত দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের নকশায় প্রতিটি ফ্ল্যাটের জন্য আলাদা আলাদা রান্নাঘর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গুলগুলি, ক্রস ভেন্টিলেশন, জানালার উপর সানসেট, ইত্যাদির সংস্থান রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ পর্যন্ত লো-কস্ট হাউজিং-এর আওতায় কোন ভবনই নির্মাণ করা হয়নি, তাই পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ভবন নির্মাণের গুণগত মান সম্পর্কে কোন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ ব্যত্যয়।

৫.৯. বিবিএস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মার্চ ২০২২ এ নগর মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৫.৬৯%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মোট নগর মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ২৪.৯৭%। প্রকল্পভুক্তির পূর্বে খানার মাসিক আয় ছিল মহিলা উপকারভোগীর ক্ষেত্রে ১০,২৫০ টাকা এবং পুরুষ উপকারভোগীর ক্ষেত্রে ১১,৪৫৮ টাকা। মার্চ ২০২২ এ মহিলা

উপকারভোগী খানার গড় আয় ছিল ১৩,৭৩৮ টাকা । তবে, ২০১৭-১৮ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ২৪.৯৭% মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করে প্রকৃত আয় (real income) দাঁড়ায় ১০,৯৯৩ টাকা (১০,৯৯৩-১০,২৫০)। অর্থাৎ, প্রকল্পভুক্তির ফলে মহিলা উপকারভোগী খানার প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৪৩ টাকা, বৃদ্ধির হার ৭.২৫%। একইভাবে, বর্তমানে পুরুষ উপকারভোগী খানার গড় আয় ১৭,৭০৮ টাকা, যা মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করে প্রকৃত আয় দাঁড়ায় ১৪,১৭০ টাকা। অর্থাৎ, মূল্যস্ফীতি গণনায় নেয়ার পর পুরুষ উপকারভোগীদের খানার প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৭১২ টাকা (১৪,১৭০-১১,৪৫৮), বৃদ্ধির হার ২৩.৬৭%। সুতরাং, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বের তুলনায় উপকারভোগীদের প্রকৃত আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.১০. এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত তিনটি কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ) গঠন করা হয়েছে, এবং আরও ৬টি শহরে কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ) গঠন প্রক্রিয়া চলমান। অর্থাৎ, মোট ১৯টি শহরের মধ্যে ৯টি শহরে সিএইচডিএফ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে/চলমান আছে। প্রকল্পভুক্ত অবশিষ্ট ১০টি শহরে সিএইচডিএফ গঠন প্রক্রিয়া প্রকল্পের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

৫.১১. এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৩১৩২ টি সিডিসি, ২৫৯ টি ক্লাস্টার, এবং ১৯ টি টাউন ফেডারেশন গঠিত হয়েছে। এই সংগঠনগুলোর আওতায় ৭৬৩,৫৬৪টি নগর দরিদ্র খানা ৩৯,৭৩৪টি দলের মাধ্যমে প্রকল্প সুবিধা পাচ্ছে। সিডিসি-র ক্ষেত্রে অগ্রগতি ৭৫.৭৩%। কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠনের অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ২৪.২৭%, যা প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব।

৫.১২. এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৩,৫৪,৪৯০ জন সদস্য নিয়ে মোট ২৩,৪৪৭ টি সঞ্চয় ও ঋণ দল গঠন করা হয়েছে । এক্ষেত্রে অগ্রগতি ৫৮.৮৪%। জুন ২০২৩ সালের মধ্যে সঞ্চয় ও ঋণ দল গঠনের লক্ষ্যমাত্রার সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত অর্জিত হতে পারে বলে আশা করা যায়।

৫.১৩. এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ১৫,৯৯৪ জন উপকাভোগী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ পেয়েছে, অগ্রগতি ১৫.৩০%। প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অবশিষ্ট আছে ৮৪.৭০%, যা প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে বাস্তবায়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়।

৫.১৪. জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত চার জন সরকারি কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন। চার জন সরকারি কর্মকর্তার মধ্যে তিনজনই অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ২০২১ সালে ৩ জন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলানোর ফলে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। এক্ষেত্রে, পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" বিষয়ক পরিপত্রের অনুচ্ছেদ ১৬.৭ (জনস্বার্থে একান্ত প্রয়োজন না হলে ৩ বছরের পূর্বে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা যাবে না)-এর ব্যত্যয় হয়েছে।

৫.১৫. পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" বিষয়ক পরিপত্রের 'সংযোজনী-দ' ও 'সংযোজনী-ধ' অনুসারে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও তদারকির স্বার্থে প্রতি তিন মাসে অন্তত ১টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা এবং ১টি পিআইসি সভা অনুষ্ঠানের বিধান আছে, কিন্তু সে অনুযায়ী ডিপিপিতে স্টিয়ারিং কমিটি এবং পিআইসি সভা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়নি। তবে, ডিপিপি অনুসারে প্রতি বছরে কমপক্ষে ১টি পিএসসি সভা আয়োজন করার কথা আছে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৩টি স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ডিপিপিতে প্রকল্পের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পিআইসি গঠনের পরিবর্তে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম বোর্ড (এনপিবি) গঠন করার কথা উল্লেখ আছে। ডিপিপি অনুযায়ী বছরে ৪টি এনপিবি সভা আয়োজনের কথা থাকলেও প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ৪টি এনপিবি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যা একটি ব্যত্যয়।

৫.১৬. প্রকল্পভুক্ত শহর এলাকায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জন্ম সনদ/ মৃত্যু সনদ/ ট্রেড লাইসেন্স/ ওয়ারিশান সার্টিফিকেট/ চারিত্রিক সনদ/ হোল্ডিং ট্যাক্স/ গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ পানি সরবরাহ সেবা সমূহ পাওয়া আগের তুলনায় সহজ হয়েছে। তবে, গাজীপুর, ঢাকা দক্ষিণ, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের উপকারভোগী সদস্যদের মতে এসকল সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে আগের তুলনায় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

৫.১৭. সিডিসি সদস্যদের অনেকেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা পর্যাপ্ত নয়। সঞ্চয় ও ঋণ দলের তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ প্রক্রিয়া জটিল বিধায় স্বল্প শিক্ষিত সিডিসি সদস্যদের পক্ষে হিসাব পরিচালনা করা বেশ কঠিন।

৫.১৮. CDC, CDC ক্লাস্টার এবং টাউন ফেডারেশনের ডকুমেন্টেশন ক্ষমতা এখনও সীমিত, এবং এই প্ল্যাটফর্মের নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতিও এই ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৫.১৯. কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের আওতায় সকল দরিদ্র, বিশেষ করে যারা স্থানীয় ভোটার নয় তাদের সম্পৃক্ত করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি।

৫.২০. নগর এবং শহরের বস্তি এলাকাগুলো সাধারণত সরকারের খাস জমি, অথবা সরকারি বিভিন্ন বিভাগের জমির উপর গড়ে উঠে। তাই বস্তিবাসীরা নিয়মিতভাবে উচ্ছেদের শিকার হয়। একারণে, বস্তি এলাকায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিসমূহের স্থায়িত্ব নিয়ে আশংকা থেকে যায়।

৫.২১. সর্বশেষ Rate Schedule (LGED) ২০১৯ ব্যবহার করে প্রকল্পের প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য স্থিতিশীল নেই। বর্তমানে নির্মাণ সামগ্রীর দাম ২০১৯ সালের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রব্য মূল্যের ওঠানামার কারণে প্রকল্প কাজ বাস্তবায়ন বিলম্ব হচ্ছে এবং অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

৫.২২. Exit Plan:

ডিপিপি-তে বর্ণিত প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যানে বলা হয়েছে- প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমিউনিটি তাদের নিজস্ব পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) তহবিল থেকে বহন করবে। এছাড়াও, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা সমূহ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ব্লক বরাদ্দ এবং নিজস্ব তহবিল থেকে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কমন ফ্যাসিলিটিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কর্মীরা রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তদারকি করবেন। অতএব, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফ্যাসিলিটিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত কোন জনবলের প্রয়োজন হবে না।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নিজস্ব পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) তহবিল থেকে বহন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২,০৩৭ টি সিডিসির মাধ্যমে ৩৫০.৯৯ লক্ষ টাকার O&M তহবিল গঠন করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার স্টাফ, সিডিসির চেয়ারম্যান এবং সচিব, DHFW, WASA/DPHE, শিক্ষা অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট এনজিওর প্রতিনিধি নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি (PIC) গঠিত হয়েছে। এই কমিটি স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত কমিউনিটি একশ্যান প্ল্যান (CAP)- এর আলোকে অবকাঠামো নির্মাণ কর্মসুচী বাস্তবায়ন করছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশমালা ও উপসংহার

৬.১. সুপারিশমালা

৬.১.১. পাঁচ বছর মেয়াদি 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি ৮২৬,১২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০১৮ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ অবশিষ্ট আছে ১ বছর ২ মাস এবং বাজেট বাস্তবায়ন বাকি আছে ৪০.৫৮%। প্রকল্প সময়সীমার মধ্যে বাকি কার্যক্রমগুলো শেষ করার জন্য যথাযথ কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.২. প্রকল্পের প্রধান দুটি কার্যক্রমের মধ্যে একটি হলো ৫,০০০ হত দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে দুই রুম বিশিষ্ট বাসস্থান প্রদান। কিন্তু, এই ক্ষেত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত কোন উপকারভোগীকে বিনামূল্যে বাসস্থান প্রদান সম্ভব হয়নি, মাত্র কিছু সংখ্যক পরিবারকে আবাসন দেয়ার প্রাথমিক কাজ চলছে। বাস্তব অগ্রগতি প্রায় শূন্যের কোঠায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ২৪/০৫/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ পিএসসি সভায় প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে LGD এবং NHA প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি কমিটি লকডাউনের অব্যবহিত পর নিয়মিত ভাবে উক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমন্বয় সাধন করবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত উক্ত কমিটির একটি মাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য LGD এবং NHA প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কমিটিকে সক্রিয় কারার মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রমকে যথাযথভাবে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এই কমিটিতে IMED-এর একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৬.১.৩. প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ১৫,০০০ দরিদ্র পরিবারকে গৃহ ঋণের মাধ্যমে বাসস্থান সংস্কার/উন্নয়নের জন্য সিএইচডিএফ থেকে গৃহঋণ সহায়তা প্রদান। কিন্তু এই পর্যন্ত মাত্র তিনটি শহরে (প্রতিটিতে ১টি করে) মোট ৩টি কমিউনিটি হাউজিং ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (সিএইচডিএফ) গঠন করা হয়েছে। ফলে, গৃহঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি মাত্র ৩.৭৩%। বাকি শহরগুলোতে দ্রুত সিএইচডিএফ গঠন সম্পন্ন করে গৃহঋণের মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান উন্নত/সংস্কারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

৬.১.৪. এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত পণ্য খাতে ব্যয় করা হয়েছে মোট প্রাক্কলনের ৫২.৯৯%, পূর্ত/কার্য খাতে ব্যয় হয়েছে মোট প্রাক্কলনের ৬২.৪৪%, এবং সেবা খাতে ব্যয় করা হয়েছে ৭০.৩৫%। উপযুক্ত ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে পণ্য, কার্য এবং সেবা খাতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.৫. গোপালগঞ্জের ৩৩৬টি উপকারভোগী পরিবারকে বিনামূল্যে আবাসন প্রদানের জন্য চারটি পাঁচতলা ভবন নির্মাণের জন্য দুইটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ করে এবং বাজার দর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে নির্মাণ সামগ্রী, বিশেষভাবে রড, সিমেন্ট, এবং স্টোন চিপস এর দাম প্রস্তাবিত শিডিউলের দরের তুলনায় ক্ষেত্রবিশেষে দেড়গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.৬. নিষ্পত্তি না হওয়া ২৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১০টি আপত্তি ডিপিপি সংশোধনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। অন্য ১৮টি অডিট আপত্তি অডিট কর্তৃপক্ষের মতামত অনুযায়ী দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ এবং ছাড়করণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে উল্লিখিত অডিট আপত্তিগুলো বিবেচনা করে সামাধানের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.৭. ডিপিপি অনুযায়ী লো-কোস্ট হাউজিং এর আওতায় নির্মিত দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের নকশায় প্রতিটি ফ্ল্যাটের জন্য আলাদা আলাদা রান্নাঘর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গুলগুলি, ক্রস ভেন্টিলেশন, জানালার উপর সানসেট ইত্যাদির সংস্থান রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ পর্যন্ত লো-কস্ট হাউজিং-এর আওতায় কোন ভবনই নির্মাণ করা হয়নি, তাই পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ভবন নির্মাণের গুণগত মান সম্পর্কে কোন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে নির্মানাধীন ভবনগুলোতে যাতে উপরিউক্ত ফ্যাসিলিটিগুলোর ব্যবস্থা থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬.১.৮. কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠনের অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (২৪.২৭%) অর্জন করতে প্রকল্প অফিসকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.৯. সঞ্চয় ও ঋণ দল গঠনের অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (৪১.১৬%) অর্জন করার নিমিত্তে প্রকল্প অফিসকে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.১০. ডিপিপিতে প্রকল্পের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল প্রোগ্রাম বোর্ড (এনপিবি)- কর্তৃক প্রতি বছর ৪টি সভা অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ৪টি এনপিবি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ে ডিপিপি অনুযায়ী ন্যাশনাল প্রোগ্রাম বোর্ড (এনপিবি)-এর সভা আয়োজন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬.১.১১. ভবিষৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" বিষয়ক পরিপত্রের অনুচ্ছেদ ১৬.৭ এ বর্ণিত নির্দেশনা "জনস্বার্থে একান্ত প্রয়োজন না হলে ৩ বছরের পূর্বে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা যাবে না" যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্প কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এই বিধির আলোকে পূর্ণকালীন দায়িত্বে তিন বছরের জন্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দিতে হবে।

৬.১.১২. জন্ম সনদ/ মৃত্যু সনদ/ ট্রেড লাইসেন্স/ ওয়ারিশান সার্টিফিকেট/ চারিত্রিক সনদ / হোল্ডিং ট্যাক্স/ গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ পানি সরবরাহ সেবা সমূহের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গাজীপুর, ঢাকা দক্ষিণ এবং ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে সেবা প্রদানের গুণগতমান প্রকল্পভুক্তির পূর্বের তুলনায় এখনও পরিবর্তন হয়নি। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে (আউটপুট-৫ সংশ্লিষ্ট) কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই সেবাসমূহের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.১.১৩. সঞ্চয় ও ঋণ দলের তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ জটিল হওয়ায় স্বল্প শিক্ষিত সিডিসি সদস্যদের পক্ষে হিসাব পরিচালনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিসাব রক্ষণের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬.১.১৪. CDC, CDC ক্লাস্টার এবং টাউন ফেডারেশনের ডকুমেন্টেশন ক্ষমতা এখনও সীমিত, কারণ এই প্ল্যাটফর্মের নেতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই নগণ্য। তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.১৫. কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের আওতায় সকল দরিদ্র বিশেষ করে যারা স্থানীয় ভোটার নয় তাদেরকে সম্পৃক্ত করার নিমিত্তে প্রকল্প অফিস এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।

৬.১.১৬. নগর এবং শহরের বস্তি এলাকাগুলো সাধারণত সরকারি খাস জমি, অথবা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের জমির উপর গড়ে উঠে। তাই বস্তিবাসীরা নিয়মিতভাবে উচ্ছেদের শিকার হয়। বস্তি এলাকায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিসমূহের স্থায়িত্ব নিয়ে আশংকা নিরসনের লক্ষ্যে প্রকল্প অফিস এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদ্যোগী হতে হবে।

৬.১.১৭.সর্বশেষ Rate Schedule (LGED) ২০১৯ ব্যবহার করে প্রকল্পের প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে নির্মাণ সামগ্রীর দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প কাজ বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে এবং অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং, নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি জনিত সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.১৮. কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে বিভিন্ন সময় আরোপিত লকডাউনের ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম বেশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ/স্থবির হয়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যত প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য কন্টিনজেন্সি প্ল্যানের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে প্রকল্প কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের বাধাসমূহ দূর করা যায়।

৬.১.১৯. পরিশেষে, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে, দারিদ্র্য দূরীকরণে, এবং নারীর ক্ষমতায়নে প্রকল্পের অবদান বিবেচনা করে প্রকল্পের মেয়াদ আরও দুই বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যাতে প্রকল্পের অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।

৬.২. উপসংহার

জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদি "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ইতোমধ্যে তিন বছর ১০ মাস পূর্ণ করেছে। শুরু থেকে প্রকল্পটি পাঁচটি মূল কর্মসূচির আউটপুটগুলিতে নির্ধারিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় সার্বিক অর্থছাড় প্রক্রিয়া হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্পের লগফ্রেমে বর্ণিত ফলাফল এবং ফলাফলের লক্ষ্য অনুযায়ী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, যার মধ্যে এপ্রিল২০২২ পর্যন্ত ৩১৩২ টি সিডিসি, ২৫৯ টি ক্লাস্টার, এবং ১৯ টি টাউন ফেডারেশন গঠিত হয়েছে। এই সংগঠনগুলোর আওতায় ৭৬৩,৫৬৪টি নগর দরিদ্র

খানা ৩৯,৭৩৪টি প্রাথমিক দলের মাধ্যমে প্রকল্প সুবিধা পাচ্ছে। উপকারভোগীদের মধ্যে ৩৫,৭১৩ জন প্রান্তিক মহিলা ব্যবসা অনুদান পেয়েছেন এবং এদের মধ্যে ৮৭% মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেছেন। এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৩,৫৪,৪৯০ জন সদস্য নিয়ে মোট ২৩,৪৪৭ টি সঞ্চয় ও ঋণ দল গঠন করা হয়েছে। উপকারভোগী এবং তাদের পরিবারের আয়-রোজগার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রকল্পটির ভূমিকা যথেষ্ট ইতিবাচক।

শিক্ষা উপবৃত্তির মাধ্যমে বাল্য বিবাহ ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ, ফুড বাস্কেটের আওতায় গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টি সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন, এবং দরিদ্রবান্ধব নগর ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করছে। তবে, হত দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে দুই রুম বিশিষ্ট বাসস্থান প্রদান এবং গৃহ ঋণের মাধ্যমে দরিদ্রদের বাসস্থান সংস্কার/ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অগ্রগতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

কোভিড-১৯ মহামারি জনিত কারণে দুই বছর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকা (২০২০ এবং ২০২১) এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাজেট সংস্থানের তুলনায় অর্থছাড় প্রায় ২০% পর্যন্ত হ্রাস করার ফলে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। এই সমস্ত কারণে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিছুতেই সম্ভব নয়।

সংযুক্তি

সংযুক্তি-০১	উপকারভোগী/খানা সার্ভে শিডিউল	১২৫
সংযুক্তি-০২	দলগত আলোচনা (FGD) গাইডলাইন	১২৯
সংযুক্তি-০৩	KII গাইডলাইন: (প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সমন্বয়কারী/ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা)	১৩১
সংযুক্তি-০৪	KII গাইডলাইন: (প্রধান এলজিআই কর্মকর্তা/নির্বাহী প্রকৌশলী/টাউন ম্যানেজার/শহর পরিকল্পনাকারী/বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা)	১৩৩
সংযুক্তি-০৫	KII গাইডলাইন: ওয়ার্ড কাউন্সিলর	১৩৫
সংযুক্তি-০৬	KII গাইডলাইন: টাউন ফেডারেশন কর্মকর্তা	১৩৭
সংযুক্তি-০৭	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশ্নমালা	১৩৯
সংযুক্তি-০৮	ভৌত অবকাঠামো এবং সার্ভিস পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ চেকলিস্ট (ল্যাট্রিন, বাথরুম/গোসলখানা, নিরাপদ খাবার পানির উৎস, রাস্তা, ভবন নির্মাণ কাজ)	১৪১

সংযুক্তি- ০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

(গোপনীয় এবং শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে)

উপকারভোগী/খানা সার্ভে শিডিউল

(এই জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত সকল তথ্য গোপন রাখা হবে এবং কোন ব্যক্তির নাম বা ঠিকানা রিপোর্টে প্রকাশ করা হবে না। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে। উক্ত জরিপ কার্যক্রমে আপনার সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য।)

ভূমিকা এবং সম্মতি গ্রহণ

আস্সালামু আলাইকুম। আমার নাম ---------------------------------------। আমি "পান্না কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন (PCDF)"-এ কাজ করি। আপনারা হয়তো জানেন যে "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শহুরে দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহত্তম একটি প্রকল্প। বর্তমানে আমরা আইএমইডি-এর পক্ষ থেকে "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পের একটি নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা করছি। আমরা অত্যন্ত খুশি হব যদি আপনি এই জরিপে অংশগ্রহণ করেন। এ সাক্ষাৎকারটির জন্য আনুমানিক ৪০ মিনিটের মতো সময় লাগবে। জরিপে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে আপনার ইচ্ছাধীন। আপনার সকল উত্তর গোপন থাকবে। আপনাকে যদি এমন কোন প্রশ্ন করা হয় যার উত্তর আপনি দিতে চাননা তাহলে দয়া করে আমাকে জানাবেন। সেক্ষেত্রে আমি পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব অথবা আপনি চাইলে যেকোন সময় সাক্ষাৎকার বন্ধ করে দিতে পারেন। যেহেতু আপনার মতামত যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে, তাই আমরা আশা করব যে আপনি এই জরিপে অংশগ্রহণ করবেন।

আপনি কি সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত আছেন? 1 = সম্মত আছেন, → 2 = সম্মত নন, উত্তরদাতাকে ধন্যবাদ দিন

↓ সাক্ষাৎকার শুরু করুন ↓ পরবর্তী সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর কাছে যান।

উত্তরদাতার জন্য সার্ভে শিডিউল

প্রকল্প এলাকা পরিচিতি				
সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার নাম:				
ওয়ার্ড:	মহল্লা:	বাড়ি নং	সড়ক:	ব্লক:

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও চেক সম্পর্কিত তথ্যাবলী	কোড	তারিখ
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:		
সুপারভাইজারের নাম:		

১. উত্তরদাতা সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য:

১.১. উত্তরদাতার নাম:		
১.২ উত্তরদাতার মোবাইল ফোন নম্বর :		
১.৩ উত্তরদাতার পরিবারের ধরন (সার্কেল করুন):	1=একক পরিবার	2= যৌথ পরিবার
১.৪ ধর্ম (সার্কেল করুন): 1= মুসলিম, 2= হিন্দু, 3= খ্রিস্টান, 4= বৌদ্ধ, 5= অন্যান্য উল্লেখ করুন…………………		
১.৫ উত্তরদাতার লিঙ্গ (সার্কেল করুন):	১= পুরুষ	২= মহিলা
১.৬ উত্তরদাতা/খানা প্রধানের বৈবাহিক অবস্থা	কোড:	
1=বিবাহিত, 2=অবিবাহিত, 3 =বিধবা/বিপত্নিক, 4=তালাকপ্রাপ্ত, 5=বিচ্ছিন্ন, 6=অন্যান্য		
১.৭ উত্তরদাতা/খানা প্রধানের পেশা	কোড:	
1= দিন মজুর , 2= ছোট ব্যবসা, 3= বড় ব্যবসা, 4=চাকুরি, 5=পরিচ্ছন্নতা কর্মী, 6=গার্মেন্টস শ্রমিক, 7=হস্ত শিল্প/সেলাই, 8=রন্ধনকর্মী/বাবুর্চি, 9= রিক্সা/ভ্যান চালক, 10= ড্রাইভার/হেলপার, 11=টেকনিশিয়ান, 12=দর্জি, 13=রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি/মোজাইক মিস্ত্রি/ইলেক্ট্রিশিয়ান/রডমিস্ত্রি/স্যানিটারি মিস্ত্রি, 14=অবসরপ্রাপ্ত, 15=মুচি/ধোপা/নাপিত, 16=ছাত্র/ছাত্রী, 17=গৃহিণী, 18=ভিক্ষুক, 19=বেকার, 25=গৃহকর্মী, 20=অন্যান্য উল্লেখ করুন…………………,		
১.৮ উত্তরদাতা/খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা: (সর্বোচ্চ শ্রেণি উত্তীর্ণ)	কোড:	
0=নিরক্ষর, 1= লিখতে/স্বাক্ষর করতে পারে, 2= পড়তে ও লিখতে পারে, 5= ৫ম শ্রেণি উত্তীর্ণ , 8=৮ম শ্রেণি উত্তীর্ণ, 10=এসএসসি/সমমান, 12=এইচএসসি/সমমান, 14=ডিগ্রী/ সমমান, 15=অনার্স/ সমমান, 16=মাস্টার্স/সমমান, 99=অন্যান্য		

খানা সদস্য সম্পর্কিত তথ্য:

২. বয়স অনুযায়ী খানার সদস্যদের সংখ্যা

নং	বয়স ভিত্তিক গ্রুপ	লিঙ্গ	সংখ্যা	শারীরিক/ মানসিক প্রতিবন্ধিতা আছে কি? 1=হ্যাঁ, 2=না	কোনরকম শারীরিক/ মানসিক প্রতিবন্ধিতা থাকলে তার ধরন (কোড)	
					সংখ্যা	ধরন
২.১	০-১৭ বছর	পুরুষ				
২.২		মহিলা				
২.৩	১৮-৬৪ বছর	পুরুষ				
২.৪		মহিলা				
২.৫	৬৫+ বছরের বেশি	পুরুষ				
২.৬		মহিলা				

#প্রতিবন্ধিতার ধরন কোড: 1=শ্রবণ প্রতিবন্ধী, 2=দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, 3=বাক প্রতিবন্ধী, 4=বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতা, 5= শারীরিক প্রতিবন্ধী, 6=অটিজম, 7=সেরিব্রাল পালসি, 8= বহু মাত্রিক (একাধিক প্রতিবন্ধিতা), 99= অন্যান্য

৩. খানার বাসগৃহের অবস্থা/ধরন:

ক্র. নং	প্রধান ঘরের উপকরণ (কোড)			খানায় বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কি? *(1= হ্যাঁ,2= না)*	খাওয়ার পানির প্রধান উৎস (কোড)		শৌচাগার/ ল্যাট্রিন (কোড)	রান্নার জ্বালানি
	ছাদ	দেয়াল	মেঝে		প্রধান উৎস	বাসস্থান থেকে দূরত্ব-(ফুটে)	ধরন	ধরন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
i. বর্তমানে								
ii. প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে								

৩.১০ প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে তুলনায় বর্তমানে আপনার বাসগৃহের বর্তমানে অবস্থা কেমন?	কোড:
1= যথেষ্ট ভাল, 2=মোটামুটি, 3=পরিবর্তন নেই	

 # ছাদের উপকরণ কোড (২): 1=ছন/খড়, 2=টিন/ সিআই শিট, 3=ইট/কংক্রিট, 99=অন্যান্য
 # দেয়ালের উপকরণ কোড (৩): 1=কাঁচা দেয়াল (বাঁশ/ছন/খড়), 2=টিন/সিআইশিট, 3= ইট/কংক্রিট, 4= মাটি, 99=অন্যান্য
 # মেঝের উপকরণ কোড (৪): 1=কাঁচা/মাটি, 2= ইট বিছানো, 3=কংক্রিট ডালাই, 3= পাকা মেঝে/ফ্লোর/নিট ফিনিশিং, 99=অন্যান্য
 # খাবার পানির প্রধান উৎস কোড (৬): 1=শ্যালো টিউবয়েল, 2=ডিপ টিউবয়েল, 3=সাপ্লাইয়ের পানি, 4=কূয়া/ইঁদারা, 5=পুকুর/ডোবা, 99=অন্যান্য
 # শৌচাগার/ল্যাট্রিনের ধরন কোড (৯): 1=স্যানিটারি টয়লেট (ওয়াটার সিলসহ), 2=রিং স্ল্যাব (ওয়াটার সিল ছাড়া), 3=কাঁচা পায়খানা, 4=ঝুলন্ত ল্যাট্রিন, 99=অন্যান্য
 # রান্নার জ্বালানির ধরন কোড (৯): 1= বিদ্যুৎ, 2= এলপিজি, 3= প্রাকৃতিক গ্যাস, 4= কেরোসিন, 5= কাঠ,6=খড়/লতা/পাতা/ঘাস, 7=গোবর, 8=চারকোল 99=অন্যান্য

৪. খানার আয়:

খানার মাসিক আয়:	বর্তমানে	প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পূর্বে
i. উত্তরদাতার মাসিক গড় আয় (টাকা)		
ii. খানার অন্যান্য সদস্যদের মাসিক গড় আয় (টাকা)		
iii. অন্যান্য উৎস থেকে মাসিক আয় (টাকা)		

৫. খানার সঞ্চয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্য দিন

সঞ্চয়ের উৎস	এ যাবত সঞ্চিত অর্থের পরিমান (টাকায়)
1	2
i. সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ (নিজস্ব সঞ্চয়)	
ii. ব্যাংকে জমা,এনজিও, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (নিজস্ব সঞ্চয়)	
iii. নগদ সঞ্চয়	

৬. বাসস্থান নির্মাণ/সংস্কার/উন্নতকরণ

৬.১ আপনার এলাকায় প্রকল্প থেকে বিনামূল্যে বাসস্থান বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে কি? 1=হ্যাঁ, 2=না , 3=জানি না	কোড:
প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পর প্রকল্প থেকে আপনাকে কি বিনামূল্যে বাসস্থান দেয়া হয়েছে/ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে? 1=হ্যাঁ, 2=না	কোড:
৬.২ প্রকল্পের আওতায় যারা **বিনামূল্যে বাসস্থান** পাওয়ার তালিকাভুক্ত হয়েছেন তারা সবাই কি এই হাউজিং সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন? 1=হ্যাঁ, 2=না	কোড:
৬.৩ যদি না হয়, তারা কীভাবে বিনামূল্যে বাসস্থান পাওয়ার তালিকাভুক্ত হয়েছেন বলে মনে করেন?	কোড:
1= আত্তীকরণ/স্বজনপ্রীতি, 2= স্থানীয় গণ্যমানদের সহায়তা, 3= দলীয়/রাজনৈতিক কারণে , 4=ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, 5=বাছাইকারীর পছন্দ/অপছন্দ, 6= জানি না।	
৬.৪ আপনার এলাকায় প্রকল্প থেকে এইচডিএফ লোনের/ঋণের মাধ্যমে বাসস্থানের সংস্কার/উন্নত করে দেয়া হচ্ছে কি?	কোড:

1=হ্যাঁ, 2=না , 3=জানি না		
৬.৫ প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পর এইচডিএফ ঋণ নিয়ে কি আপনার বাসস্থানের সংস্কার/উন্নত করেছেন?		কোড: 1=হ্যাঁ, 2=না
হ্যাঁ হলে, এইচডিএফ (প্রকল্প) ঋণের পরিমাণ (টাকা)	পরিশোধিত ঋণ (টাকা)	অপরিশোধিত ঋণ (টাকা)
৬.৬ প্রকল্পের আওতায় যারা **এইচডিএফ ঋণের মাধ্যমে বাসস্থান সংস্কার/উন্নত** করেছেন তারা সবাই কি **বাসস্থান সংস্কার/উন্নতকরণের** সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন? 1=হ্যাঁ, 2=না		কোড:
৬.৭ যদি না হয়, তারা কীভাবে এইচডিএফ ঋণের মাধ্যমে বাসস্থান সংস্কার/উন্নত করার সুবিধা পেয়েছেন বলে মনে করেন? (একাধিক কোড)		কোড:
1= আন্তীকরণ/স্বজনপ্রীতি, 2= স্থানীয় গণ্যমানদের সহায়তা, 3= দলীয়/রাজনৈতিক কারণে , 4=ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, 5=বাছাইকারীর পছন্দ/অপছন্দ, 6= জানি না।		

৭. খানার খাদ্য নিরাপত্তা:

৭.১ বর্তমানে আপনার পরিবারের সদস্যরা দিনে সচরাচর কয়বেলা পেটপুরে খেতে পায়?	কোড:
1=তিন বেলা, 2=দুই বেলা, 3=এক বেলা, 4=আধা বেলা/উপোস করতে হয়	
৭.২ প্রকল্পের আওতায় আপনার খানার কোন সদস্য (গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মা) কি ফুড বাস্কেটের (ডাল, তেল এবং ডিম) সুবিধা পাচ্ছেন/পেয়েছেন? 1=হ্যাঁ, 2=না	কোড:
৭.৩ কত দিন পর পর ফুড বাস্কেটের (ডিম) সুবিধা পাচ্ছেন/পেয়েছেন?	
1=দৈনিক (প্রতি দিন), 2=সাপ্তাহিক, 3=পাক্ষিক (পনের দিন পরপর), 4=মাসিক, 5=দ্বিমাসিক (দুই মাস পর পর), 6=ত্রৈমাসিক (তিন মাস পর পর), 7=অর্ধ-বার্ষিক (ছয় মাস পর পর), 8=বাৎসরিক, 9=প্রযোজ্য নয়	
৭.৪ কত দিন পর পর ফুড বাস্কেটের (ডাল, তেল) সুবিধা পাচ্ছেন/পেয়েছেন?	কোড:
1=দৈনিক (প্রতি দিন), 2=সাপ্তাহিক, 3=পাক্ষিক (পনের দিন পরপর), 4=মাসিক, 5=দ্বিমাসিক (দুই মাস পর পর), 6=ত্রৈমাসিক (তিন মাস পর পর), 7=অর্ধ-বার্ষিক (ছয় মাস পর পর), 8=বাৎসরিক, 9=প্রযোজ্য নয়	
৭.৫ গতমাসে কতটি ডিম পেয়েছেন?	..... টি
৭.৬ গতমাসে কয় কেজি ডাল পেয়েছেন?	..... কেজি
৭.৭ গতমাসে কয় লিটার তেল পেয়েছেন?	..... লিটার

৮. ব্যবসারের জন্য আপনি নিম্নের কোন কোন উৎস থেকে কতটাকা বিনিয়োগ করেছেন?

আপনার খানার কোন সদস্য কি প্রকল্প থেকে ব্যবসার জন্য অনুদান পেয়েছে? 1=হ্যাঁ, 2=না			
	মূলধনের উৎস	অনুদান/ঋণের পরিমাণ	ঋণের ব্যবহার (কোড)
	১	২	৩
I	প্রকল্প অনুদান		
II	সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ ঋণ		
III	অন্যান্য খাত এনজিও,ব্যাংক, সমিতি, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, মহাজন ইত্যাদি		
ঋণ নেয়ার উদ্দেশ্য কোড: 1=আয়-উপার্জনশীল কর্মকান্ডে বিনিয়োগের জন্য, 2=পরিবারের ভোগ ব্যয় মিটানোর জন্য, 3=শিক্ষার খরচ যোগানোর জন্য, 4=চিকিৎসার জন্য, 5=বিবাহ সংক্রান্ত ব্যয় মিটানোর জন্য, 99=অন্যান্য উল্লেখ করুন……			
৮.৪. অনুদান নিয়ে আপনি কতটুকু উপকৃত হয়েছেন বলে মনে করেন?			কোড:
কোড: 1= যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে, 2=মোটামুটি উপকৃত হয়েছে, 3= আদৌ উপকৃত হয়নি			

৯. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

৯.১. আপনার খানার কোন সদস্য কি প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পেয়েছে?	1=হ্যাঁ, 2=না
৯.২ হ্যাঁ হলে, কি ধরনের ট্রেডে/আয়বর্ধনমূলক কাজে প্রশিক্ষণ নিয়েছে? (একাধিক উত্তর হতে পারে)	কোড:
1= ইলেক্ট্রিক্যাল মেশিনারিজ রিপেয়ারিং/মেরামত, 2= বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, 3= টেইলারিং/সেলাই, 4= এমব্রয়ডারি, 5= নকশীকাঁথা, 6= ব্লক বাটিক, 7= মোবাইল ফোন সার্ভেসিং, 8= বিউটি পার্লার, 9= চামড়াজাত পণ্য, 10= হাঁস-মুরগি পালন (ডিম), 11= ছাগল পালন, 12= গাভী পালন (দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য) , 13= গরু মোটাতাজাকরণ, 14=কাঠের কাজ, 15= বাঁশ/বেতের কাজ, 16= খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, 17= প্যাকেজিং, 99=অন্যান্য……	
৯.৩ প্রশিক্ষণের মেয়াদ কত দিন?	.....দিন
৯.৪ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান আপনি বাস্তবে কতটুকু ব্যবহার করেছেন বলে মনে করেন?	কোড:
1= কর্মসংস্থান হয়েছে, 2=বর্তমান পেশায় বেতন/পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পেয়েছে, 3=নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন, 88=কোন পরিবর্তন হয়নি, 99=অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....	
৯.৫ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অনুদান পেয়েছেন/তালিকাভুক্ত হয়েছেন কি? (skill building grant) 1=হ্যাঁ, 2=না	কোড:

১০. প্রশিক্ষণের গুনগতমান

১০.১ প্রশিক্ষণের গুণগত মান কেমন? (টিক দিন)	1=অত্যন্ত সন্তোষজনক, 2=মোটামুটি সন্তোষজনক, 3= সন্তোষজনক নয়
১০.২ বর্তমানে আপনি কি কোথাও কাজ করছেন? (টিক দিন)	1=হ্যাঁ, 2=না
১০.৩ কীভাবে প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়েছেন? (টিক দিন)	কোড:
1= প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট চাকুরি করছি, 2=উক্ত ট্রেড সংশ্লিষ্ট কাজে স্ব-নিয়োজিত আছি, 3= উক্ত ট্রেড সংশ্লিষ্ট ব্যবসা আরম্ভ করেছি, 4= প্রশিক্ষণের জ্ঞান কাজে লাগাতে পারিনি	
১০.৪ আপনার/আপনার খানার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কতটুকু কাজে লেগেছে?	
১০.৫ আয়-রোজগার	1=যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, 2=মোটামুটি উন্নতি হয়েছে, 3=কোন উন্নতি হয়নি
১০.৬ খাদ্য নিরাপত্তা	1=যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, 2=মোটামুটি উন্নতি হয়েছে, 3=কোন উন্নতি হয়নি
১০.৭ সন্তানদের শিক্ষা	1=যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, 2=মোটামুটি উন্নতি হয়েছে, 3=কোন উন্নতি হয়নি

১০.৮ স্বাস্থ্যসেবা	1=যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, 2=মোটামুটি উন্নতি হয়েছে, 3=কোন উন্নতি হয়নি
১০.৯ সামাজিক মানসম্মান	1=যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, 2=মোটামুটি উন্নতি হয়েছে, 3=কোন উন্নতি হয়নি

১১. প্রকল্প শিক্ষা উপবৃত্তি

১১.১ আপনার খানার কোন সদস্য কি প্রকল্প থেকে শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়েছে? 1=হ্যাঁ, 2=না	কোড:
১১.২ উত্তর হ্যাঁ হলে, কত জন সদস্য শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়েছে/পাচ্ছে?	ছাত্র……জন, ছাত্রী…… জন
১১.৩ মাসিক কত টাকা হারে শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়েছে/পাচ্ছে?	…….. টাকা
১১.৪ সর্বমোট কতমাস শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়েছে/পাচ্ছে?	…….. মাস
শিক্ষা বৃত্তি কি নিয়মিত পাচ্ছেন? 1=হ্যাঁ, 2=না	কোড:
১১.৫ যারা শিক্ষা উপবৃত্তি সুবিধা পাওয়ার যোগ্য তারা সবাই কি শিক্ষা উপবৃত্তি পাচ্ছেন/পাচ্ছে? 1=হ্যাঁ, 2=না	কোড:
১১.৬ না হলে, কত জন উপজুক্ত শিক্ষার্থীকে এই সুবিধার আওতায় আনতে হবে?	…… জন
১১.৭ যদি সবাই শিক্ষা উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য না হয়, তারা কীভাবে এই সুবিধা পেয়েছেন বলে মনে করেন?	কোড:
1=আত্তীকরণ/স্বজনপ্রীতি, 2=স্থানীয় এলিটদের সহায়তা, 3=দলীয়/রাজনৈতিক কারণে, 4=বাছাইকারীর পছন্দ/অপছন্দ, 5=ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, 6=জানি না।	

১২. প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ফলে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার খানার অবস্থার কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

ক্রম	বিষয়	পরিবর্তনের কোড 1=যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, 2=মোটামুটি উন্নতি হয়েছে, 3= কোন উন্নতি হয়নি,
i.	বাসগৃহের উন্নতি	
ii.	সুপেয় পানি/নিরাপদ খাবার পানি	
iii.	বাথরুম/গোসলখানা	
iv.	ল্যাট্রিন (স্বাস্থ্য সম্মত)	
v.	এপ্রোচ রোডে যাতায়াত	
vi.	খানার খাদ্য নিরাপত্তা	
vii.	দুর্যোগ মোকাবেলার দক্ষতা	
viii.	ছেলে/মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ/প্রকল্প উপবৃত্তি	
ix.	আয়ের বিকল্প উৎস তৈরি	
x.	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	
xi.	গর্ভবর্তী ও স্তনদানকারী মায়েদের পুষ্টি	
xii.	শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার	
xiii.	বাল্য বিবাহ হ্রাস	
xiv.	সদস্যদের চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি	
xv.	পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা	
xvi.	নারী নির্যাতন হ্রাস	
xvii.	উচ্ছেদের ভীতি থেকে মুক্তি	

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা (শুধুমাত্র মহিলা উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করুন):

১৩. আপনার মতে, প্রকল্পভুক্ত হওয়ার ফলে নারীর ক্ষমতায়নে কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে? (বিষয়গুলো পড়ে শুনাবেন)

ক্র নং	বিষয়	পরিবর্তনের কোড 1=যথেষ্ট বেড়েছে, 2=মোটামুটি বেড়েছে, 3= কোন পরিবর্তন নেই,	
I.	পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহনে অংশগ্রহণ		
II.	বাড়ির বাইরে যাতায়াত		
III.	আয়-উপার্জনকারী কাজে অংশগ্রহণ		
IV.	নারী নির্যাতন নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা/ জোটবদ্ধ হওয়া		
V.	নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা/প্রতিবাদ করা		
VI.	নারী নির্যাতন সম্পর্কিত ঘটনা ডিল করা (থানায় ডায়েরি/মামলা করা/ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/ এনজিওর সহায়তা নেয়া)		
VII.	নির্যাতিত নারীর জন্য চিকিৎসা/খাদ্য/বাসস্থানের ব্যবস্থা		

১৪. প্রকল্প সম্পর্কে উত্তরদাতার কোন সুপারিশ অথবা মন্তব্য রেকর্ড করুন
১৫. প্রকল্প সম্পর্কে উত্তরদাতার কোন মন্তব্য থাকলে তা রেকর্ড করুন

"আপনার মূল্যবান মতামত ও সময় প্রদানের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ"

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম:---------- স্বাক্ষর ও তারিখ:---------- ----------

সুপারভাইজারের নাম:---------- স্বাক্ষর ও তারিখ:---------- ----------

FGD #		

সংযুক্তি- ০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
দলগত আলোচনা (FGD) গাইডলাইন

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		FGD- এর স্থান					
ঠিকানা			ওয়ার্ড		পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন		
তারিখ			শুরুর সময়		শেষের সময়		
FGD মডারেটর	নাম				স্বাক্ষর		
FGD নোট টেকার	নাম				স্বাক্ষর		

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর জন্য নির্দেশনা: FGD-র ৫ টি বিভিন্ন কোন/এঙ্গেল থেকে (প্রকল্পের ব্যানার যাতে দেখা যায়) ছবি তুলতে হবে। খেয়াল রাখবেন, পর্যাপ্ত আলো থাকা অবস্থায় ছবি তুলুন। অংশগ্রহণকারীদের অনুমতি নিয়ে FGD-র অডিও রেকর্ড করুন।

FGD-তে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা:

ক্রম	নাম	বয়স (বছরে)	শিক্ষা (সর্বোচ্চ শ্রেণি পাশ)	প্রধান পেশা	মোবাইল নম্বর
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					
৭.					
৮.					
৯.					
১০.					
১১.					
১২.					
১৩.					
১৪.					
১৫.					

আলোচনার বিষয়সমূহ

ভুমিকা: 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' প্রকল্পটি নগর দারিদ্র্য বিমোচনের একটি ব্যাপক কর্মসূচি। এই প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য হলো: জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান নির্মাণ ও গৃহায়ণ সহায়তা প্রদান; সামজিক সংগঠন তৈরি; নারীদের জন্য কর্মসংস্থান-মূখী দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ; জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং পৌরসভা ও সিটিকর্পোরেশন সমূহের নগর ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা সক্ষমতা বৃদ্ধি।

আবাসন	▪ আপনার কমিউনিটিতে কতজন দুই রুম বিশিষ্ট বাসস্থান পেয়েছেন/ তালিকাভুক্ত হয়েছেন? ▪ আপনার কমিউনিটিতে কতজন বাসস্থান সংস্কার/উন্নত করার সুবিধা পেয়েছেন/তালিকাভুক্ত হয়েছেন? ▪ বাসস্থান নির্মাণ/সংস্কারের জন্য উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং এর সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। নতুন বাসস্থান/ বাসস্থান উন্নয়নে উপকারভোগী নির্বাচন পক্রিয়া সঠিক কিনা এ ব্যপারে আপনাদের মতামত দিন।
CHDF ঋণ প্রদান পদ্ধতি	▪ কতজন CHDF থেকে ঋণ পেয়েছেন ▪ ঋণ পাওয়া এবং পরিশোধের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন সে সম্পর্কে বলুন?
কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট কমিটি	▪ সদস্য সংখ্যা; পুরুষ সদস্য- , মহিলা সদস্য- ▪ কতগুলো স্বল্প আয়ের পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং কতগুলো অন্তর্ভুক্তির বাইরে আছে বলে মনে করেন ▪ নিয়মিত সভা (মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক, বাৎসরিক সাধারণ সভা) হয় কি? সভায় কোন কোন বিষয় আলোচনা হয়। ▪ কমিউনিটি একশ্যান প্ল্যান প্রণয়ন পদ্ধতি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। ▪ আপনাদের এলাকায় বহুমুখী কমিউনিটি সেন্টারে যে সব সুবিধা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন
সিডিসি ক্লাস্টার	▪ সদস্য সংখ্যা; পুরুষ সদস্য- , মহিলা সদস্য- ▪ নিয়মিত সভা (মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক, বাৎসরিক সাধারণ সভা) হয় কি? সভায় কোন কোন বিষয় আলোচনা হয়?
টাউন ফেডারেশন	▪ গঠন এবং কার্যক্রম সম্পর্কে আপনাদের মতামত দিন। ▪ নিয়মিত সভা (মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক, বাৎসরিক সাধারণ সভা) হয় কি? সভায় কোন কোন বিষয় আলোচনা হয়?
সেইভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ	▪ সঞ্চয় পদ্ধতি, এবং ঋণ পাওয়া এবং পরিশোধের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন সে সম্পর্কে বলুন? ▪ ঋণের ব্যবহার
প্রশিক্ষণ	▪ কতজন নারী/কিশোরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? ▪ প্রশিক্ষণের ট্রেডগুলো কি কি? প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন। ▪ নতুন কোন ধরনের ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বলে আপনারা মনে করেন?
আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য অনুদান	▪ আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন আপনাদের কমিউনিটির কতজন সদস্য অনুদান পেয়েছেন? তাদের মধ্যে কতজন এখনও ব্যবসা পরিচালনা করছেন? ▪ আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য ঋণ পেতে কোন সমস্যা হয় কি? ▪ আপনাদের কমিউনিটিতে কতজন বিবাহিত/অবিবাহিত/তালাকপ্রাপ্ত/বিচ্ছিন্ন/বিধবা মহিলা উদ্যোক্তা হিসেবে অনুদান পেয়েছেন? ▪ যে সকল মহিলা উদ্যোক্তা হিসেবে অনুদান পেয়েছেন তাদের মধ্যে কতজন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী? ▪ বেশির ভাগ সদস্য কি ধরনের কাজে জড়িত (যেমন: ছোট ব্যবসা ইত্যাদি)? ▪ পণ্য বাজারজাত করণের জন্য কীভাবে ব্যবসায়ী গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করা হয়ে থাকে? ▪ দলগতভাবে ব্যবসা/মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র উদোক্তা ঋণ ব্যবহার করে ডিজিটাল প্লাটফরমের (অনলাইন মিডিয়া, ই-কমার্স সাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেমন: ফেইসবুক ইত্যাদি) মাধ্যমে পণ্য এবং সেবা বিক্রয় করা হয় কি? ▪ আয়র্বধক কর্মকান্ডে প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আপনাদের মতামত দিন?
উপবৃত্তি	▪ আপনাদের এলাকায় কতকজন উপবৃত্তি পেয়েছে এবং এ সম্পর্কিত আপনাদের মতামত
১০০০ দিনের পুষ্টি অনুদান	▪ কতজন গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মহিলা পুষ্টি অনুদান পেয়েছে/পাচ্ছে এবং উপকারভোগীরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছে দয়া করে সে সম্পর্কে মতামত দিন। ▪ কতজন কিশোরী মেয়ে এককালীন ৬৫০০ টাকা করে প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি অনুদান পেয়েছে? এ সম্পর্কিত আপনাদের মতামত বলুন। ▪ উপকারভোগীরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছে দয়া করে বলুন।
পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সার্ভিস (ULG)	জন্ম সনদ/ মৃত্যু সনদ/ ট্রেড লাইসেন্স/ ওয়ারিশান সার্টিফিকেট/ চারিত্রিক সনদ/ সালিশ/ হোল্ডিং ট্যাক্স/ গৃহস্থালি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/ পানি সরবরাহ- সেবাসমূহ পাওয়ার ক্ষেত্রে কি আগের তুলনায় সহজ হয়েছে? আপনাদের সুচিন্তিত মতামত দিন (যথেষ্ট সহজ, মোটামুটি, কোন পরিবর্তন নেই)
প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান	▪ কখন, কীভাবে এই প্রকল্প শেষ হলে উপকারভোগীদের জন্য ভাল হয়?

	▪ এই প্রকল্প ২০২৩ সালে শেষ হয়ে যাবে, প্রকল্প টেকসইকরণে নতুন কিছু করণীয় আছে কী, কোন কোন কাজের উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে মনে করেন?

মূল্যবান মতামত এবং সময় দেয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধনবাদ।

KII #		

সংযুক্তি- ০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

KII গাইডলাইন: (প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সমন্বয়কারী/ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ)

ভূমিকা

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরিকিল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে "পান্না কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিসিডিএফ)"-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা মাঠ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য পিসিডিএফ থেকে এসেছি। এ সাক্ষাৎকারে আপনার দেয়া তথ্য প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার দেয়া তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। এ সাক্ষাৎকারটির জন্য ১ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে।

উত্তরদাতার পরিচিতি											
উত্তরদাতার নাম											
পদবী											
অফিসের নাম ও ঠিকানা											
এই প্রকল্পে দায়িত্বকাল (বছরে)											
যোগাযোগের নম্বর											
ইমেইল ID											

সাক্ষাৎকার গ্রহণ সর্ম্পকিত তথ্য:			
তারিখ			
সাক্ষাৎকারের স্থান			
সাক্ষাৎকার শুরুর সময়		সাক্ষাৎকার শেষের সময়	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম		স্বাক্ষর	
নোট টেকারের নাম		স্বাক্ষর	

সাক্ষাৎকারের বিষয়সমূহ

১) "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পটি নগর দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত কয়টি হতদরিদ্র পরিবারকে সরাসরি দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাসস্থান দেয়া হয়েছে/তালিকাভুক্ত করা হয়েছে? লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অর্জন সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

২) এই প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত কতটি দরিদ্র পরিবারকে এইচডিএফ ঋণের মাধ্যমে বাসস্থান সংস্কার/উন্নত করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল? লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৩) এই প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত গ্রুপ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

প্রাইমারি গ্রুপ	CDC	সেভিংস ও ক্রেডিট গ্রুপ
ক্লাস্টার	CCHDF	Disaster Management Committee
Town Level Coordination Committee	Ward Committee	

৪) এই প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত উন্নত নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনার প্রণয়নে পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কি ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের অর্জন সম্পর্কে দয়া করে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন।

৫) এই প্রকল্পের আওতায় পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের ১০০০ দিনের পুষ্টি অনুদান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন কতটুকু? মাতৃ স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণে প্রকল্পের অবদান সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৬) এই প্রকল্পে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনে অগ্রগতি কতটুকু? ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরেপরা রোধে এবং বাল্য-বিবাহ হ্রাসে প্রকল্পের অবদান সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৭) নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা বিকাশে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন।
৮) প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত কি কি প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, এক্ষেত্রে অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
৯) নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সমূহ (SCC গঠন এবং কার্যকারিতা, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক অন্যান্য প্রচারণা) নারীর ক্ষমতায়নে কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
১০) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে আপনার অফিস এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ফেডারেশন, কমিটি, সেভিংস ও ক্রেডিট গ্রুপ -এর মধ্যে কীভাবে কাজের সমন্বয় করা হয়? এক্ষেত্রে কী ধরনের ঘাটতি/Gap আছে? এগুলো কীভাবে সমাধান করা যায়? দয়া করে আপনার মতামত দিন।
১১) প্রকল্পের আওতায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কি? এক্ষেত্রে আপনি/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কোন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন? এক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় থাকলে দয়া করে বিস্তারিত বলুন।
১২) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্য, মালামাল ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ করতে কোন সমস্যা হয়ে থাকলে দয়া করে উল্লেখ করুন।
১৩) এই প্রকল্পে আওতায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত কতজন উপকারভোগীকে প্রকল্প অনুদানের আওতায় বাসস্থান (low cost housing) সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, এর বিপরীতে অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
১৪) জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ/স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করার সময় কি ধরনের সমস্যা হয়েছিল? সেগুলো কীভাবে অতিক্রম করেছেন? আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ভূমি স্বত্ব বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করুন।
১৫) জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ/স্থাপনের জন্য প্রণীত প্ল্যান এবং ওয়ার্ক প্ল্যানের সাথে বাস্তব অবকাঠামো নির্মাণের সময় কোন ব্যত্যয় দেখা গেলে তা কীভাবে সমাধান করেছেন? (নির্মাণ/স্থাপনের জন্য প্রণীত প্ল্যান, ওয়ার্ক প্ল্যান, আর্কিটেকচার, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, প্লাম্বিং প্ল্যান সরবরাহ করুন)
১৬) বিএনবিসি অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মান রক্ষার ক্ষেত্রে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে? ক) মাটি পরীক্ষা, খ)সিলিন্ডার টেস্ট, গ) পাইলের লোড টেস্ট, ঘ) সিমেন্ট টেস্ট ,ঙ) পানি টেস্ট (ঢালাই এবং কিউরিং এর পানি), চ) কংক্রিট এর স্লাম্প টেস্ট, ছ) রড টেস্ট, জ)পাথর, বালি ইত্যাদি টেস্ট, ঝ) গ্লাস, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি টেস্ট, ঞ) ব্রিক টেস্ট, ট) অন্যান্য টেস্ট, ঠ) স্টোন চিপসের উৎস (বিভিন্ন রিপোর্টের কপি সরবরাহ করুন)
১৭) প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন (যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, মালামাল, সেবা ও কার্য সংগ্রহে বিলম্ব ইত্যাদি) এগুলো সম্পর্কে দয়া করে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন?
১৮) এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৪ জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন? ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে কতটা বিঘ্নিত/বাধাগ্রস্ত হয়েছে কি?
১৯) ডিপিপি সংস্থান, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দের তুলনায় অর্থছাড় প্রতি অর্থবছরে কম হয়েছে। এই ব্যত্যয়ের কারণ কি? এর ফলে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন ধরনের সমস্যা হয়েছে কিনা?
২০) "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" বিষয়ক পরিপত্র অনুসারে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও তদারকির স্বার্থে প্রতি তিন মাসে অন্তত ১টি Project Steering Committee (PSC) সভা এবং প্রতি তিন মাসে অন্তত ১টি Project Implementation Committee (PIC) সভা আয়োজনের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপিতে পিআইসি সভা গঠন এবং স্টিয়ারিং কমিটি/পিএসসি সভা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়নি। দয়া করে আপনার মতামত দিন?
২১) দয়া করে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল Project Steering Committee (PSC) সভা এবং National Programme Board এর রেজুলেশন সরবরাহ করুন।
২২) প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত FAPAD এবং অফিস অফ অডিট এন্ড ইনভেস্টিগেশন (OAI), UND কর্তৃক সম্পাদিত অডিট রিপোর্টগুলো দয়া করে সরবরাহ করুন। এসব অডিটে কতগুলো অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে। এই আপত্তিগুলোর কয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে? নিষ্পত্তি হওয়া আপত্তিসমূহের ব্রড শিট আকারে দেয়া উত্তরগুলো আমাদের সরবরাহ করুন।
২৩) আপনার মতে এই প্রকল্পের সবল/ইতিবাচক দিকগুলো কী কী? প্রকল্পের নেতিবাচক/দুর্বল দিকগুলো সর্ম্পকে দয়া করে বলুন।
২৪) এই প্রকল্পরে আওতায় কী কী সুযোগ বিদ্যমান। প্রকল্পে কোন ধরনের ঝুঁকি থাকলে তা সর্ম্পকে দয়া করে বলুন।
২৫) প্রকল্পের টেকসইকরণের লক্ষ্যে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করনে। কখন, কীভাবে এই প্রকল্প শেষ হলে উপকারভোগীদের জন্য ভাল হয়?
২৬) প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা/বাস্তবায়ন সম্পর্কে যদি আপনার কোন মন্তব্য থাকে দয়া করে বলুন?
এই সাক্ষাৎকারে মূল্যবান সময় এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য উত্তরদাতাকে ধন্যবাদ দিন।

KII #		

সংযুক্তি- ০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

KII গাইডলাইন: (টাউন ম্যানেজার/প্রধান এলজিআই কর্মকর্তা/ নির্বাহী প্রকৌশলী/ শহর পরিকল্পনাকারী/ বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা)

ভূমিকা

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরিকিল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে "পান্না কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিসিডিএফ)"-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা মাঠ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য পিসিডিএফ থেকে এসেছি। এ সাক্ষাৎকারে আপনার দেয়া তথ্য প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার দেয়া তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। এ সাক্ষাৎকারটির জন্য ১ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে।

উত্তরদাতার পরিচিতি											
উত্তরদাতার নাম											
পদবী											
অফিসের নাম ও ঠিকানা											
এই প্রকল্পে দায়িত্বকাল (বছরে)											
যোগাযোগের নম্বর											
ইমেইল ID											

সাক্ষাৎকার গ্রহণ সর্ম্পকিত তথ্য:			
তারিখ			
সাক্ষাৎকারের স্থান			
সাক্ষাৎকার শুরুর সময়		সাক্ষাৎকার শেষের সময়	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম		স্বাক্ষর	
নোট টেকারের নাম		স্বাক্ষর	

সাক্ষাৎকারের বিষয়সমূহ

১) "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পটি নগর দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত কয়টি হতদরিদ্র পরিবারকে সরাসরি দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাসস্থান দেয়া হয়েছে/তালিকাভুক্ত করা হয়েছে? লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অর্জন সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

২) এই প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত কতটি দরিদ্র পরিবারকে এইচডিএফ ঋণের মাধ্যমে বাসস্থান সংস্কার/উন্নত করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল? লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৩) এই প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত গ্রুপ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

প্রাইমারি গ্রুপ	CDC	সেভিংস ও ক্রেডিট গ্রুপ
ক্লাস্টার	CCHDF	Disaster Management Committee
Town Level Coordination Committee	Ward Committee	

৪) আপনার এলাকায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত উন্নত নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনার প্রণয়নে পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, সে অনুযায়ী অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৫) এই প্রকল্পের আওতায় পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের ১০০০ দিনের পুষ্টি অনুদান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন কতটুকু? মাতৃ স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণে প্রকল্পের অবদান সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৬) এই প্রকল্পে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনে অগ্রগতি কতটুকু? ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরেপরা রোধে এবং বাল্য-বিবাহ হ্রাসে প্রকল্পের অবদান সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৭) নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা বিকাশে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন।

৮) আপনার এলাকায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সমূহের (SCC গঠন এবং কার্যকারিতা, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক অন্যান্য প্রচারণা) লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
৯) আপনার এলাকায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কি কি প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, সে অনুযায়ী অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
১০) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে আপনার অফিস এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ফেডারেশন, কমিটি, সেভিংস ও ক্রেডিট গ্রুপ -এর মধ্যে কীভাবে কাজের সমন্বয় করা হয়? এক্ষেত্রে কী ধরনের ঘাটতি/Gap আছে? এগুলো কীভাবে সমাধান করা যায়? দয়া করে আপনার মতামত দিন।
১১) আপনার এলাকায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়েছে কী না? বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে যদি সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে আপনি/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কোন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন? বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে যদি সকল কার্যক্রম সম্পন্ন না হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে ব্যত্যয়ের কারণ কি? দয়া করে বিস্তারিত বলুন।
১২) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্য, মালামাল ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা এবং বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ করতে কোন সমস্যা হয়ে থাকলে দয়া করে উল্লেখ করুন।
১৩) আপনার এলাকায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত কতজন উপকারভোগীকে প্রকল্প অনুদানের আওতায় বাসস্থান (low cost housing) সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, সে অনুযায়ী অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
১৪) আপনার এলাকায় এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ভৌত অবকাঠামো (টিউবয়েল, সাপ্লাইয়ের পানি, বাথরুম, ল্যাট্রিন, ড্রেন, রাস্তা, কমিউনিটি সেন্টার, ঋণের আওতায় নির্মিত বাসগৃহ, ইত্যাদি) নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপনারা কি করেছেন, দয়া করে বিস্তারিত বলুন।
১৫) আপনার এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ/স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করার সময় যে সকল ইস্যু দেখা দিয়েছিল, সেগুলো কীভাবে অতিক্রম করেছেন? আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ভূমি স্বত্ব বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করুন।
১৬) আপনার এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ/স্থাপনের জন্য প্রণীত প্ল্যান এবং ওয়ার্ক প্ল্যানের সাথে বাস্তব অবকাঠামো নির্মাণের সময় কোন ব্যত্যয় দেখা দিলে তা কীভাবে সমাধান করেছেন? (নির্মাণ/স্থাপনের জন্য প্রণীত প্ল্যান, ওয়ার্ক প্ল্যান, আর্কিটেকচার, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, প্লাম্বিং প্ল্যান সরবরাহ করুন)
১৭) আপনার এলাকায় বিএনবিসি অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মান রক্ষার ক্ষেত্রে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে? ক) মাটি পরীক্ষা, খ)সিলিন্ডার টেস্ট, গ) পাইলের লোড টেস্ট, ঘ) সিমেন্ট টেস্ট ,ঙ) পানি টেস্ট (ঢালাই এবং কিউরিং এর পানি), চ) কংক্রিট এর স্লাম্প টেস্ট, ছ) রড টেস্ট, জ)পাথর, বালি ইত্যাদি টেস্ট, ঝ) গ্লাস, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি টেস্ট, ঞ) ব্রিক টেস্ট, ট) অন্যান্য টেস্ট, ঠ) স্টোন চিপসের উৎস (বিভিন্ন রিপোর্টের কপি সরবরাহ করুন)
১৮) আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যাবলী আছে (যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, মালামাল, সেবা ও কার্য সংগ্রহে বিলম্ব ইত্যাদি) এগুলো সম্পর্কে দয়া করে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন?
১৯) আপনার এলাকায় প্রকল্পের শুরু হতে এপর্যন্ত আয়োজিত সকল Project Implementation Committee (PIC) সভার রেজুলেশন সরবরাহ করুন।
২০) আপনার এলাকায় প্রকল্পের শুরু হতে এপর্যন্ত কতগুলো অডিট হয়েছে? এই সকল অডিটে কতগুলো অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে। এই আপত্তিগুলোর কয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে? নিষ্পত্তি হওয়া আপত্তিসমূহের উত্তরগুলো আমাদের সাথে ভাগ করুন।
২১) আপনার মতে এই প্রকল্পের সবল/ইতিবাচক দিকগুলো কী কী? প্রকল্পের নেতিবাচক/দুর্বল দিকগুলো সর্ম্পকে দয়া করে বলুন।
২২) এই প্রকল্পরে আওতায় কী কী সুযোগ বিদ্যমান। প্রকল্পে কোন ধরনের ঝুঁকি থাকলে তা সর্ম্পকে দয়া করে বলুন।
২৩) প্রকল্পের টেকসইকরণের লক্ষ্যে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করনে। কখন, কীভাবে এই প্রকল্প শেষ হলে উপকারভোগীদের জন্য ভাল হয়?
২৪) প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা/বাস্তবায়ন সম্পর্কে যদি আপনার কোন মন্তব্য থাকে দয়া করে বলুন?

এই সাক্ষাৎকারে মূল্যবান সময় এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য উত্তরদাতাকে ধন্যবাদ দিন।

KII #		

সংযুক্তি-৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

KII গাইডলাইন: ওয়ার্ড কাউন্সিলর

ভূমিকা

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরিকিল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে "পান্না কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিসিডিএফ)"-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা মাঠ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য পিসিডিএফ থেকে এসেছি। এ সাক্ষাৎকারে আপনার দেয়া তথ্য প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার দেয়া তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। এ সাক্ষাৎকারটির জন্য ১ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে।

উত্তরদাতার পরিচিতি											
উত্তরদাতার নাম											
পদবী											
অফিসের নাম ও ঠিকানা											
মেয়র/ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে দায়িত্বকাল (বছরে)											
যোগাযোগের নম্বর											
ইমেইল ID											

সাক্ষাৎকার গ্রহণ সর্ম্পকিত তথ্য:			
তারিখ			
সাক্ষাৎকারের স্থান			
সাক্ষাৎকার শুরুর সময়		সাক্ষাৎকার শেষের সময়	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম		স্বাক্ষর	
নোট টেকারের নাম		স্বাক্ষর	

সাক্ষাৎকারের বিষয়সমূহ

১) "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পটির জন্য কীভাবে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়? উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে হতদরিদ্র পরিবারগুলো কীভাবে চিহ্নিত করেন? উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকলে কীভাবে তা মোকাবেলা করেছেন? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

২) উপকারভোগী এলাকা/কমিউনিটি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা সম্পর্কে মতামত দিন।

৩) প্রাইমারি গ্রুপ/সিডিসি/ক্লাস্টার গঠনে এবং কার্যকারিতার ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা সম্পর্কে মতামত দিন।

৪) নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সমূহ (SCC গঠন এবং কার্যকারিতা, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক অন্যান্য প্রচারণা) সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৫) City/ Town Project Bord-র সভাপতি হিসেবে কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে দয়া করে আপনার মতামত দিন। (শুধুমাত্র মেয়র মহোদয়ের জন্য প্রযোজ্য)

৬) City/ Town Steyaring Committee-র সভাপতি হিসেবে কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে দয়া করে আপনার মতামত দিন। (শুধুমাত্র মেয়র মহোদয়ের জন্য প্রযোজ্য)

৭) Project Implementation Committee (PIC)-র চেয়ার পারসন হিসেবে এই কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে দয়া করে আপনার মতামত দিন।

৮) আপনার এলাকায় কমিউনিটি একশন প্ল্যান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা সম্পর্কে মতামত দিন।

৯) আপনার এলাকায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত কতজন উপকারভোগীকে প্রকল্প অনুদানের আওতায় বাসস্থান (low cost housing) সুবিধা পাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

১০) এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত ভৌত অবকাঠামো (যেমন: টিউবয়েল, সাপ্লাইয়ের পানি, বাথরুম, ল্যাট্রিন, ড্রেন, রাস্তা, কমিউনিটি সেন্টার, ঋণের আওতায় নির্মিত বাসগৃহ, ইত্যাদি) নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপনারা কি করেছেন/ করছেন, দয়া করে বিস্তারিত বলুন।

১১) আপনার এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ/স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করার সময় যে সকল ইস্যু দেখা দিয়েছিল, সেগুলো কীভাবে অতিক্রম করেছেন? আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ভূমি স্বত্ব বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করুন।
১২) ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত উন্নত নগর ব্যবস্থাপনা, নীতি ও পরিকল্পনার প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আপনি বা আপনার অধীনস্থ কেউ কি কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
১৩) আপনার মতে এই প্রকল্পের সবল/ইতিবাচক দিকগুলো কী কী? প্রকল্পের নেতিবাচক/দুর্বল দিকগুলো সর্ম্পকে দয়া করে বলুন।
১৪) এই প্রকল্পরে আওতায় কী কী সুযোগ বিদ্যমান। প্রকল্পে কোন ধরনের ঝুঁকি থাকলে তা সর্ম্পকে দয়া করে বলুন।
১৫) প্রকল্পের টেকসইকরণের লক্ষ্যে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করনে। কখন, কীভাবে এই প্রকল্প শেষ হলে উপকারভোগীদের জন্য ভাল হয়?
১৬) প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা/বাস্তবায়ন সম্পর্কে যদি আপনার কোন মন্তব্য থাকে দয়া করে বলুন?

এই সাক্ষাৎকারে মূল্যবান সময় এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য উত্তরদাতাকে ধন্যবাদ দিন

KII #		

সংযুক্তি- ০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

KII গাইডলাইন: টাউন ফেডারেশন কর্মকর্তা

ভূমিকা

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরিকিল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে "পান্না কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিসিডিএফ)"-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা মাঠ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য পিসিডিএফ থেকে এসেছি। এ সাক্ষাৎকারে আপনার দেয়া তথ্য প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আপনার দেয়া তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। এ সাক্ষাৎকারটির জন্য ১ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে।

উত্তরদাতার পরিচিতি											
উত্তরদাতার নাম											
পদবী											
অফিসের নাম ও ঠিকানা											
এই সংগঠনে/কমিটিতে যোগদানের সময়কাল (বছরে)											
যোগাযোগের নম্বর											
ইমেইল ID											

সাক্ষাৎকার গ্রহণ সর্ম্পকিত তথ্য:			
তারিখ			
সাক্ষাৎকারের স্থান			
সাক্ষাৎকার শুরুর সময়		সাক্ষাৎকার শেষের সময়	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম		স্বাক্ষর	
নোট টেকারের নাম		স্বাক্ষর	

সাক্ষাৎকারের বিষয়সমূহ

১) "প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্প নগর দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। আপনার এলাকায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত কয়টি হতদরিদ্র পরিবারকে সরাসরি দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাসস্থান দেয়া হয়েছে? লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

২) এই প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত কতটি দরিদ্র পরিবারকে এইচডিএফ ঋণের মাধ্যমে বাসস্থান সংস্কার/উন্নত করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল? লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৩) এই প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত গ্রুপ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

প্রাইমারি গ্রুপ	CDC	সেভিংস ও ক্রেডিট গ্রুপ
ক্লাস্টার	CCHDF	Disaster Management Committee
Town Level Coordination Committee	Ward Committee	

৪) এই প্রকল্পের আওতায় পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের ১০০০ দিনের পুষ্টি অনুদান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন কতটুকু? মাতৃ স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণে প্রকল্পের অবদান সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৫) এই প্রকল্পে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনে অগ্রগতি কতটুকু? ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরেপরা রোধে এবং বাল্য-বিবাহ হ্রাসে প্রকল্পের অবদান সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৬) আপনার প্রকল্পভুক্ত এলাকায় নারীদের জন্য কর্মসংস্থান-মূখী দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা বিকাশের জন্য কোন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, সে অনুযায়ী অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৭) নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা বিকাশে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন।
৮) আপনার এলাকায় নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা হ্রাস করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম সমূহের (SCC গঠন এবং কার্যকারিতা, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক অন্যান্য প্রচারণা) ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
৯) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে আপনার অফিস এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/ফেডারেশন, কমিটি, সেভিংস ও ক্রেডিট গ্রুপ -এর মধ্যে কীভাবে কাজের সমন্বয় করা হয়? এক্ষেত্রে কী ধরনের ঘাটতি/Gap আছে? এগুলো কীভাবে সমাধান করা যায়? দয়া করে আপনার মতামত দিন।
১০) আপনার এলাকায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে যদি সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে কমিটি কোন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন? বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে যদি সকল কার্যক্রম সম্পন্ন না হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে ব্যত্যয়ের কারণ কি? দয়া করে বিস্তারিত বলুন।
১১) কমিউনিটি অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন করার সময় যে সকল বাধা/চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, সেগুলো কীভাবে অতিক্রম করেছেন
১২) আপনার এলাকায় ভৌত অবকাঠামো (টিউবয়েল, সাপ্লাইয়ের পানি, বাথরুম, ল্যাট্রিন, ড্রেন, রাস্তা, কমিউনিটি সেন্টার, ঋণের আওতায় নির্মিত বাসগৃহ, ইত্যাদি) নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপনারা কি করে থাকেন, দয়া করে বিস্তারিত বলুন।
১৩) আপনার এলাকায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত কতজন উপকারভোগীকে প্রকল্প অনুদানের আওতায় বাসস্থান (low cost housing) সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, এর বিপরীতে অর্জন কতটুকু? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
১৪) আপনার এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু বাসস্থান এবং কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ/স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করার সময় যে সকল ইস্যু দেখা দিয়েছিল, সেগুলো কীভাবে অতিক্রম করেছেন? আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ভূমি স্বত্ব বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করুন।
১৫) আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যাবলী আছে (যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, মালামাল, সেবা ও কার্য সংগ্রহে বিলম্ব ইত্যাদি) এগুলো সম্পর্কে দয়া করে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন?
১৬) আপনার সংগঠনে প্রকল্পের শুরু হতে এপর্যন্ত আয়োজিত সকল মাসিক/ত্রৈমাসিক/বাৎসরিক সভার রেজুলেশন সরবরাহ করুন।
১৭) প্রকল্পের শুরু হতে এপর্যন্ত আপনার সংগঠনের কতগুলো অডিট হয়েছে? এই সকল অডিটে কতগুলো অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে। এই আপত্তিগুলোর কয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে? নিষ্পত্তি হওয়া আপত্তিসমূহের উত্তরগুলো আমাদের সাথে ভাগ করুন।
১৮) আপনার মতে এই প্রকল্পের সবল/ইতিবাচক দিকগুলো কী কী? প্রকল্পের নেতবাচক/দুর্বল দিকগুলো সর্ম্পকে দয়া করে বলুন।
১৯) এই প্রকল্পরে আওতায় কী কী সুযোগ বিদ্যমান। প্রকল্পে কোন ধরনের ঝুঁকি থাকলে তা সর্ম্পকে দয়া করে বলুন।
২০) প্রকল্পের টেকসইকরণের লক্ষ্যে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করনে। কখন, কীভাবে এই প্রকল্প শেষ হলে উপকারভোগীদের জন্য ভাল হয়?
২১) প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা/বাস্তবায়ন সম্পর্কে যদি আপনার কোন মন্তব্য থাকে দয়া করে বলুন?

এই সাক্ষাৎকারে মূল্যবান সময় এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য উত্তরদাতাকে ধন্যবাদ দিন।

সংযুক্তি- ০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশ্নমালা

সাধারণ তথ্যাবলী

১.	উত্তর দাতার নাম:	পদবী:
২.	উত্তরদাতার লিঙ্গ	১= পুরুষ , ২= মহিলা
৩.	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম:	
৪.	প্রকল্প এলাকার নাম:	
৫.	ওয়ার্ড/মহল্লা/রোড	
৬.	জেলা	
৭.	উত্তরদাতার মোবাইল নং	

নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী

ক্র. নং.	প্রশ্ন	উত্তরসহ কোড		নির্দেশনা
১.	আপনার প্রতিষ্ঠান কত তারিখে প্রকল্পের কাজটি পেয়েছে?	দিন .....মাস.....বছর.....		
২.	কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর যথাসময়ে সাইট বুঝে পেয়েছেন কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
৩.	না হলে কত দিন পরে বুঝে পেয়েছেন?	দিন .....মাস.....বছর.....		
৪.	দেরি হওয়ার কারণ কী?	জায়গা দখল নেয়া যাচ্ছিল না=1		
		সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক আদেশ প্রদানে ধীরগতি= 2		
		অনিবার্য কারণে আদেশ প্রদানে জটিলতা=3		
		অন্যান্য.....		
৫.	আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই প্রকল্পের কতটি প্যাকেজে নির্মাণ কাজ করছে?	.....টি		
৬.	প্রকল্পের ড্রয়িংসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঠিক সময়ে পেয়েছেন কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
৭.	না হলে, সঠিক সময়ে বুঝে না পাওয়ার কারণগুলো কী?	তখনও ড্রয়িং প্রস্তুত হয়নি=1		
		ড্রয়িং এ সংশোধন প্রয়োজন ছিল = 2		
		সমন্বয়ের অভাব ও ধীরগতি =3		
		অন্যান্য.....		
৮.	অর্থ-ছাড় কিংবা বিল প্রাপ্তি যথাসময়ে হয়েছে কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
৯.	না হলে, বিল প্রাপ্তিতে কী ধরনের সমস্যা হয়েছিল?	অর্থ ছাড় সম্পন্ন হয়নি =1		
		কাজের মান নিয়ে আপত্তি = 2		
		গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাজের ধীরগতি =3		
		অন্যান্য.....		
১০.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে কোন বাধা/বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
১১.	হ্যাঁ হলে, কী ধরনের বাধা/বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন?	মালামাল আনা নেয়ায় বাধা=1		
		পার্শ্ববর্তী প্লট কর্তৃক বাধা= 2		
		মালামাল চুরি ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া=3		
		কোভিড-১৯ জনিত কারণে=4		
		অন্যান্য.....		
১২.	প্রকল্পের শর্তানুযায়ী আপনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রকৌশলী ও কারিগরি জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
১৩.	কারিগরি জনবলের সংখ্যা পদবি ও তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বর্ণনা করুন।.....			
১৪.	শ্রমিকের সংখ্যা, ধরন ও তাদের কর্ম দক্ষতা বর্ণনা করুন।.....			

১৫.	এই মূহুর্তে প্রকল্পের অগ্রগতি কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক পর্যায়ে আছে কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
১৬.	না হলে, বিলম্বের কারণগুলো কী?	সঠিক সময়ে বিল না পাওয়া=1		
		কোভিড-১৯ জনিত কারণে = 2		
		রাজনৈতিক গোলযোগ যথা হরতাল ও ধর্মঘটের জন্য কাজে বিঘ্ন =3		
		ড্রয়িং ও কারিগরি নির্দেশনা প্রাপ্তিতে দেরি =4		
		অন্যান্য.....=5		
১৭.	বর্তমান কাজের অগ্রগতি অনুযায়ী কবে নাগাদ সম্পন্ন করতে পারবেন বলে মনে করেন?	দিন .....মাস.....বছর.....		
১৮.	প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগত মান রক্ষার ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন? (বিভিন্ন টেস্ট রির্পোটের কপি প্রদান করুন)	মাটি পরীক্ষা=1		
		সিলিন্ডার টেস্ট=2		
		পাইলের লোড টেস্ট=3		
		সিমেন্ট টেস্ট=4		
		পানি টেস্ট (ঢালাই এবং কিউরিং এর পানি)=5		
		কংক্রিট এর স্লাম্প টেস্ট=6		
		রড টেস্ট=7		
		পাথর, বালি ইত্যাদি টেস্ট=8		
		গ্লাস, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি টেস্ট=9		
		ব্রিক টেস্ট=10		
		অন্যান্য.....=11		
১৯.	ক) ১৮ নং এ উল্লিখিত উপকরণ সমূহের (সিমেন্ট, রড, ইট, বালি, পাথর, গ্লাস, এলুমিনিয়াম) টেস্ট কোন প্রতিষ্ঠান থেকে করা হয়েছে?.....			
	খ) উপকরণ সমূহ কোন ব্রান্ড/কোম্পানির ছিল?.....			
	গ) উপকরণ সমূহ Sealed / Unsealed অবস্থায় টেস্ট করা হয়েছিল?.....			
	ঘ) Unsealed অবস্থায় টেস্ট এর জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকলে এর কারণ কী?.....			
২০.	নির্মাণ কাজে কোন ধরণের কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
২১.	হ্যাঁ হলে, কী ধরনের কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?	স্ট্রাকচারাল ডিজাইনে অস্পষ্টতা=1		
		মাটির মান নিম্ন মানের=2		
		বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস লাইন প্রাপ্তিতে জটিলতা=3		
		অন্যান্য.....=4		
২২.	(ক) নির্মাণ কাজের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সন্তোষজনক কিনা? এই বিষয়ে আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন।.....			
	(খ) কন্সট্রাকশন Surface Shutter অপসারণের পরে হানিকম্ব দেখা গিয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ=1	না=2	
	(গ) হানিকম্ব দেখা গেলে তা সন্তোষজনক পর্যায়ে ছিল কিনা?	হ্যাঁ=1	না=2	
	(ঘ) সন্তোষজনক না হয়ে থাকলে তার সম্ভাব্য কারণ কী?.....			
২৩.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং সাহায্য সহযোগিতা যথার্থ ছিল কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
২৪.	না হলে, কোন পর্যায়ে সহযোগিতা যথার্থ ছিল না বলে মনে করেন?	সঠিক সময়ে মনিটরিং এর অভাব=1		
		ড্রয়িং ও ডিজাইনের অপর্যাপ্ত ব্যাখ্যা=2		
		যথেষ্ট সংখ্যক মিটিং ও ফিডব্যাক তথা নির্দেশনা সময়মত না পাওয়া=3		
		অন্যান্য.....=4		
২৫.	প্রকল্পের Specification যথার্থ ছিল কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
২৬.	না হলে, কেন মনে করেন Specification যথার্থ ছিল না?			
২৭.	প্রকল্পটির কারিগরি নকশা ও কর্ম-পরিবল্পনা যথার্থ ছিল বলে মনে করেন কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
২৮.	না হলে, কারিগরি নকশা ও কর্ম-পরিকল্পনায় কি ধরনের সমস্যা ছিল বলে মনে করেন?			
২৯.	টেন্ডার প্রক্রিয়া ও কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াটি যথার্থ ছিল বলে মনে করেন কী?	হ্যাঁ=1	না=2	
৩০.	না হলে কী ধরনের অসংগতি ছিল বলে মনে করেন?			

৩১.	এই মূহুর্তে প্রকল্পটি সঠিক সময়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জগুলো কী বলে মনে করেন? …… ……			
৩২.	আপনি কি নির্মাণ সাইটের সাথে সম্পর্কিত কর্মকর্তা ও কর্মীদের জন্য পিপিই সরবরাহ করেছিলেন কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
৩৩.	নির্মাণ সাইটে পিপিই ব্যবহার সম্পর্কিত কোনও সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করেছেন কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
৩৪.	শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করেছেন কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
৩৫.	নির্মাণ সাইটে পর্যাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসার কিট রয়েছে কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
৩৬.	নির্মাণ সাইটের এমন কোনও ব্যক্তি আছেন যিনি প্রাথমিক চিকিৎসা সরবরাহ করতে সক্ষম?	হ্যাঁ=1	না=2	
৩৭.	নির্মাণ সাইটের সঠিকভাবে নির্মাণ বর্জ্য সংরক্ষণ করা হয় কি?	হ্যাঁ=1	না=2	
৩৮.	অনুপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারণে আপনি কি পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের নিপদ সম্পর্কে সচেতন?	হ্যাঁ=1	না=2	

সাক্ষাৎ প্রদানকারীর স্বাক্ষর:
পদবী:

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:

সংযুক্তি-০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
ভৌত অবকাঠামো এবং সার্ভিস পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ চেকলিস্ট
ল্যাট্রিন, বাথরুম/গোসলখানা, নিরাপদ খাবার পানির উৎস, রাস্তা, ভবন নির্মাণ কাজ

সাধারণ তথ্যাবলী

৮.	প্রকল্প এলাকার নাম:	
৯.	ওয়ার্ড/মহল্লা/রোড	থানা/উপজেলা:
১০.	জেলা	বিভাগ
১১.	নির্মাণ পর্যায়:	
১২.	পর্যবেক্ষণকারীর নাম:	পর্যবেক্ষণের তারিখ:
১৩.	উপস্থিত সিডিসি প্রতিনিধির নাম:	মোবাইল নং

	সুবিধার ধরন	টিক দিন
১.	ল্যাট্রিন সুবিধাসহ ব্যক্তিগত বাথরুম/গোসলখানা	
২.	ল্যাট্রিন সুবিধাসহ কমিউনিটি বাথরুম/গোসলখানা	
৩.	ল্যাট্রিন সুবিধাহীন ব্যক্তিগত বাথরুম/গোসলখানা	
৪.	ল্যাট্রিন সুবিধাহীন কমিউনিটি বাথরুম/গোসলখানা	
৫.	ব্যক্তিগত ল্যাট্রিন	
৬.	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	
৭.	ব্যক্তিগত টিউবয়েল/খাবার পানির উৎস	
৮.	কমিউনিটি টিউবয়েল/খাবার পানির উৎস	

ল্যাট্রিন পর্যবেক্ষণ

ক্র. নং.	প্রশ্ন	উত্তর	কোড	
১.	ল্যাট্রিনের ধরন পর্যবেক্ষণ		কোড:	
	1=স্যানিটারি ল্যাট্রিন, 2=রিং স্লাব ওয়াটার সিল ছাড়া, 3=কাঁচা ল্যাট্রিন,			
২.	ল্যাট্রিনের দরজা বন্ধ করা যায় কিনা?		হ্যাঁ=1	না=2
৩.	ল্যাট্রিনের দুর্গন্ধ আছে কিনা?		হ্যাঁ=1	না=2
৪.	ল্যাট্রিনের পানির ব্যবস্থা আছে কিনা?		হ্যাঁ=1	না=2
৫.	ল্যাট্রিনে পরিষ্কার করার সরঞ্জামাদি আছে কিনা?		হ্যাঁ=1	না=2
৬.	আলোর ব্যবস্থা	বৈদ্যুতিক আলোর/বাল্বের ব্যবস্থা আছে	হ্যাঁ=1	না=2
৭.	মহিলা পুরুষের জন্য পৃথক/আলাদা ল্যাট্রিন সুবিধা	এই ল্যাট্রিন মহিলা ও পুরুষ উভয়ই ব্যবহার করে	হ্যাঁ=1	না=2
		এই ল্যাট্রিন শুধুমাত্র মহিলা ব্যবহার করে	হ্যাঁ=1	না=2
		এই ল্যাট্রিন শুধুমাত্র পুরুষ ব্যবহার করে	হ্যাঁ=1	না=2
৮.	কতজন এই ল্যাট্রিনটি ব্যবহার করে?	সংখায় লিখুন.....		
৯.	নির্মাণ/স্থাপনের সময়কাল (রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করুন)		কোড:	
	1=২০১৮ সালে, 2=২০১৯ সালে, 3=২০২০ সালে, 4=২০২১ সালে			
১০.	বৃষ্টি/বর্ষাকালে/পাহাড়ি ঢলে/ সামুদ্রিক জোয়ারে/ বন্যায়/জলাবদ্ধতার সময় ল্যাট্রিন ব্যবহার উপযোগী থাকে কিনা?		হ্যাঁ=1	না=2
	পর্যবেক্ষণের ছবি তুলতে হবে			

বাথরুম/গোসলখানা পর্যবেক্ষণ

ক্র.নং.	প্রশ্ন	কোড
১.	বাথরুম/গোসলখানার ফ্লোর/মেঝে পর্যবেক্ষণ	কোড:
	1=ফ্লোরে/মেঝেতে ফাটল দৃশ্যমান, 2=ফ্লোরে/মেঝেতে কোন ফাটল দেখা যাচ্ছে না	
২.	বাথরুম/গোসলখানার পানির সরবরাহ পর্যবেক্ষণ	কোড:
	1=পাইপের পানি, 2=বাথরুমের ভিতরে টিউবওয়েল, 3=বালতি/মগ/বাথরুমের ভেতরে সার্বক্ষণিক পানির ব্যবস্থা নেই	

ক্র.নং.	প্রশ্ন		কোড	
৩.	বাথরুম/গোসলখানার দরজা বন্ধ করা যায় কিনা?		কোড:	
	1=হ্যাঁ, 2=না			
৪.	আলোর ব্যবস্থা	বৈদ্যুতিক আলোর/বাল্বের ব্যবস্থা আছে	হ্যাঁ=1	না=2
৫.	মহিলা পুরুষের জন্য পৃথক/আলাদা বাথরুম/গোসলখানা সুবিধা	এই বাথরুম/গোসলখানাটি মহিলা ও পুরুষ উভয়ই ব্যবহার করে	হ্যাঁ=1	না=2
		এই বাথরুম/গোসলখানাটি শুধুমাত্র মহিলা ব্যবহার করে	হ্যাঁ=1	না=2
		এই বাথরুম/গোসলখানাটি শুধুমাত্র পুরুষ ব্যবহার করে	হ্যাঁ=1	না=2
৬.	কতজন এই বাথরুম/গোসলখানা ব্যবহার করে?	সংখ্যায় লিখুন.....		
	নির্মাণ/স্থাপনের সময়কাল (রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করুন)		কোড:	
	1=২০১৮ সালে, 2=২০১৯ সালে, 3=২০২০ সালে, 4=২০২১ সালে			
৭.	বৃষ্টি/বর্ষাকালে/পাহাড়ি ঢলে/ জলাবদ্ধতার সময় বাথরুম/গোসলখানা ব্যবহার করা যায় কিনা?		হ্যাঁ=1	না=2
পর্যবেক্ষণের ছবি তুলতে হবে				

নিরাপদ খাবার পানির উৎস/সুবিধা পর্যবেক্ষণ

ক্র.নং.	প্রশ্ন		কোড	
১.	খাবার পানির সুবিধার ধরন পর্যবেক্ষণ		কোড:	
	1=ডিপ টিউবওয়েল (ডিপ টিউবওয়েলের বোরহোলের গভীরতার রিপোর্ট দেখুন), 2=শ্যালো টিউবওয়েল, 3=পাইপের পানি (ওয়াসা)			
২.	পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ		কোড:	
	1=নিরাপদ খাবার পানি (পানি টেস্টের রিপোর্ট দেখুন), 2=আর্সেনিকযুক্ত পানি, 3=আয়রনযুক্ত পানি, 4=পানি লবণাক্ত, 5=দুর্গন্ধযুক্ত/অস্বচ্ছ খাবার পানি			
৩.	ওয়াটার ফ্যাসিলিটির প্লাটফর্ম পর্যবেক্ষণ		কোড:	
	1=পাকা প্লাটফর্ম এবং পাকা নালা আছে, 2=পাকা প্লাটফর্ম আছে কিন্তু পাকা নালা নেই, 3=পাকা প্লাটফর্মে কোন ফাটল দেখা যাচ্ছে না, 4=কোন প্লাটফর্ম নেই			
৪.	টিউবওয়েলের মাথায় ঢাকনা পর্যবেক্ষণ		আছে=1	নাই=2
৫.	ল্যাট্রিন থেকে টিউবওয়েলের দূরত্ব পর্যবেক্ষণ	ল্যাট্রিন থেকে টিউবওয়েলের দূরত্ব ১০ মিটারের বেশি	হ্যাঁ=1	না=2
		ল্যাট্রিন থেকে টিউবওয়েলের দূরত্ব ১০ মিটারের কম	হ্যাঁ=1	না=2
৬.	আলোর ব্যবস্থা	বৈদ্যুতিক আলোর/বাল্বের ব্যবস্থা আছে	হ্যাঁ=1	না=2
৭.	পানির প্রবাহ পর্যবেক্ষণ		কোড:	
	1=ধীরে ধীরে বা থেমে থেমে প্রবাহিত হচ্ছে, 2=দ্রুত/পর্যাপ্ত প্রবাহ			
৮.	পানির প্রাপ্যতা পর্যবেক্ষণ		কোড:	
	1=সারা বছর/সব সময়, 2=মাঝে মাঝে, 3=খুব কম পাওয়া যায়			
৯.	এই পানির উৎসটি কতজন ব্যবহার করে?		সংখ্যায় লিখুন.....	
১০.	নির্মাণ/স্থাপনের সময়কাল (রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করুন)		কোড:	
	1=২০১৮ সালে, 2=২০১৯ সালে, 3=২০২০ সালে, 4=২০২১ সালে			
১১.	বৃষ্টি/বর্ষাকালে/পাহাড়ি ঢলে/জলাবদ্ধতার সময় নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা থাকে কিনা?		হ্যাঁ=1	না=2
পর্যবেক্ষণের ছবি তুলতে হবে				

রাস্তা পর্যবেক্ষণ

১.	রাস্তা/রাস্তার অংশের নাম:	
২.	পর্যবেক্ষণাধীন অংশের অবস্থান: রাস্তার.....তম কি.মি.	
৩.	ওয়ার্ড/মহল্লা/রোড	থানা/উপজেলা:
৪.	নির্মাণ পর্যায়:	
৫.	পর্যবেক্ষণকারীর নাম:	পর্যবেক্ষণের তারিখ:
৬.	উপস্থিত সিডিসি প্রতিনিধির নাম:	মোবাইল নং

ক্র. নং.	প্রশ্ন	বর্তমান অবস্থা কোড		নির্দেশনা
	রাস্তার ধরন: 1=ইট বিছানো, 2=পিচ ঢালাই, 3=পাকা রাস্তা			
১.	রাস্তার পেভমেন্টের উপর দিয়ে যানবাহন স্বাচ্ছন্দে (Comfortably) চলাচল করছে কিনা	হ্যাঁ=1	না=2	
২.	রাস্তার সারফেস উঁচুনিচু (Undulation) কিনা কিংবা যানবাহন ঝাঁকি খায় কিনা? 'হ্যাঁ' হলে পরিমাপ কত?.....	হ্যাঁ=1	না=2	

৩.	রাস্তার সারফেসে কোনরূপ ফাটল (crack) দেখা যাচ্ছে কিনা ? "হ্যাঁ" হলে পরিমাণ কত?.....	হ্যাঁ=1	না=2	
৪.	রাস্তার পেভমেন্টের সারফেসে গর্ত (Pot holes) আছে কিনা? "হ্যাঁ' হলে পরিমাণ কত?.....	হ্যাঁ=1	না=2	
৫.	রাস্তার Edge-breaking আছে কিনা?	হ্যাঁ=1	না=2	
৬.	রাস্তায় কোনরূপ Drainage সমস্যা আছে কিনা?	হ্যাঁ=1	না=2	
৭.	বর্ষায়, বা অন্য কোন কারণে রাস্তায় পানি জমে থাকে কিনা?	হ্যাঁ=1	না=2	
৮.	পাহাড়ি ঢলে/ সামুদ্রিক জোয়ারে/ বন্যায়/জলাবদ্ধতার সময় সংযোগ সড়ক/রাস্তা ডুবে যায় কিনা?	হ্যাঁ=1	না=2	
৯.	রাস্তার শোল্ডারে কিংবা ঢালে রেইনকাট সৃষ্টি হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ=1	না=2	
১০.	অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী রাস্তার প্রশস্তা নির্মিত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ=1	না=2	
পর্যবেক্ষণ: উপরের ক্রমিক সমূহে "হ্যাঁ" অথবা "না" ছাড়া অন্যান্য পর্যবেক্ষণ এখানে উল্লেখ করতে হবে।				
পর্যবেক্ষণের ছবি তুলতে হবে				

ভবন নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট:

কাজের অবস্থান/লোকেশন:				
কাজের প্যাকেজের নাম	সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের বর্তমান অগ্রগতি	মন্তব্য

ক্র. নং.	কাজের বিবরণ	অনুমোদন অনুসারে করনীয়	কাজের প্রকৃত অবস্থা	মন্তব্য
১.	ভবন এর প্লিন্থ এরিয়া (Plinth Area)			
২.	গ্রাউন্ড লেবেল(GL) থেকে এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেবেল (EGL) এর উচ্চতা (height)			
৩.	কলাম থেকে কলামের দূরত্ব: কলামের ডায়া:			
৪.	রুমের সাইজ (১-২টি) টয়লেটের সাইজ (১-২টি)			
৫.	Floor হতে Floor এর দূরত্ব /উচ্চতা (height)			
৬.	সিঁড়ির ধাপের সাইজ			
৭.	সিড়ির ল্যান্ডিঙের সাইজ			
৮.	(ক) মাটি পরীক্ষা (খ) পাইল লোড টেস্ট রিপোর্ট (গ) মেটেরিয়ালের টেস্ট রিপোর্ট ইত্যাদি সংরক্ষণ			
৯.	লেআউট ঠিক আছে কিনা			
১০.	CC/RCC এর মান ১. Thickness ২. স্লাম্প/ সিলিন্ডারটেন্ট টেস্ট (স্তরে স্তরে)			
১১.	প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত পানির মান/clean water ব্যবহার			
১২.	ইটের মান (সাইজ/ class/color/Test report)			
১৩.	রডের মান (Brand name / Test স্তরে স্তরে))			
১৪.	রডে রাস্ট/মরিচা পড়েছে কিন			
১৫.	সিমেন্ট পরীক্ষা (Brand name / Test স্তরে স্তরে)			
১৬.	বালু পরীক্ষা (type/ Test স্তরে স্তরে)			
১৭.	Stone chips (type / Test স্তরে স্তরে)			
১৮.	Brick chips (type/ Test স্তরে স্তরে)			
১৯.	অ্যান্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার/ সেপটিক ট্যাংক			
২০.	দরজা জানালার পরিমাণ কাঠের গুনগতমান			
২১.	জানালার গ্রিলের মান			

২২.	বারান্দা/ব্যালকনি গ্রিলের মান			
২৩.	সিড়ির ল্যান্ডিং গ্রিলের মান			
২৪.	সিড়ির রেলিংএর মান			
২৫.	প্লাস্টারের ফিনিশিং			
২৬.	দেয়ালে নীল বর্ণ/লবনাক্ততার রেখা			
২৭.	হানিকম্ব			
২৮.	সাটারিঙ্গের ওয়াটার লেভেল			
২৯.	প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে (যেমন Foundation, বীম, কলাম, ছাদ ঢালাই ইত্যাদির পূর্বে PWD কর্তৃক লিখিত অনুমোদন হয়েছে কিনা ?			
৩০.	Side book Stock book মেইনটেইন করে কিনা?			
৩১.	মাটির নিচে সমাপ্তি কাজের ছবি/video রাখা রয়েছে কি না।			
৩২.	Site visit register. Attendance register মেইনটেইন করে কিনা ?			
৩৩.	Safety measure রয়েছে কিনা (গামবুট, হেলমেট, গ্লাভস, সেফটিনেট ইত্যাদি)			
৩৪.	Shutter use: Steel/ bamboo/ Wooden			
৩৫.	ড্রইং এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বৈদ্যুতিক ফিটিং এবং ফিক্সিং সঠিক কিনা?			
৩৬.	ড্রইং এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী স্যানিটারি/পানিরলাইনের ফিটিং এবং ফিক্সিং সঠিক কিনা?			
৩৭.	ভবনটির সাথে সংযুক্ত রাস্তা এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণ			
৩৮.	ডিজাইন/ লে আউট পুরোপুরি অনুসৃত হয়েছে কিনা। BNBC পুরোপুরি অনুসৃত হয়েছে কিনা।			
৩৯.	হ্যামার/রিবয়াউন্ড টেস্ট (অঙ্গের নাম): ফলাফল:			
পর্যবেক্ষণের ছবি তুলতে হবে				

স্বাক্ষর:

সাইট ইঞ্জিনিয়ার/ কন্ট্রাক্টার প্রতিনিধি

স্বাক্ষর:

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষক

পান্না কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিসিডিএফ)
বাড়ি নং: ৫৩/১ ও ৫৩/২, ফ্ল্যাট- ডি ২
পশ্চিম আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ওয়েবসাইট: www.pannafoundation.com, ই-মেইল: pannafoundation@gmail.com